পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 81 Thursday, 20 February, 2025 ✱ ৩০ বর্ষ, ৮১ সংখ্যা ✱ ৭ ফাল্গুন ১৪৩১, বৃহস্পতিবার, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

আইপিএস দময়ন্তী সেনের যুক্তি মেনে নিল হাইকোর্ট, সরানো হল জোড়া খুনের তদন্ত থেকে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারিঃ কাকদ্বীপে জোড়া খুনের মামলার তদন্ত থেকে অব্যাহতি চেয়ে আবেদন জানিয়েছিলেন। আইপিএস দময়ন্তী সেনের সেই আবেদন মঞ্জুর করলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা। জোড়া খুনের তদন্তে গঠিত সিট থেকে সরানো হল তাঁকে। মামলার তদন্তে গঠিত সিটে চারজন সদস্য রয়েছেন। দময়ন্তীর অনুপস্থিতিতে সিটের নেতৃত্ব কে দেবেন, পরবর্তী শুনানিতে তা ঠিক করবে হাইকোর্ট। ২০১৮ সালের ১৪ মে কাকদ্বীপে সিপিএম কর্মী দেবপ্রসাদ দাস ও তাঁর স্ত্রী ঊষারানি দাসের অগ্নিদগ্ধ দেহ উদ্ধার হয়। ঘরে আগুন লাগিয়ে ওই দম্পতিকে পুড়িয়ে খুনের অভিযোগ ওঠে। সেই ঘটনায় নাম জড়ায় একাধিক

তৃণমূল নেতার। পুলিশের তদন্তে একাধিক ত্রুটি সামনে আসে। ওই দম্পতিকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগের তদন্তে ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে সিট গঠনের নির্দেশ দেয় বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার সিঙ্গল বেঞ্চ। বিচারপতি ওই নির্দেশে জানিয়েছিলেন, আইপিএস দময়ন্তী সেনের নেতৃত্বে সিট গঠন হবে। এই আইপিএস অফিসারকেই সিটের বাকি অফিসারদের বেছে নিতে নির্দেশ দেন বিচারপতি। হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে গিয়েছিল রাজ্য। কিন্তু, চলতি বছরের জানুয়ারিতে রাজ্যের আবেদন খারিজ করে দেয় ডিভিশন বেঞ্চ। ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্যের আবেদন খারিজ করার কিছুদিন পর রাজাশেখর মান্থার বেঞ্চে শারীরিক অসুস্থতার কথা জানিয়ে সিট থেকে অব্যাহতি চান দময়ন্তী সেন। নিজের আবেদনে তিনি বলেন, নানা রোগে তিনি আক্রান্ত। একদিকে গাড়ি চড়ার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ রয়েছে। পাশাপাশি তাঁর মানসিক চাপ নেওয়া বারণ। সেজন্য সিট থেকে তাঁকে অব্যাহতি দেওয়া হোক বলে আবেদন জানান। তাঁর সেই আবেদনই এদিন মঞ্জুর করলেন বিচারপতি মান্থা। ফলে কাকদ্বীপে জোড়া খুনের তদন্তে সিটের নেতৃত্ব দেবেন না তিনি। এখন সিটের নেতৃত্ব কে দেবেন, তা পরবর্তী শুনানিতে ঠিক হবে বলে বিচারপতি জানিয়েছেন।

‘৫৬ কোটি মানুষের আস্থা নিয়ে খেলছেন’ মমতার ‘মৃত্যুকুম্ভের’ জবাব যোগীর

লখনউ, ১৯ ফেব্রুয়ারিঃ মহাকুম্ভকে মৃত্যুকুম্ভ বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার তার পাল্টা জবাব দিলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। মমতার দাবিকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলেই উড়িয়ে দিলেন তিনি। ৫৬ কোটি মানুষের বিশ্বাস নিয়ে খেলছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, এমনটাই অভিযোগ করেন তিনি। মহাকুম্ভ পদপিষ্ট হয়ে ৩০ জনের মৃত্যুর প্রসঙ্গ টেনে সমালোচনায় সরব হন মুখ্যমন্ত্রী। বিধানসভায় মহাকুম্ভকে মৃত্যুকুম্ভ বলে অ্যাখ্যা দেন তিনি। এরপরই ওঠে সমালোচনার ঝড়। আজ উত্তর প্রদেশ বিধানসভায় সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য নিয়ে ব্যাপক ক্ষোভ প্রকাশ করেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতাকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, ‘‘আমরা যখন আলোচনা করছি, তখন কুম্ভে ৫৬ কোটি ২৫ লক্ষেরও বেশি মানুষ সঙ্গমে ডুব দিয়েছেন। ভারতের আস্থা বা মহাকুম্ভের বিরুদ্ধে যারা মন্তব্য করছেন, মিথ্যা ভিডিয়ো দেখাচ্ছেন, তারা ৫৬ কোটি মানুষের বিশ্বাস নিয়ে খেলছেন। ভিত্তিহীন অভিযোগ করছেন উনি (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়)। সনাতন ধর্মের সবথেকে বড় উসবের অপমান করেছে তৃণমূল।’’ যোগী বলেন যে সনাতন ধর্ম রাষ্ট্রীয় ধর্ম। এই ধর্মের অনুষ্ঠান পালন করা যদি অপরাধ হয়, তবে সরকার এই অপরাধ করবে। মহাকুম্ভে পদপিষ্ট হয়ে যে ৩০ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং কুম্ভ আসার পথে বিভিন্ন দুর্ঘটনায় যারা প্রাণ হারিয়েছেন, তাদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করে যোগী আদিত্যনাথ বলেন, ‘‘সরকার এদের পাশে রয়েছে। যথা সম্ভব সাহায্য করব আমরা। কিন্তু এটা নিয়ে কী রাজনীতি করা উচিত?’’ তিনি আরও বলেন, ‘‘এটা বিজেপি সরকারের সৌভাগ্য যে মহাকুম্ভের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পেরেছে, আয়োজনের সুযোগ পেয়েছে। আমরা নিজেদের দায়িত্ব জানি। গোটা দেশ ও বিশ্ব মহাকুম্ভে অংশ নিয়েছে। এই সব মিথ্যা প্রচারে কান দেবেন না।’’ বিরোধীদের মুখ বন্ধ করে দিয়ে যোগী আদিত্যনাথ বলেন, ‘‘এরা প্রথম দিন থেকেই কুম্ভের

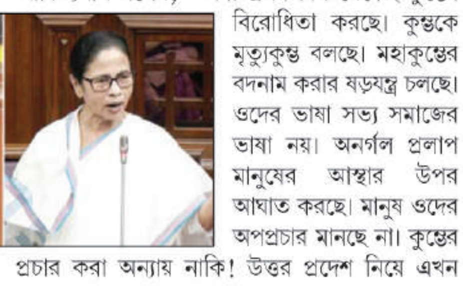

বিরোধিতা করছে। কুম্ভকে মৃত্যুকুম্ভ বলছে। মহাকুম্ভের বদনাম করার ষড়যন্ত্র চলছে। ওদের ভাষা সভ্য সমাজের ভাষা নয়। অনর্গল প্রলাপ মানুষের আস্থার উপর আঘাত করছে। মানুষ ওদের অপপ্রচার মানছে না। কুম্ভের প্রচার করা অন্যায় নাকি! উত্তর প্রদেশ নিয়ে এখন মানুষের ধারণা বদলেছে। এরা আকবরের কেল্লার কথা জানে না। অক্ষয় বটের কথা জানত না। রেলের কাজ যথেষ্ট প্রশংসাযোগ্য।’’ একা যোগী আদিত্যনাথই নন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুকুম্ভ মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন, ‘‘সনাতন ধর্মের অপমান করা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বভাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। ভারতীয় সংস্কৃতি আজকের নয়। হাজারো বছর ধরে গঙ্গার জলের মতো ভারতীয় সংস্কৃতি প্রবাহিত হয়ে আসছে। যাঁরা সনাতন ধর্মের দিকে আঙুল তোলেন, তাঁরা নিজেরাই নিজেদের লোকসান করছেন। মানুষের আস্থা-ভরসা-ভাবনার উপর আঘাত করা অপরাধ সমান।’’

সপ্তাহজুড়ে বৃষ্টির সম্ভাবনা বাংলায়, ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে শিলাবৃষ্টির সতর্কতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারিঃ সকাল থেকে কলকাতায় প্রায় মেঘলা দিনেরই দেখা মিলল। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ থেকে তেলেঙ্গানা পর্যন্ত অক্ষরেখার প্রভাবে বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকবে। এর ফলে আজ থেকে রবিবার পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে বৃষ্টি, বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি এবং ঝোড়ো বাতাসের সম্ভাবনা রয়েছে। এমনটাই জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। দক্ষিণবঙ্গে আজ (বুধবার) দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া এবং হাওড়া জেলায় শিলাবৃষ্টি, বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি ও ৪০-৫০ কিমি বেগে ঝোড়ো বাতাসের সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলিতে ৩০-৪০ কিমি বেগে দমকা হাওয়া ও বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি হতে পারে। বৃহস্পতিবার পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, হুগলিতে শিলাবৃষ্টি, বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি ও ৪০-৫০ কিমি বেগে ঝোড়ো বাতাসের সম্ভাবনা রয়েছে। কলকাতা, পূর্ব মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ৩০-৪০ কিমি বেগে দমকা হাওয়া ও বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি হতে পারে। দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতেও বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি ও

ঝোড়ো হাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শনিবার পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, উত্তর ২৪ পরগনা, হুগলি ও নদিয়ায় শিলাবৃষ্টি, বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি ও ৪০-৫০ কিমি বেগে ঝোড়ো বাতাসের সম্ভাবনা রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের অন্য জেলাগুলিতে ৩০-৪০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া ও বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। রবিবার পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি ও ৩০-৪০ কিমি বেগে ঝোড়ো বাতাসের সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরবঙ্গে দার্জিলিংয়ের উঁচু পার্বত্য এলাকায় হালকা তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে, যা রবিবার পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে। এছাড়া সোমবার পর্যন্ত বজ্রবিদ্যুৎসহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কালিম্পংয়ে রবিবার পর্যন্ত বজ্রবিদ্যুৎসহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। জলপাইগুড়িতে বৃহস্পতিবার থেকে বৃষ্টি হতে পারে এবং মালদায়ও বৃহস্পতিবার বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। শনিবার ও রবিবার উত্তরবঙ্গের সব জেলায় (দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা) কিছু কিছু এলাকায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে।

হঠাৎ! বিধানসভার ২ নম্বর গেটের সামনে হাজির এবিভিপি সমর্থকরা, তারপরই

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারিঃ বিধানসভার সামনে তুমুল বিক্ষোভ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কুম্ভ মন্তব্যের প্রতিবাদে বিধানসভার সামনে বিক্ষোভে সামিল এবিভিপি সমর্থকরা। পুলিশের সঙ্গে তুমুল ধস্তাধস্তি তাঁদের। বস্তুত, মঙ্গলবার বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাকুম্ভকে মত্যুকুম্ভ বলেছিলেন। তারই প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখান এবিভিপি সমর্থকরা। এ দিন বিধানসভার দু'নম্বর গেটের সামনে বিক্ষোভ দেখান এবিভিপি সমর্থকরা। মূলত, এই গেট দিয়েই বিধানসভার ভিতরে প্রবেশ করেন অধ্যক্ষ থেকে মন্ত্রীরা। এই গেটের সামনেই আচমকাই হাজির হন এবিভিপি সমর্থকরা। প্রায় জনা পনেরো কর্মীকে সামলাতে বেগ পেতে হয় পুলিশকে। তারপর মহিলা পুলিশ না থাকায় কার্যত আরও সমস্যায় পড়তে হয় আধিকারিকদের। পরবর্তীতে এবিভিপি সমর্থকদের তোলা হয় প্রিজন ভ্যানে। নিয়ে যাওয়া হয় লালবাজারে। তবে

শুধু এবিভিপি সমর্থকরাই নয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মহাকুম্ভ নিয়ে মন্তব্যের প্রতিবাদ করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানও। তিনি বলেছেন, ‘‘সনাতন ধর্মের অপমান করা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বভাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। ভারতীয় সংস্কৃতি আজকের নয়। হাজারো বছর ধরে গঙ্গার জলের মতো ভারতীয় সংস্কৃতি প্রবাহিত হয়ে আসছে। যাঁরা সনাতন ধর্মের দিকে আঙুল তোলেন, তাঁরা নিজেরাই নিজেদের লোকসান করছেন। মানুষের আস্থা-ভরসা-ভাবনার উপর আঘাত করা অপরাধ সমান।’’

ঘরে শিরা কাটা ৩ দেহ, বাইপাসে দুর্ঘটনায় ৩ জখম!

ট্যাংরাকাণ্ডে ঘনাচ্ছে রহস্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারিঃ ট্যাংরায় একটি বাড়ি থেকে একই পরিবারের তিনজনের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। এদিকে তার আগে কলকাতার ইএম বাইপাসে একটি দুর্ঘটনা ঘটে। তাতে তিনজন আহত হয়েছে। পুলিশি তদন্তে উঠে এসেছে, এই দুটি ঘটনার যোগসূত্র রয়েছে! অনুমান করা হচ্ছে, আদতে ট্যাংরার ঘটনা আত্মহত্যাই নয়। আহত ব্যক্তিরা পরিবারের সদস্যদের খুন করে পালাতে গিয়েই দুর্ঘটনা

ঘটিয়েছে। যাদের মৃত্যু হয়েছে তাদের মধ্যে দুজন মহিলা (রোমি এবং সুদেষ্ণা দে) এবং একজন কিশোরী। এদিকে দুর্ঘটনায় আহত যারা হয়েছেন তারা দুই ভাই (প্রণয় এবং প্রসূন দে) বলে জানতে পেরেছে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদে তাদের থেকে ট্যাংরার ওই বাড়িরই ঠিকানা জানতে পারা যায়। তখনই প্রাথমিক সন্দেহ হয় পুলিশের। এরপর আহতদের চাপ দেওয়ার পর তাঁরা জানতে পারে, যে দুই মহিলা মারা গেছেন তারা তাদের স্ত্রী এবং সন্তান। দুই ভাই জানিয়েছেন, স্ত্রীরা আত্মহত্যা করেছেন এবং তাঁরাও আত্মহত্যা করার জন্যই বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। গাড়িতে দুই পুরুষ ছাড়াও এক নাবালক ছিল। সেও গুরুতর আহত হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, গাড়িটি রুবি হাসপাতালের মোড় থেকে অভিষিক্তার মোড়ের দিকে যাচ্ছিল। কিন্তু আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেটি ইএম বাইপাসের উপর কবি সুকান্ত মেট্রো স্টেশনের পিলারে ধাক্কা মারে। ঠিক কী কারণে এমন দুর্ঘটনা তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। আত্মহত্যার যে তত্ত্ব উঠে আসছে তাতে সন্দেহ হচ্ছে পুলিশের। তাঁদের অনুমান, নিজের স্ত্রীদের খুন করেই পালাচ্ছিলেন দুই ভাই। কারণ একই পরিবারের তিনজনের একই রকমভাবে মৃত্যুর ঘটনা অনেক প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। জানা গেছে, ওই পরিবারের গ্লাভসের ব্যবসা ছিল। আত্মঘাতী হয়ে থাকলে তার পিছনে মানসিক অবসাদ নাকি কোনও আর্থিক সমস্যা রয়েছে, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কলকাতা পুলিশের জয়েন্ট সিপি ক্রাইম রুপেশ কুমার ঘটনার তদন্ত করছেন। সূত্রের খবর, জিজ্ঞাসাবাদে আপাতত উঠে এসেছে, পরিবারের সকল সদস্য ঘুমের ওষুধ খেয়েছিলেন। তিনজন হাতের শিরা কেটে আত্মহত্যা করেছেন। তারপর বাকি তিনজন আত্মহত্যার উদ্দেশে বেরিয়ে ইচ্ছে করে নাকি দুর্ঘটনা ঘটান! তবে পুরো বিষয়টাই এখন তদন্তসাপেক্ষ। আহতরা সঠিক বয়ান দিচ্ছেন নাকি খুন করে পালাতে গিয়ে এখন ধরা পড়ার পর গল্প বানাচ্ছেন, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। তবে প্রাথমিক তদন্তে ইতিমধ্যে বেশকিছু তথ্য মিলেছে বলে জানানো হয়েছে পুলিশের তরফে। তবে বলা হয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত সঠিকভাবে কিছুই বলা যাবে না। মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনার আগে কলকাতার ইএম বাইপাসে একটি দুর্ঘটনা ঘটেছিল। সেই ঘটনায় আহতদের সঙ্গে মৃতদের পারিবারিক যোগ ধরা পড়েছে। এই ইস্যুতে পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা

বলেন, ‘‘সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আহতদের বয়ানের ভিত্তিতে তদন্ত হচ্ছে তবে তাঁরা কতটা ঠিক বলছেন বা ভুল বলছেন, সেটাও তদন্তসাপেক্ষ।’’ সিপি এও বলেন, ‘‘মৃতদের দুজনের শরীরে আঘাতের চিহ্ন মিলেছে তবে কিশোরীর শরীরে তেমন কোনও চিহ্ন নেই। একতলার তিনটি আলাদা ঘরে তিনজনের দেহ মিলেছিল। একজনের হাত ছাড়াও গলায় আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে।’’ সিপির কথায়, ‘‘এই ঘটনার আসল কারণ কী, কারা করেছে, অন্য কেউ জড়িত কিনা, সব বিষয়ই খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তাই এখনই এটা বলা মুশকিল যে এই ঘটনা আত্মহত্যা নাকি খুনের।’’ তিনি জানান, ঘটনাস্থল থেকে কিছু জিনিসও উদ্ধার হয়েছে। একটি ছুরিও মিলেছে। অনুমান, তা দিয়েই হাতের শিরা কাটা হয়েছে। যদিও তদন্ত প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে বলে এখনই আর বাড়তি কিছু বলবেন না বলে জানান মনোজ ভার্মা। সিপি আরও জানান, তিনটি আলাদা ঘরে তিনজনের দেহ মিলেছিল। দুই মহিলার শরীরে আঘাতের চিহ্ন মিলেছে। হাতের শিরা দুজনেরই কাটা, তবে একজনের গলায় ক্ষত রয়েছে। প্রাথমিকভাবে জানা গেছিল, কিশোরীর শরীরে কোনও আঘাতের চিহ্ন মেলেনি। তবে পরে জানা যায়, তার ঠোঁট এবং নাকের নীচে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। কীভাবে তা হল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। স্বাভাবিকভাবেই খুনের তত্ত্ব সামনে আসছে। এদিকে কলকাতা পুলিশের জয়েন্ট সিপি ক্রাইম রুপেশ কুমারের বক্তব্য, সকলে একসঙ্গে পায়েসের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ খেয়েছিলেন বলে আহতরা দাবি করেছেন জেরায়। তাঁরা বলেছেন, ওই তিনজন হাতের শিরা কেটে আত্মহত্যা করেছেন। তাঁরাও গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছিলেন আত্মহত্যা করবেন বলেই। জানা গেছে, যাদের মৃত্যু হয়েছে তাদের মধ্যে দুজন মহিলা (রোমি এবং সুদেষ্ণা দে) এবং একজন কিশোরী। এদিকে দুর্ঘটনায় আহত যারা হয়েছেন তারা দুই ভাই (প্রণয় এবং প্রসূন দে) বলে জানতে পেরেছে পুলিশ।

লাখ লাখ টাকা দিয়ে ৪০ খানা ‘অ্যাওয়ার্ড’ পেয়েছে রাজ্য সরকার, দাবি বিধায়কের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারিঃ শিক্ষা থেকে পরিবহন, ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’ থেকে ‘বাংলাশ্রী’ সরকারি পরিষেবা থেকে বিশেষ দফতর, বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার সাম্প্রতিককালে একাধিক পুরস্কার পেয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন বিভাগ স্কচ অ্যাওয়ার্ড পেয়ে মাঝেমধ্যেই শিরোনামে আসে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজ মাধ্যমে পোস্ট করে সেই খবরও দিয়ে থাকেন। সেই পুরস্কার নিয়েই এবার উঠল বড় অভিযোগ। বুধবার বিধানসভায় টাকা দিয়ে পুরস্কার পাওয়ার অভিযোগ তুলেছেন বিজেপি বিধায়ক হিরণ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, পয়সা দিয়ে স্কচ অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে রাজ্য সরকার। এদিন বিধানসভায় বাজেট নিয়ে আলোচনা চলাকালীন বক্তব্য রাখতে গিয়ে অভিযোগ জানান হিরণ চট্টোপাধ্যায়। বিজেপির বিধায়ক বলেন, ‘‘প্রমাণ রয়েছে। তথ্য প্রমাণ ছাড়া কথা বলি না।’’ হিরণের অভিযোগ, ১১ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা দিয়েছে রাজ্য সরকার। টাকা দিয়ে রাজ্য ৪০টা স্কচ অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে বলেও অভিযোগ।

‘সাংবিধানিক ক্ষমতা প্রয়োগ করুন’, বোসের কাছে সুকান্তর জোড়া পত্রবোমা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারিঃ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী-সহ চার বিজেপি বিধায়ককে বিধানসভা থেকে সাসপেন্ড। আর বিধানসভার অধিবেশনে মহাকুম্ভকে মৃত্যুকুম্ভ বলে উল্লেখ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এই দুই ইস্যুতে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে জোড়া চিঠি লিখলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। বিধানসভার অধিবেশন থেকে শুভেন্দু-সহ চার বিজেপি বিধায়ককে ৩০ দিনের জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছে। শুভেন্দু ছাড়া বাকি তিন জন হলেন অগ্নিমিত্রা পাল, বিশ্বনাথ কারক এবং বঙ্কিম ঘোষ। দলের চার বিধায়ককে সাসপেন্ড করা নিয়ে রাজ্যপালকে চিঠিতে সুকান্ত লিখেছেন, ‘অধিবেশনের শালীনতা বজায় রাখা দরকার বলে আমি মনে করি। কিন্তু, এটা উদ্বেগের যে যেসব বিধায়ক বাংলার মানুষের কথা তুলে ধরেন, তাঁদেরই বারবার সাসপেন্ড করেন স্পিকার।’ শুভেন্দুদের উপর থেকে সাসপেনশন প্রত্যাহারের অনুরোধ জানিয়ে সুকান্ত লেখেন, ‘রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান হিসেবে সাংবিধানিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য পরামর্শ দিতে আপনাকে অনুরোধ করছি।

বিরোধী দলনেতা-সহ বাকিদের উপর থেকে দ্রুত সাসপেনশন প্রত্যাহারের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার অনুরোধ জানাচ্ছি।’ রাজনীতির কারবারিরা বলছেন, শুভেন্দুর সাসপেনশন নিয়ে রাজ্যপালকে আলাদা করে সুকান্তর চিঠি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। মঙ্গলবার বিধানসভার অধিবেশনে বক্তব্য রাখার সময় মহাকুম্ভকে মৃত্যুকুম্ভ বলে মন্তব্য করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর প্রতিবাদ করে রাজ্যপালকে আর একটি চিঠি দিয়েছেন সুকান্ত। এই ধরনের মন্তব্য হিন্দুদের ভাবাবেগে আঘাত করে বলে লিখেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য বিধানসভার কার্য বিবরণী থেকে বাদ দেওয়া হোক বলে চিঠিতে অনুরোধ জানিয়েছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। চিঠিতে সুকান্ত অনুরোধ করেন, মুখ্যমন্ত্রীকে জনগণের কাছে ক্ষমা চাওয়ার জন্য বলুন রাজ্যপাল।

বেসরকারি স্কুলে লাগামছাড়া ফিজ, সরকার কী করছে? শিক্ষামন্ত্রীর অবস্থান জানতে চাইল হাইকোর্ট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারিঃ রাজ্যের বহু বেসরকারি স্কুলে লাগামছাড়া ফিজ বৃদ্ধি নিয়ে হাইকোর্টে দায়ের হয়েছে একাধিক জনস্বার্থ মামলা। অভিযোগ, বাজারদরের চেয়েও অতিরিক্ত ফিজ নেওয়া হচ্ছে। এমনকী এ বিষয়ে প্রতিবাদ জানাতে গেলে সংশ্লিষ্ট পড়ুয়াকে স্কুল কর্তৃপক্ষের কোপে পড়তে হচ্ছে। বুধবার ওই মামলাতেই রাজ্যের অবস্থান জানতে চাইল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর পর্যবেক্ষণ, বেসরকারি স্কুলের ক্ষেত্রে তাদের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই, একথা বলে রাজ্য চোখ বন্ধ করে থাকতে পারে না। এবিষয়ে শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে আগামী শুক্রবার রাজ্যের মতামত আদালতকে জানানোর জন্য রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেলকে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি। এদিন মামলার শুনানিতে রাজস্থান মডেলের প্রসঙ্গ টেনে বিচারপতি বলেন, ‘‘এই রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে রাজ্যের কিছু দরকার। কেন রাজস্থান মডেল মানা হচ্ছে না! পুরো মেকানিজম দেখা উচিত। কারণ, অনেক ক্ষেত্রে চার্জ নামে যে বৃদ্ধি হচ্ছে সেটা অন্যায্য। এটার ওপর কি কন্ট্রোল থাকবে না?’’ খানিক থেমে জবাবও দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নিজেই। বিচারপতি বলেন, ‘‘সব ক্ষেত্রে আদালত নির্দেশ দিতে পারে না।। রাজ্য সরকার অন্যান্য বিলের মত সিদ্ধান্ত নিতে পারে! কেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী এটা নিয়ে ভাবছেন না? বিলের মধ্যে দিয়ে তো রাজ্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারে!’’ রাজ্যের উদ্দেশে বিচারপতি এও বলেন, ‘‘অভিযোগ না এলেও কেন এনসিটিই গাইডলাইন অনুযায়ী সবকিছু খতিয়ে দেখা হবে না।’’

ঘুষ-কাণ্ডে আদানিদের বিরুদ্ধে তদন্তে ভারতের সাহায্য চাইল আমেরিকা

ওয়াশিংটন, ১৯ ফেব্রুয়ারিঃ ঘুষকাণ্ডে নতুন করে অস্বস্তিতে ভারতীয় শিল্পপতি গৌতম আদানি। ভারতীয় শিল্পপতি ও তাঁর ভাইপো সাগর আদানির বিরুদ্ধে তদন্তের জন্য ভারতের সরকারের কাছে সাহায্য চাইল মার্কিন সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন। গৌতম এবং তাঁর ভাইপো সাগর আদানির বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছিল আমেরিকার আদালত। তাঁদের বিরুদ্ধে সিকিউরিটিজ জালিয়াতি ও ২৬৫ মিলিয়ন ডলার ঘুষের অভিযোগ রয়েছে। নিউ ইয়র্ক জেলা আদালতে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন জানায়, তাদের তদন্ত চলছে এবং গৌতম ও সাগর আদানির বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে নোটিশ পাঠানোর চেষ্টা চলছে। এজন্য তাঁরা ভারতের আইন মন্ত্রকের সহায়তা চেয়েছে। গত বছরের নভেম্বর মাসে, মার্কিন প্রসিকিউটররা গৌতম আদানি ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। ভারতের বিভিন্ন

রাজ্যে সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পের বরাত পেতে আদানি গোষ্ঠী বিভিন্ন সরকারি আধিকারিকদের ২০০০ কোটি টাকার বেশি ঘুষ দিয়েছিল বলে অভিযোগ। আমেরিকার বাজার থেকেই সেই টাকা তোলা হয়েছিল এবং বিনিয়োগকারীদের কাছে সেই তথ্য গোপন রাখা হয়েছিল বলে জানা যায়। অভিযোগ, গৌতম আদানি বিনিয়োগকারীদের মিথ্যা আর্থিক তথ্য সরবরাহ করে তাদেরকে প্রতারিত করেছেন। যদিও আদানি গ্রুপ এসব অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছে। তারা জানিয়েছে, তারা সমস্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। গত মাসে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ফরেন করাপ্ট প্র্যাকটিস অ্যাক্ট-এর কার্যকারিতা স্থগিত করে দেন। এটি আদানি মামলায় প্রযোজ্য ছিল। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আগেই জানিয়েছিল যে, আদানি সংক্রান্ত আইনি কার্যক্রমে ভারত সরকারের কোনো ভূমিকা নেই। মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়স্বাল জানিয়েছিলেন, এটি একটি ব্যক্তিগত আইনি বিষয়, যা মার্কিন বিচার বিভাগে চলছে। তিনি আরও বলেন, ‘‘আমরা আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করব।’’ অন্যদিকে, আদানি গ্রুপের বিরুদ্ধে এই ঘুষ কেলেঙ্কারি বিষয়ে ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, ‘‘সরকার কোনো মিডিয়া রিপোর্টের ভিত্তিতে পদক্ষেপ নেবে না।’’ তিনি আরও বলেন, ‘‘যখন আমাদের কাছে সঠিক নথি থাকবে, তখনই সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে।’’

‘মোদিকে সম্মান করি কিন্তু ভারতকে ১৮২ কোটি কেন দেব?’, হঠাৎ কীসে এত গোঁসা হল ট্রাম্পের?

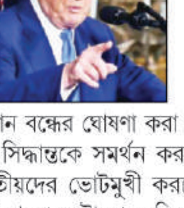

ওয়াশিংটন, ১৯ ফেব্রুয়ারিঃ প্রধানমন্ত্রী মোদির মার্কিন সফরের পরই বড় ধাক্কা। ১৮২ কোটি টাকার আর্থিক অনুদান বন্ধ করে দিল আমেরিকা। রবিবারই ইলন মাস্কের অধীনে থাকা সরকারি দক্ষতা দফতর-র তরফে ভারতীয়দের ভোটমুখী করতে ২১ মিলিয়ন ডলারের আর্থিক অনুদান বন্ধের ঘোষণা করা হয়। আজ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও সেই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করলেন। মার্কিন নাগরিকদের করের টাকা কেন ভারতীয়দের ভোটমুখী করতে খরচ করা হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন। ফ্লোরিডা থেকে ট্রাম্প এ দিন বলেন, ‘‘আমরা ভারতকে ২১ মিলিয়ন ডলার দিচ্ছি কেন? ওদের অনেক টাকা আছে। বিশ্বের সবথেকে বেশি কর নেওয়া দেশগুলির মধ্যে অন্যতম ভারত। ওরা এত বেশি কর নেয় যে আমরা সেভাবে ব্যবসাই করতে পারি না।’’ তবে যে প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে এত বন্ধুত্ব, সুসম্পর্ক? সে বিষয় নিয়েও ব্যাখা দিয়ে ট্রাম্প বলেন, ‘‘ভারত ও তাদের প্রধানমন্ত্রীকে অনেক সম্মান করি আমি, কিন্তু ভোটার টার্নআউটের জন্য ২১ মিলিয়ন ডলার দেব? তাও আবার ভারতের ভোটে? এখানে ভোটার সংখ্যার কী হবে?’’ গত ১৬ ফেব্রয়ারি ডজ একাধিক মার্কিন অনুদানে কাটছাঁট ঘোষণা করে। এর মধ্যেই অন্যতম ছিল ভারতের ভোটারদের বুথমুখী করার জন্য ২১ মিলিয়ন, ভারতীয় মুদ্রায় ১৮২ কোটি টাকার অনুদান। এই খরচকে অতিরিক্ত ও যুক্তিহীন বলেই উল্লেখ করা হয়। শুধু ভারত নয়, বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের জন্যও যে ২৯ মিলিয়ন ডলার অর্থ সাহায্য দেওয়া হত, তাও বন্ধ করে দেওয়া হয়। নেপালকে দেওয়া ৩৯ মিলিয়ন ডলারের অর্থ বরাদ্দ বাতিল করে দেওয়া হয়।

শিবাজী মহারাজের জন্মজয়ন্তীতে শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রধানমন্ত্রীর, শ্রদ্ধা নিবেদন অমিত শাহের

নয়াদিল্লি, ১৯ ফেব্রুয়ারিঃ কৃতজ্ঞ চিত্তে সমগ্র দেশ বুধবার শিবাজী মহারাজকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছে। বুধবার শিবাজী মহারাজের জন্মজয়ন্তী, গোটা দেশ তাঁকে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেছে, এই দিনেই ১৬৩০ সালে পুণের শিবনেরী দুর্গে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ভারতের এই বীর। মূল অনুষ্ঠানটি সেখানেই হয়েছিল। ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের জন্মজয়ন্তীতে শ্রদ্ধা জানিয়ে সমাজমাধ্যমে বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি জানিয়েছেন, ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের বীরত্ব এবং দূরদর্শী নেতৃত্ব স্বরাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেছিল। ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের জন্মজয়ন্তীতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও। তিনি সমাজমাধ্যমে এক বার্তায় জানিয়েছেন, শিবাজী মহারাজ একজন সত্যিকারের রাষ্ট্র নির্মাতা ছিলেন। নীতি, কর্তব্য এবং ধার্মিকতার এক সঙ্গম ছিলেন তিনি।

সনাতনকে অসম্মান করা মমতার স্বভাবে পরিণত হয়েছেঃ শিবরাজ চৌহান

নয়াদিল্লি, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ মহাকুম্ভকে 'মৃত্যুকুম্ভ' আখ্যা দিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর তাতেই চটেছে বিজেপি। বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য মমতার সমালোচনায় সরব হলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা শিবরাজ সিং চৌহান। বুধবার শিবরাজ বলেছেন, সনাতনকে অসম্মান করা মমতার স্বভাবে পরিণত হয়েছে।বুধবার সকালে দিল্লিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শিবরাজ সিং চৌহান বলেছেন, সনাতনকে অসম্মান করা তাঁদের স্বভাবে পরিণত হয়েছে। মা গঙ্গার মতো সনাতন ধর্ম হাজার হাজার বছর ধরে প্রবাহমান। মানুষের আস্থা, বিশ্বাস ও আবেগে আঘাত করা অপরাধের সমান।

ফের উত্তাল বিধানসভা, স্লোগান তুলে ওয়াক আউট বিজেপি-র, গেটে বিক্ষোভ

কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃফের উত্তাল হলো বিধানসভা। স্লোগান তুলে ওয়াক আউট করেন বিজেপির বিধায়করা। এরপরই বিধানসভার গেটে বসে পড়েন তাঁরা। চলে বিক্ষোভ।বুধবার রাজ্যের চা-বাগানের ৩০ শতাংশ জমি পর্যটনে ব্যবহার সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে মুলতুবি প্রস্তাব দেয় বিজেপি। প্রস্তাব আনেন বিজেপির কালচিনির বিজেপি বিধায়ক বিশাল লামা-সহ উত্তরবঙ্গের একাধিক বিজেপি বিধায়ক। প্রস্তাব পড়তে দিলেও বিজেপির অভিযোগ তা নিয়ে আলোচনার সুযোগ দেননি অধ্যক্ষ। তা নিয়ে আলোচনার সুযোগ না মেলায় বুধবার ফের উত্তপ্ত হয়ে ওঠে অধিবেশন কক্ষ।

কেরলে ফুটবল ম্যাচের আগে ভয়াবহ বাজি বিস্ফোরণ

মলপ্পুরম, ১৯ ফেব্রুয়ারিঃ কেরলের মলপ্পুরম জেলার অ্যারিকোডে ফুটবল ম্যাচ চলাকালীন আতশবাজি দুর্ঘটনায় ৩০ জনেরও বেশি দর্শক আহত হয়েছে। প্রাক-ম্যাচ উদযাপনের সময় আতশবাজি পোড়ানোর সময় দুর্ঘটনাটি ঘটে।দুর্ঘটনার পর আহতদের নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, প্রাণহানি হয়নি কারওর। তদন্ত শুরু

নির্বাচন কমিশন সর্বদা ভোটারদের পাশে ছিল, আছে ও থাকবেঃজ্ঞানেশ কুমার

নয়াদিল্লি, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ নতুন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন জ্ঞানেশ কুমার। বুধবার সকালে নতুন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন ১৯৮৮ ব্যাচের প্রাক্তন আইএএস অফিসার জ্ঞানেশ কুমার। দায়িত্ব নেওয়ার পরই জ্ঞানেশ কুমার বলেছেন, নির্বাচন কমিশন সর্বদা ভোটারদের পাশে ছিল, আছে ও থাকবে।জ্ঞানেশ কুমার বলেছেন, দেশ ঠনের প্রথম ধাপ হলো ভোট। অতএব, ভারতের প্রতিটি নাগরিক যিনি ১৮ বছর বয়স পূর্ণ করেছেন তাঁদের একজন নির্বাচক হওয়া উচিত এবং সর্বদা ভোট দেওয়া উচিত। ভারতের সংবিধান, নির্বাচনী আইন, বিধি ও নির্দেশনা অনুযায়ী ভারতের নির্বাচন কমিশন ভোটারদের পাশে ছিল, আছে এবং থাকবে।জ্ঞানেশ কুমার সংসদ বিষয়ক মন্ত্রকের সচিব হিসেবে দাযিত্বভার পালন করেছেন। সদ্য প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমারের সঙ্গে যে দু'জন নির্বাচন কমিশনার এতদিন দায়িত্বে ছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম জ্ঞানেশ। জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা প্রত্যাহারের পিছনে অন্যতম ভূমিকা ছিল তাঁর। জ্ঞানেশের ছেড়ে যাওয়া পদে নিযুক্ত হয়েছেন বিবেক জোশী। ডঃ বিবেক জোশীকে নতুন নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিযোগে করা হযেছে। তিনি হরিয়ানা ক্যাডারের ১৯৮৯ ব্যাচের একজন আইএএস অফিসার।

শেষ নিঃশ্বাস ও রক্ত পর্যন্ত মহারাষ্ট্রের উন্নয়ন করে যাবে, অঙ্গীকার একনাথ শিন্ডের

পুণে, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃশেষ নিঃশ্বাস ও রক্ত বিন্দু পর্যন্ত মহারাষ্ট্রের উন্নয়ন করে যাবে, অঙ্গীকার করলেন মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে। বুধবার পুণে-তে ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আয়োজিত একটি সভায় বক্তব্য রাখার সময় একনাথ শিন্ডে বলেছেন, শিবাজী মহারাজের দুর্গ থেকে মাটির তিলক লাগিয়ে, আমরা আমাদের শেষ নিঃশ্বাস ও রক্তের শেষ বিন্দু পর্যন্ত মহারাষ্ট্রের উন্নয়নে কাজ করার অঙ্গীকার নিই। যখনই আমরা এখানে আসি, আমরা অনুপ্রেরণা পাই এবং অন্য ধরনের শক্তি অনুভব করি। ১২টি দুর্গ ইউনেস্কোতে পাঠানো হচ্ছে এবং শিবনেরি তার মধ্যে একটি। বিদেশেও ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের জন্মজয়ন্তী পালিত হচ্ছে। উত্তর প্রদেশের আগ্রাতেও উদযাপন হচ্ছে।উল্লেখ্য, মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিস, দুই উপ-মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে ও অজিত পওয়ার বুধবার জুন্নারের শিবনেরি দুর্গে ছত্রপতি শিবাজি মহারাজের ৩৯৫-তম জন্মবার্ষিকী উদযাপনে যোগ দেন। মহারাষ্ট্রের এদিন যথোচিত মর্যাদায় পালিত হয় শিবাজি মহারাজের ৩৯৫-তম জন্মবার্ষিকী।

জ্ঞানেশের স্থলাভিষিক্ত বিবেক, নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব বুঝে নিলেন ডঃ জোশী

নয়াদিল্লি, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃনতুন নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিজের দায়িত্বভার বুঝে নিলেন ডঃ বিবেক জোশী। বুধবার সকালে দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের দফতরে গিয়ে নয়া নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিজের দায়িত্বভার বুঝে নেন ১৯৮৯ ব্যাচের হরিয়ানা ক্যাডারের আইএএস অফিসার ডঃ বিবেক জোশী।নতুন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) হিসেবে বুধবার সকালেই দায়িত্বভার গ্রহণ করেন জ্ঞানেশ কুমার। জ্ঞানেশের ছেড়ে যাওয়া পদে নিযুক্ত হয়েছেন বিবেক জোশী। সম্প্রতি ডঃ বিবেক জোশীকে নতুন নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিযোগে করা হয়। তিনি হরিয়ানা ক্যাডারের ১৯৮৯ ব্যাচের একজন আইএএস অফিসার।

রামকুমারের প্রয়াণে সরসঙ্ঘচালক ও সরকার্যবাহের শোকপ্রকাশ, শোকস্তব্ধ সঙ্ঘ পরিবার

লখনউ, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্ব উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন সহ ক্ষেত্র সঙ্ঘচালক রামকুমার বর্মা (৮২) প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর প্রয়াণে সরসঙ্ঘচালক ডঃ মোহন ভাগবত ও সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবালে শোকপ্রকাশ করেছেন।তাঁর প্রয়াণে শোকবার্তায় সরসঙ্ঘচালক ডঃ মোহন ভাগবত ও সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবালে জানিয়েছেন, রামকুমারের প্রয়াণ সংবাদে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। একজন নিষ্ঠাবান ও আদর্শ স্বয়ংসেবকের জীবনসমাপ্তি হল। তিনি শুধুমাত্র একজন সংগঠকই ছিলেন না বরং সঙ্ঘের প্রতিটি কর্মীর অভিভাবক ছিলেন। তাঁর প্রেরণাদায়ী ব্যক্তিত্ব, অক্লান্ত পরিশ্রম এবং সংগঠনের প্রতি অগাধ নিষ্ঠা সর্বদা স্মরণীয় থাকবে। তিনি পূর্ব উত্তর প্রদেশে সঙ্ঘকর্মের এক স্তম্ভ ছিলেন। তাঁর পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি এবং প্রার্থনা করি, ঈশ্বর শোকসন্তপ্ত পরিবারকে এই শোক সহ্য করার শক্তি দান করুন এবং প্রয়াত আত্মাকে চিরশান্তি প্রদান করুন।সহ ক্ষেত্র সঙ্ঘচালক রামকুমার বর্মার উত্তর প্রদেশের সীতাপুর জেলার মহমুদাবাদ মহকুমারের অন্তর্গত পোখরা কলা গ্রামে ১৯ জুলাই ১৯৪৩ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি গণিতে এমএসসি ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন এবং সীতাপুরের কমলাপুর ইন্টার কলেজে গণিতের অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ১৯৭০ সালে প্রথম বর্ষের সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ ও ১৯৭২ সালে দ্বিতীয় বর্ষের সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ সম্পন্ন করেন।তিনি সঙ্ঘের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতেন তার মধ্যে উল্লেখ্য দায়িত্ব গুলি হল তহশিল কার্যবাহ, সীতাপুর জেলার কার্যবাহ,বিভাগ কার্যবাহ, ১৯৯৬ সালে উত্তরপ্রদেশের সহ প্রান্ত কার্যবাহ, ২০০০ সালে পূর্ব উত্তর প্রদেশের ক্ষেত্র কার্যবাহ, ২০২১ সালে পূর্ব উত্তর প্রদেশের সহ ক্ষেত্র সঙ্ঘচালক।রামকুমার রাম মন্দির আন্দোলনের একজন সক্রিয় অংশগ্রহণকারী ছিলেন। ৭ অক্টোবর ১৯৮৪ সালে অযোধ্যায় প্রথম 'সঙ্কর সভা'-তে তিনি অংশ নেন। এরপর ১৪ অক্টোবর ১৯৮৪ সালে লখনউয়ের বেগম হাজরত মহল পার্কে আয়োজিত বিশাল জনসভায়ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। রাম মন্দির আন্দোলনের প্রতিটি পর্যায়ে তিনি যুক্ত ছিলেন এবং তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতা সঙ্ঘের কর্মীদের সবসময় অনুপ্রাণিত করত। তাঁর প্রয়াণে সঙ্ঘ পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

অসম বিধানসভায় প্রচণ্ড হই-হট্টগোল, মুলতবি তিনবার

গুয়াহাটি, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ নির্ধারিত বিষয় ছাড়া অন্য বিষয়ে আলোচনার দাবিকে কেন্দ্র করে শাসক-বিরোধীদের মধ্যে প্রচণ্ড বাকবিতণ্ডা ও হই-হট্টগোলের ফলে সৃষ্ট চরম বিশৃঙ্খলা পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আজ তিন-তিনবার অসম বিধানসভা অধিবেশন মুলতবি রাখতে বাধ্য হয়েছেন অধ্যক্ষ বিশ্বজি দৈমারি।রাজধানীর বাইরে গত সোমবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) কোকরাঝাড়ে বাজেট অধিবেশনের প্রথম দিনের কার্যসূচির পর বুধবার অধিবেশনের দ্বিতীয় দিন। দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে বিরোধীরা চারটি মুলতবি প্রস্তাব চেয়েছিলেন। কিন্তু ট্রেজারি বেঞ্চ কংগ্রেস আমলে 'আসাম পাবলিক সার্ভিস কমিশন' (এপিএসসি)-এ সংগঠিত ' ক্যাশ ফর জব' কেলেংকারির তদন্তে ন্যায়াধীশ (অবসরপ্রাপ্ত) বিপ্লব কুমার শর্মা কমিশনের সাম্প্রতিক রিপোর্টের ওপর আলোচনা চায়।মুলতবি প্রস্তাবগুলির মধ্যে কংগ্রেসের উমরাংসোতে কয়লা খনি ট্র্যাজেডি, সিপিআই (এম)-এর কয়লা এবং অন্যান্য সিন্ডিকেট, এআই ইউডিএফ-এর ডিটেনশন ক্যাম্পে ভারতীয় নাগরিকদের ওপর কথিত নির্যাতন এবং নির্দলীয় বিধায়ক অখিল গগৈয়ের এপিএসসি-তে টাকার বিনিময়ে চাকরি কেলেংকারি।প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শাসক-বিরোধী উভয় পক্ষ হাউজের ওয়েলে নেমে তাঁদের দাবি আদায়ে হই-হট্টগোল সৃষ্টি করে। বিরল দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করে বিজেপি নেতৃত্বাধীন ক্ষমতাসীন জোট স্লোগান তুলে স্পিকারের কাছে এপিএসসি কেলেংকারিতে ন্যায়াধীশ (অবসরপ্রাপ্ত) বিপ্লব কুমার শর্মাকে নিয়ে গঠিত এক সদস্যের কমিশনের রিপোর্টের ওপর আলোচনার অনুমতি দিতে ওয়েলে নেমে হাততালি দিতে থাকেন।এদিকে সব বিরোধী দল স্পিকারকে তাঁদের চারটি নোটিশ গ্রহণ করার দাবি জানাচ্ছিল। ডিটেনশন ক্যাম্পে বিদেশির নামে ভারতীয় নাগরিকদের নির্যাতন করা হচ্ছে বলে এআইইউডিএফ-এর বিধায়করা হাতে হাতে প্ল্যাকার্ড প্রদর্শন করে বিচারের দাবি জানিয়েছেন।অধ্যক্ষ বিশ্বজি দৈমারি পাঁচটি দাবি প্রত্যাখ্যান করে বলেন, ' অন্য সময় এ সব প্রসঙ্গ তুলতে পারেন। অনুগ্রহ করে নিজেদের আসনে যান। নিজেদের আসন থেকে বিষয়টি উত্থাপন করুন।' কেউ তাঁর অনুরোধ না মেনে ওয়েলে দাঁড়িয়ে স্লোগান দিতে থাকেন। তখন বাধ্য হয়ে ১০ মিনিটের জন্য অধিবেশন মুলতবি করেন অধ্যক্ষ দৈমারি।দশ মিনিট পর হাউজ পুনরায় শুরু হলে আবার শুরু হয় বিশৃঙ্খলা। দ্বিতীয়বারের অধিবেশনে পূর্বাবস্থা চলতে থাকে।চলমান বিশৃঙ্খলার মধ্যে অধ্যক্ষ বিশ্বজি দৈমারি বলেন, 'রাজ্যপালের ভাষণের ওপর আমাদের আলোচনা আছে। আজ আর কোনও আলোচনার সুযোগ নেই। এখন জিরো আওয়ার, তাই অনুগ্রহ করে হাউজকে কাজ করতে দিন।'তাঁর আবেদনে কেউ কর্ণপাত না করায় দ্বিতীয়বার ১০ মিনিটের জন্য হাউজ মুলতবি করেন অধ্যক্ষ বিশ্বজি দৈমারি। আবার হাউজে আসেন শাসক-বিরোধী বিধায়করা। হাউজে ঢুকেই একইভাবে ওয়েলে নেমে শোরগোল তুলে অচলাবস্থার সৃষ্টি করেন শাসক ও বিরোধীরা। তখন তৃতীয়বারের মতো হাউজ ২০ মিনিটের জন্য মুলতবি করেন অধ্যক্ষ।বিধানসভা আবার শুরু হয়। শুরু হয় হই-হট্টগোল। তখন সদনে প্রবেশ করেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। তিনি নিজের আসনে দাঁড়িয়ে বলেন, ' চারটি বিষয়েই আলোচনা করতে প্রস্তুত। বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে আমাদের কোনও সমস্যা নেই। এই বাজেট অধিবেশন এক মাস চলবে। তাই আমি স্পিকারকে (তখন অধ্যক্ষের আসনে ছিলেন উপাধ্যক্ষ ডা. নোমল মোমিন) অনুরোধ করছি, যে কোনও দিন এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনার জন্য সময় নির্দিষ্ট করুন।'এদিকে শিবসাগরের বিধায়ক (নির্দলীয়) অখিল গগৈ প্রত্যেক বিষয়ে অনুশাসন ভঙ্গ করে নিজের মতো বক্তব্য পেশ করছেন, তাই প্রয়োজনে অখিল গগৈকে ১০ মিনিট অথবা সম্ভব হলে এক ঘণ্টা বলার সুযোগ দেওয়া দরকার বলে কটাক্ষ করেন মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা।মুখ্যমন্ত্রীকটর বক্তব্যের পর উভয়পক্ষ শান্ত হলে হাউজে স্বাভাবিক কাজকর্ম চলে।

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি

মধুসূদন দে,বাঁকুড়াঃভাষা হল ভাবের বাহন ।ভাষার মাধ্যমে আমরা আমাদের মনের ভাব প্রকাশ করি। শিক্ষা লাভ করি এবং শিক্ষা দানও করি। জন্মের পর শিশুর মুখে প্রথম মা- মা বোল ফুটে মাতৃভাষায়। কবি যথার্থই বলেছেন-মাতৃভাষা হল মাতৃ দুগ্ধ ।প্রায়.২০০ বছর ব্রিটিশ বেনিয়া ইংরেজ কোম্পানী ভারতবাসী কে শাসন ও শোষণ করেছে। বহু বিপ্লবীর আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে.ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৪৭ সালের ১৫ ই আগস্ট। ভারত ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত হয়। দীর্ঘ আন্দোলন ও লড়াই এর মধ্য দিয়ে ভারত স্বাধীনতা অর্জন করে।১৯৪৭ সালের ১৫ ই আগস্ট স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে অবিভক্ত বাংলা দুই টুকরো হয়ে যায়। পশ্চিমবঙ্গ থাকে ভারতের অন্তর্গত হয়ে আর পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্তি হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ছিল উর্দু। তাই ১৯৪৮ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পাকিস্তান সরকার ঘোষণা করেছিল- উর্দুই হবে সমগ্র পাকিস্তানে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। এই ঘোষণার ফলে পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসকারী বাংলাভাষী জনগণের মধ্যে গভীর ক্ষোভের জন্ম হয়।বাংলা মায়ের দামাল ছেলেরা উচ্চকণ্ঠে এই ঘোষণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিল। ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি বাংলা কে রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে মর্যাদা দানের দাবিতে তারা ঢাকার রাজপথে বিরাট মিছিল বের করে। মিছিল টি ঢাকা মেডিকেল কলেজের কাছাকাছি এলে পুলিশ ১৪৪ ধারা অবমাননার অজুহাতে আন্দোলনকারীদের উপর গুলি বর্ষণ করে। বর্বর শাসকদল মানুষের সেই মিছিলে গুলি চালালে রাজপথে লুটিয়ে পড়ে বহু নির্ভীক তরুণের দেহ। সেদিন শহিদ হয়েছিলেন- সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার ও আরো কত নাম না জানা তরুণ। শহিদদের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়ে ওঠে।মহাকালের আবর্তনে একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালির জীবনে বারে বারে ঘুরে আসে। মাতৃভাষার জন্য আত্মবলিদানে বাংলাদেশের অসংখ্য তরুণের নাম পৃথিবীর ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। ১৯৫২ সালের পর থেকে বাংলাদেশের মানুষ অমর শহিদদের আত্ম বলিদান এর দিনটিকে মনে রেখেছেন ।বাংলাদেশ প্রতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারি দিনটি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে দিনটি পালন করে। এই দিন বাংলাদেশের আপামর জনগণ প্রভাত ফেরিতে যোগ দেয়। তাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় শহিদদের উসর্গ করে লেখা সেই গান-আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলতে পারি?১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের শহিদদের স্মরণে জাতিসংঘ ১৯৯৯ সালের ১৭ ই নভেম্বর ২১ শে ফেব্রুয়ারি দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। সেই ঘোষণা অনুযাযী. ২০০০ সাল থেকে ২১ শে ফেব্রুয়ারি সারা বিশ্বে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে যথাযথ মর্যাদায় পালিত হয়ে আসছে। এর উদ্দেশ্য প্রতিটি জাতি যাতে তার মাতৃভাষার গুরুত্ব বুঝতে পারে, তাকে সম্মান করতে পারে। কারণ মাতৃভাষা জাতির জীবনে সর্বাঙ্গীন বিকাশ ঘটাতে পারে।এইভাবে বাংলা ভাষার জয়লাভ ঘটে। বাঙালির গৌরবময় আন্দোলন সারা পৃথিবীতে গৌরব লাভ করে।বর্তমানে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ সহ আজ পৃথিবীর ১৮৮ টি দেশে একুশে ফেব্রুয়ারি দিনটি উদযাপিত হয়। একুশে ফেব্রয়ারি দিনটি বছরে একবার আসে কিন্তু এর পিছনের ইতিহাস আমাদের চিরদিন মনে রাখতে হবে।২১ শে ফেব্রুয়ারি দিনটি আমাদের শত শহিদের আত্মবলিদান এর ফলে বিশ্বের দরবারে যে মর্যাদা পেয়েছে তাতেই প্রতিটি বাঙালির বুক গর্বে ভরে ওঠা উচিত।

মহাকুম্ভের ৩৮-তম দিন, এযাবৎ ৫৫.৫৬ কোটির বেশি ভক্তের পুণ্যস্নান সম্পন্ন

প্রয়াগরাজ, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজে বুধবার ৩৮-তম দিনে পড়ল মহাকুম্ভ মেলা ২০২৫। গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর মিলনস্থল, ত্রিবেণী সঙ্গমে বুধবারও পুণ্যস্নান করেছেন বিপুল সংখ্যক পুণ্যার্থীরা। এখনও পর্যন্ত মহাকুম্ভের সঙ্গমে পুণ্যস্নান করেছেন ৫৫.৫৬ কোটিরও বেশি ভক্ত। শুধুমাত্র বুধবার ভোররাত থেকে সকাল ৮টা পর্যন্ত পুণ্যস্নান করেছেন ৩০.৯৪ লক্ষের বেশি ভক্ত।উল্লেখ্য, গত ১৩ জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া কুম্ভমেলা চলবে আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত, টানা ৪৫ দিন ধরে। আর মাত্র কিছু দিন বাকি। দেশ ও বিদেশ থেকে এখনও বিপুল সংখ্যক মানুষ প্রয়াগরাজে আসছেন, সঙ্গমে আস্থার ডুব দেওয়ার জন্য। মহাকুম্ভে এই নিয়ে ৩টি অমৃতস্নান সম্পন্ন হয়েছে। পরবর্তী পুণ্যস্নান হবে আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি (মহা শিবরাত্রি)। সেই দিনই মহাকুম্ভ মেলার সমাপ্তি।

রাম মন্দির চত্বরে জনস্রোত, মহাকুম্ভে স্নানের পর রামলালার দর্শন ভক্তদের

প্রয়াগরাজ ও অযোধ্যা, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভ মেলায় প্রতিদিনই রেকর্ড সংখ্যক পুণ্যার্থী ভি। জমাচ্ছেন। ত্রিবেণী সঙ্গমে পুণ্যস্নানের পরই অযোধ্যা চলে যাচ্ছেন বেশিরভাগ পুণ্যার্থীরা, সঙ্গমে পুণ্যস্নানের পর অযোধ্যায় রামমন্দির দর্শন করছেন। আর তাই রামমন্দিরে প্রতি দিন ভিড়ের চাপ বাড়ছে।বুধবারও সকাল থেকেই রামমন্দির চত্বরে ব্যাপক ভিড় দেখা গেল পুণ্যার্থীদের। সঙ্গমে পুণ্যস্নান করেই বহু পুণ্যার্থী রওনা দেন অযোধ্যার উদ্দেশ্যে। দূরদূরান্ত থেকে আসা পর্যটক এবং পুণ্যার্থীরা পুণ্যস্নানের পাশাপাশি অযোধ্যায় যাচ্ছেন রাম মন্দির দর্শনে। ফলে চাপ বাড়ছে প্রতিদিনই। অযোধ্যার পাশাপাশি বারাণসীতেও যাচ্ছেন পুণ্যার্থীরা। সেখানে কাশী বিশ্বনাথ মন্দির দর্শন করছেন ভক্তরা।

ত্রিবেণী সঙ্গমে পুণ্যস্নান প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাধা মোহন সিংয়ের

প্রয়াগরাজ, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ ত্রিবেণী সঙ্গমে পুণ্যস্নান করলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাধা মোহন সিং। বুধবার প্রাক্তন কেন্দ্রীয় কৃষি কল্যাণ মন্ত্রী তথা সাংসদ রাধামোহন সিং ত্রিবেণী সঙ্গমে পুণ্যস্নান করেন। তিনি বলেন, মহাকুম্ভ উপলক্ষে তিনি প্রয়াগরাজের ত্রিবেণী সঙ্গমে অমৃতস্নান করেছেন।উল্লেখ্য, উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজে বুধবার ৩৮ তম দিনে পড়ল মহাকুম্ভ মেলা ২০২৫। গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর মিলনস্থল, ত্রিবেণী সঙ্গমে এদিনও পুণ্যস্নান করেছেন বিপুল সংখ্যক পুণ্যার্থী। এখনও পর্যন্ত মহাকুম্ভের সঙ্গমে পুণ্যস্নান করেছেন ৫৫.৫৬ কোটিরও বেশি ভক্ত। গত ১৩ জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া কুম্ভমেলা চলবে আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত, টানা ৪৫ দিন ধরে। আর মাত্র কিছু দিন বাকি। দেশ ও বিদেশ থেকে এখনও বিপুল সংখ্যক মানুষ প্রয়াগরাজে আসছেন, সঙ্গমে আস্থার ডুব দেওয়ার জন্য। পরবর্তী পুণ্যস্নান আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি (মহা শিবরাত্রি)। সেই দিনই মহাকুম্ভ মেলার সমাপ্তি।

প্রস্তুতি চূড়ান্ত পর্যায়ে, বৃহস্পতিতেই দিল্লির নতুন মুখ্যমন্ত্রীর শপথ

নয়াদিল্লি, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃদিল্লির নতুন মুখ্যমন্ত্রী কে হচ্ছেন, তা বুধবার দুপুর পর্যন্ত অজানা। তবে, মুখ্যমন্ত্রী যেই হোক না কেন, তিনি শপথ নেবেন বৃহস্পতিবার, ২০ ফেব্রুয়ারি। ইতিমধ্যেই সেজে উঠেছে দিল্লির রামলীলা ময়দান। প্রস্তুতি এখন প্রায় শেষ পর্যায়ে। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী ও নতুন মন্ত্রিসভার শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান বৃহস্পতিবার রামলীলা ময়দানে অনুষ্ঠিত হবে। অনুষ্ঠান শুরু হবে সকাল ১১টায়। দুপুর ১২.৩৫ মিনিটে লেফটেন্যান্ট গভর্নর ভি কে সাক্সেনা মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভাকে শপথবাক্য পাঠ করাবেন।শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা ও এনডিএ-র মুখ্যমন্ত্রী ও উপমুখ্যমন্ত্রীরা। প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে দিল্লি পুলিশও। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর শপথ অনুষ্ঠানের প্রস্তুতির বিষয়ে স্পেশাল সিপি (আইন ও শৃঙ্খলা) রবীন্দ্র সিং যাদব বলেছেন, সমস্ত ব্যবস্থা করা হচ্ছে এবং বৃহস্পতিবার সকালে সবকিছু ঠিকঠাক থাকবে। শপথ অনুষ্ঠানে প্রচুর জনসমাগম হবে বলে আশা করা হচ্ছে, তাই আমরা নিরাপত্তার জন্য নিখুঁত ব্যবস্থা করছি।

রাজস্থানের বাজেট পেশ দিয়া কুমারীর, একগুচ্ছ জনমুখী ঘোষণা

জয়পুর, ১৯ ফেব্রুয়ারিঃ রাজস্থান ভজনলাল শর্মা সরকারের দ্বিতীয় বাজেট পেশ হল বুধবার। এদিন বিধানসভায় বাজেট পেশ করেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী দিয়া কুমারী। বাজেট পেশ করার আগে তিনি বলেন, ঐতিহাসিক বাজেটে জনগণের জন্য অনেক উপহার রয়েছে। আর বাজেট পেশ করার সময় দিয়া কুমারী বলেন, ১৫০ ইউনিট পর্যন্ত বিনামূল্যে বিদ্যু দেওয়া হবে। বিনামূল্যে বিদ্যু সুবিধাভোগীদের বাড়িতে সোলার প্লেট বসানো হবে।৫ লক্ষ নতুন গার্হস্থ্য পরিবারে বিদ্যু সংযোগ এবং ৫০০০ নতুন কৃষি-সম্পর্কিত সংযোগের কথা ঘোষণা করেছেন দিয়া কুমারী। রাজস্থানের উপ-মুখ্যমন্ত্রী দিয়া কুমারী বলেছেন, আমি সভার সদস্যদের এটা জানাতে পেরে আনন্দিত যে, মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মার দক্ষ নেতৃত্বে, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে রাজ্যের জিএসডিপি ১৯.৮৯ লক্ষ কোটি টাকার বেশি হওয়ার অনুমান করা হয়েছে। দিয়া কুমারী আরও বলেছেন, রাজ্যে ৯টি নতুন গ্রিনফিল্ড এক্সপ্রেসওয়ে এবং ১৫টি শহরে রিং রোড করা হবে। দিয়া আরও ১০৫০টি নতুন কারিগরি পদে নিয়োগের ঘোষণা করেন।

হিমাচলে বৃষ্টি ও তুষারপাতের পূর্বাভাস, কমলা সতর্কতা জারি

শিমলা, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ হিমাচল প্রদেশের বিভিন্ন অংশে ২০ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার বৃষ্টি ও তুষারপাতের কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ১৯ ফেব্রুয়ারি মধ্যরাত থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি সকাল পর্যন্ত হিমাচল প্রদেশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি, সঙ্গে উঁচু পাহাড়ে তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।এই সময়ে চাম্বা, কাংড়া, কুল্লু এবং মান্ডি জেলার কিছু জায়গায় ভারী বৃষ্টি ও তুষারপাত প্রত্যাশিত। এছাড়াও লাহৌল-স্পিতি ও কিন্নর জেলা এবং কাংড়া, চাম্বা, শিমলা, কুল্লু, মান্ডি, সিরমাউর ও কুল্লু জেলার উঁচু পাহাড়ে ২০ ফেব্রুয়ারি মধ্যরাত থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি সকাল পর্যন্ত হালকা তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

৭ফাল্গুন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বৃহঃবার, ইংরেজীঃ২০ফেব্রুয়ারী ২০২৫, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ০৫ ফাল্গুন, চান্দ্রঃ ৬ গোবিন্দ মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৪ ফাল্গুন ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ ৪ ফাল্গুন ১৯৪৬, মৈতৈঃ৬ ফাইরেন, আসামঃ২৮ মাঘ, মুসলিমঃ ৫-শা'বান-১৪৪৬ হিজরী।শীতলা ষষ্ঠীসূর্য উদয়ঃসকাল ০৬ঃ১৬ঃ৫০ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ২৩ঃ৫৯।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ০৪ঃ০৮(৪) এবং অস্তঃরাত্রি ১১ঃ২৫ঃ২১(৪)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) শেষ রাত্রি ঘ ০৫ঃ১৬ঃ৩৩ দং ৫৭৩০১২.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃঅশ্বিনী রাত্রিঃ১২ঃ৪৬ঃ১২ দং ৪৬১৪২০ পর্যন্ত পরে ভরণীকরণঃগর রাত্রিঃ ০৬ঃ২৭ঃ২৮ দং ৩০২৬২২.৫ পর্যন্ত পরে বণিজযোগঃশুভ শেষ রাত্রি ঘ ০৩ঃ০৬ঃ৫৭ দং ৫২৬১২.৫ পর্যন্ত পরে শুক্রঅমৃতযোগঃদিন ০৮ঃ৩০ঃ২১ থেকে - ১০ঃ৪৩ঃ৪৭ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৭ঃ১৩ থেকে - ০২ঃ২৬ঃ১০ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ১০ঃ৩৯ থেকে - ০৪ঃ৩৯ঃ৩৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৫ঃ২৪ঃ০৪ থেকে - ০৬ঃ১৫ঃ৩৬ পর্যন্ত, তারপর ০৮ঃ৫০ঃ১০ থেকে - ১১ঃ২৪ঃ৪৪ পর্যন্ত, তারপর ০১ঃ৫৯ঃ১৮ থেকে - ০৩ঃ৪২ঃ২১ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃ দিন ১২ঃ৫৭ঃ১৩ থেকে - ০১ঃ৪১ঃ৪১ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ১২ঃ১৬ঃ১৬ থেকে - ০১ঃ০৭ঃ৪৭ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ০৭ঃ৪০ঃ১৯ থেকে - ০৯ঃ০৩ঃ৪৩ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ০১ঃ১৩ঃ৫৪ থেকে - ০২ঃ৩৭ঃ১৭ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ ০৭ঃ০০ঃ৪১ থেকে - ০৮ঃ৩৭ঃ১৭ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ৯২২০৩৩ (২২) ৪ পদচন্দ্রঃ ০১৫৫০২১ (২) ১ পদমঙ্গলঃ ২২৬২২০ (৭) ২ পদবুধঃ ৯২১৫১৪৫ (২২) ৪ পদ বৃহস্পতিঃ১১৭৪২১৯ (৪) ৩ পদ শুক্রঃ১১৩৩৮১৮ (২৬) ১ পদ শনিঃ১০২০৪৪৩২ (২৫) ১ পদ রাহুঃ১১৭৪৩৪৩ (২৬) ২ পদকেতুঃ ৫৭৪৩৪৩ (১২) ৪ পদমঙ্গল বক্রি বৃহস্পতি বক্রি।লগ্নঃমকর রাশি সকাল ০৬ঃ৪৭ঃ২৭ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি সকাল ০৮ঃ২০ঃ৫০ পর্যন্ত। মীন রাশি সকাল ০৯ঃ৫১ঃ৫৪ পর্যন্ত। মেষ রাশি সকাল ১১ঃ৩২ঃ২৭ পর্যন্ত। বৃষ রাশি দুপুর ০১ঃ৩০ঃ৫২ পর্যন্ত। মিথুন রাশি দুপুর ০৩ঃ৪৪ঃ১০ পর্যন্ত। কর্কট রাশি বিকাল ০৫ঃ৫৯ঃ৫৪ পর্যন্ত। সিংহ রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ১১ঃ১৩ পর্যন্ত। কন্যা রাশি রাত্র ১০ঃ২১ঃ২৪ পর্যন্ত। তুলা রাশি রাত্রি ১২ঃ৩৫ঃ৩৫ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি শেষ রাত্রি ০২ঃ৫১ঃ২০ পর্যন্ত। ধনু রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৫৬ঃ৩৭ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

কলকাতা-সহ সমগ্র দক্ষিণবঙ্গে ধীরে ধীরে বা।ছে তাপমাত্রার পারদ। ফেব্রুয়ারি মাস এখনও শেষ হয়নি, এরই মধ্যে উষ্ণ হয়ে উঠেছে দক্ষিণবঙ্গ। আগামী কিছু দিন একটু একটু করে তাপমাত্রা বা।বে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। শীতের আমেজ আর সেভাবে অনুভূত হবে না।বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২১.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৪.১ ডিগ্রি বেশি। দু'দিন আগেও যতটুকু শীত অনুভূত হচ্ছিল, বুধবার সকালে আর শীত অনুভূত হয়নি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী দু'দিন তাপমাত্রার বিশেষ হেরফের হবে না। কিছু কিছু জেলায় কুয়াশাও থাকতে পারে।।জোয়ার-সকাল৯ টা ৫০ মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫ মিনিট। ভাটা-সকাল ৬ টা ৫২মনিট এবং রাত ১ টা ৫২মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৬টা ১০মিনিট এবং অস্ত ৫টা ৩৪মিনিট

ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের পথে বিজেপির জেলা সভাপতি

সৌরভ দাশ,বসিরহাট,১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ গত ১৭ ই ফেব্রুয়ারী বসিরহাটের সুমিত গোলদার নামে এক ব্যবসায়ী অভিযোগ করেছিলেন যে -বসিরহাট বিজেপির জেলা সভাপতি তাপস ঘোষ তার দোকান থেকে জেলা পার্টি অফিস সংস্কার করার নাম করে লক্ষাধিক টাকার দ্রব্য নিয়েছিলেন , কিন্তু তারপর কিছু টাকা দিয়ে বাঁকি টাকা দিচ্ছেন না। বহুবার চাওয়ার পরেও টাকা না পেয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছিলেন ওই ব্যবসায়ী।এই খবর বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে এবং সোশ্যাল মিডিয়াতে ছড়িয়ে পড়ে। এরপর বিজেপির বসিরহাট জেলা সভাপতি তাপস ঘোষ ওই ব্যবসায়ী সুমিত গোলদারের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নিতে চলেছে । তাকে লিগাল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। এক সপ্তাহের মধ্যে তাকে জবাবদিহি করতে হবে সে কেন এই মিথ্যা অপপ্রচার করেছে। এই ঘটনায় তাপস ঘোষের সম্মানহানি হয়েছে , এক সপ্তাহের মধ্যে লিগাল নোটিশ অনুযায়ী কাজ না করলে ওই ব্যবসাদারের বিরুদ্ধে এক কোটি টাকার মানহানির মামলা করবেন জানান তিনি। তিনি জানান, ২০১৮ সালে যখন এইসব জিনিসপত্র ওই ব্যাবসায়ীর দোকান থেকে নেওয়া হয়েছিলো সেই সময় তাপস ঘোষ জেলা সভাপতি ছিলেন না , তার নিজের ফ্ল্যাট তৈরি হচ্ছিল এবং সেই ফ্লাটের জন্যই সব মালপত্র আনা হয়েছিল। তিনি অল্প কিছু টাকা পান যেটা এর মধ্যেই দিয়ে দেওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু কোন রাজনৈতিক উস্কানিতে সুমিত গোলদার এই অপপ্রচার করেছেন বলে ধারনা জেলা সভাপতির। এই বিষয়ে তাপস ঘোষের স্ত্রী অঞ্জনা ঘোষ ও বিজেপির অন্য কর্মীরা একই কথা বলেন,তাদের কথায় - সেই সময়. মালপত্র নেওয়া. হযেছিল তাদের নিজেদের ফ্ল্যাটের জন্য, তার সঙ্গে বিজেপির পার্টি অফিসের কোন সম্পর্ক নেই বা দলেরও কোন সম্পর্ক নেই । মিথ্যা কথা বলে তাপস ঘোষের বদনাম করার চেষ্টা করা হচ্ছে। যদিও এই বিষয়ে ব্যবসায়ী সুমিত গোলদার এর দোকানে গিয়ে তার প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি প্রতিক্রিয়া দিতে রাজি হননি, ফোনে তার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন - আমি এখনো নোটিশ পাইনি , নোটিশ পেলে জানাবো ।

ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা পেলেও বাংলা ভাষার প্রাবল্য ক্রমাগত দুর্বল হতে শুরু করেছে

শুভঙ্কর দাসঃ ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা পেলেও বাংলা ভাষার প্রাবল্য পশ্চিমবঙ্গে ক্রমাগত দুর্বল হতে শুরু করেছে। এ রাজ্যের প্রধান বাণিজ্যিক কেন্দ্রগুলোতে বাংলা ভাষা পেছনের সারিতে চলে গিয়েছে। কলকাতা, হাওড়া, ব্যারাকপুর, সল্টলেক, রাজারহাট নিউ টাউন, আসানসোল সহ রাজ্যের অন্যান্য শহরে বিপন্নতার দিকে ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে বাংলা ভাষা। এমন কি হাওড়া, হুগলি ও উত্তর ২৪ পরগনার শিল্পাঞ্চল থেকেও বাংলা ভাষার প্রভাব কমতে শুরু করেছে। এমন পরিস্থিতির থেকে বেরিয়ে না আসলে অচিরেই ব্যাবহারিক থেকে নিছক আনুষ্ঠানিক ভাষায় পরিণত হবে বাংলা ভাষা। শুধু জনবিন্যাস পরিবর্তনকে দোষ দিয়ে কোনো লাভ নেই। আমাদের সমাজে এমন বহু বাঙালি রয়েছেন যারা নিজেরাই বাংলা ভাষাকে তাচ্ছিল্যের নজরে দেখেন। তাদের মধ্যে পরাজিত মনস্তত্ত্ব কাজ করে থাকে। এর ফলে তারা ইংরেজির প্রতি আসক্ত হন। শুধু ইংরেজি ভাষায .কথা বলতে পারলেই তুমি শিক্ষিত, মেধাবী এই ধারণা সমাজে প্রকট হযে .উঠেছে। বিশেষ করে বঙ্গ জীবনের শহুরে উচ্চমধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে এই মানসিকতা লক্ষ্য করা যায়। এখন এই প্রবণতা ছোঁয়াচে রোগের মতো করে গ্রামাঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ছে। নিজের ঐতিহ্যকে ভুলে একটা জাতি পাশ্চাত্যকরণের অতলে নিজেকে তলিয়ে নিয়ে চলেছে। অন্যদিকে হিন্দি ভাষার আগ্রাসন আগেও ছিল। কিন্তু বাঙালি কখনও সেই আগ্রাসনের সামনে আত্মসমর্পণ করেনি। বর্তমানে সে সেই আগ্রাসনের সামনে নমনীয় হয়ে পড়েছে। প্রান্তিক বাঙালির হয়ে বাংলা পক্ষ আন্দোলন করলেও এখনো সর্বজনীন বাঙালির সমর্থন সে আদায় করতে পারেনি। দুর্নীতি, কেন্দ্রীয় বঞ্চনা, রাজনৈতিক হিংসা, স্বজনপোষণ ভোটের ময়দানে আলোচ্য বিষয় হলেও বাংলা ভাষার বিপন্নতা নিয়ে আলোকপাত হচ্ছে কই? অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী ভিন রাজ্যের নাগরিকদেরও এটা বুঝতে হবে যে হিন্দি যতটা ভারতীয় ভাষা বাংলা ঠিক ততটাই ভারতীয়। বাংলায় কথা বলা মানে সে বাংলাদেশী নয়। শুধু শহুরে সাহিত্যকে নির্ভর করে একটা ভাষা কখনো নিজের প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখতে পারে না। দরকার তার ব্যাবহারিকতা। প্রাত্যহিক জীবনে ভাষা পরিধি বিস্তার করা প্রয়োজন। চিকিৎসকের কলমে ওষুধের নাম লেখা থেকে ব্যাংকের পাসবই। জীবনবীমার কাগজ থেকে আয়কর দেওয়া। সবেতেই বাংলা ভাষার পরিধি বিস্তার করতে হবে। এমন কি কারিগরি ও উচ্চশিক্ষায় বিভিন্ন বিষয়ের ভালো মানের বইও বাংলা ভাষায় যাতে পাওয়া যায় সে বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে। প্রশাসনিক কাজে বাংলা ভাষার ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে। বাংলার লোকায়ত সংস্কৃতিকে মূলধারায় নিয়ে আসতে হবে। বাংলার গ্রামীণ সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম, স্থাপত্য, সঙ্গীতকে রাজ্যবাসীর মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। কারণ সাংস্কৃতিক গর্ব তৈরি না হলে এই বাংলার মাটির প্রতি টান তৈরি হবে না। শেকড় বিচ্ছিন্ন মনোভাব কাজ করবে। আর সেই মনোভাব তৈরি হলে ভিনদেশী বিনোদনে নিমজ্জিত হওয়ার প্রবণতা আরো বেশি বৃদ্ধি পাবে। শেষ হয়ে যাবে জাতির স্বকীয়তা। তাই ভাষার মধ্যে সাংস্কৃতিক বন্ধন থাকাটা জরুরী। নিজের ইতিহাস সম্পর্কে জানা যেন কোনো জাতির কর্তব্য। এ ক্ষেত্রে বাঙালি জাতি অনেক পিছিয়ে। নিজের প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে সে অবগত নয়। এখানেও তার উন্নাসিকতা প্রবল ভাবে কাজ করে। বিষয়টিকে সে অবজ্ঞার চোখে আঞ্চলিকতার নজরে দেখে। কিন্তু নিজের মাটির ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন না হলে ভাষার প্রতি টান তৈরি হওয়াটা কঠিন। প্রাচীন বাংলার বিশ্বজয়ের কথা রাজ্যবাসীর মধ্যে ছড়িয়ে দিতে না পারলে শেকড়ের প্রতি টান তৈরি হবে কি করে। সেই টান যত শক্তিশালী হবে। বাংলা ভাষা তত সমৃদ্ধ হবে। বঙ্গজীবনের প্রান্তিকে থাকা মানুষদের সমাজের মূলস্রোতে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তাদের কথা বলার শৈলী, তাদের জীবনবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। তেমনটা না হলে শুধু বিত্তশালীর লোক দেখানো ন্যাকামোয় পরিণত হবে ভাষা দিবস।

সুন্দরবনের শিশুদের অধিকার রক্ষা, অনুষ্ঠিত বিশেষ কর্মশালা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ সুন্দরবন এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তনের পাশাপাশি আবহাওয়ার তারতম্যের পরিপ্রেক্ষিতে শিশু অধিকার রক্ষা এই মুহূর্তে চিন্তার বিষয়। বুধবার এই নিয়ে রাজ্যস্তরের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আয়োজক-ওয়েস্ট বেঙ্গল কমিশন ফর প্রোটেকশন অফ চাইল্ড রাইটস। এই উদ্যোগে সামিল কলকাতা প্রেস ক্লাবও। বুধবার সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে এই কার্যক্রম চলে প্রায় তিন ঘণ্টা লেডি ব্রাবোর্ন কলেজের ভূগোল শাখার সহকারী অধ্যাপক ড. মহুয়া চ্যাটার্জি, বিশিষ্ট পর্বতারোহী সত্যরূপ সিদ্ধান্ত ও সাংবাদিক কৃষেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ওই কর্মশালাতে বক্তব্য রাখেন। তাদের মূল বক্তব্য হল-জলবায়ু পরিবর্তন বিচ্ছিন্ন কোনও ঘটনা নয়। এর পরবর্তীতে প্রভাব ও পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে জনমত গড়ে তুলতে সংবাদ মাধ্যমের যথেষ্ট গঠনমূলক ভূমিকা পালনের বিষয় আলোচনায় উঠে আসে। এছাড়াও প্রারম্ভিক পর্বে বক্তব্য রাখেন তুলিকা দাস, অনন্যা চক্রবর্তী, অনিন্দিত রায় চৌধুরী, স্নেহাশিস সুর ও মহুয়া সাঁতরা।

পুলিশ ক্যাম্পের থেকে উদ্ধার পুলিশ কর্মীর ঝুলন্ত দেহ!

গোপাল বিশ্বাস, নবদ্বীপ, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ নবদ্বীপ মায়াপুরের বিভিন্ন হোটেল থেকে প্রায়শই উদ্ধার হয় মৃতদেহ, আর এবার মায়াপুরের পুলিশ ক্যাম্প থেকেই উদ্ধার হলো এক পুলিশ কর্মীর ঝুলন্ত দেহ! আর যাকে ঘিরে এলাকায় ছড়ায় চাঞ্চল্য। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় নবদ্বীপ থানার আইসি, সহ কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার বিভিন্ন আধিকারিক। পুলিশ সুত্রে খবর উদ্ধার হওয়া ওই পুলিশ কর্মীর নাম দেবাশীষ গড়াই। বাড়ি বীরভূম জেলার নানুর এলাকায়। জানা গেছে ওই পুলিশ কর্মীর পরিবারে রয়েছে স্ত্রী এবং কন্যা। কন্যা এবছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। পুলিশ সূত্রে খবর, নবদ্বীপ থানার অন্তর্গত মায়াপুর পুলিশ ফাঁড়ির পুলিশ ক্যাম্পের তিনতলা থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় বুধবার সকালে দেখতে পায় অন্যান্য পুলিশ কর্মীরা। এরপর তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় মায়াপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। মৃত ওই পুলিশ কর্মী নবদ্বীপ থানার অন্তর্ভুক্ত মায়াপুর পুলিশ ফাঁড়িতে এএসআই পদমর্যাদায় অফিসার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। সুত্রের খবর অতীতে মৃত ওই পুলিশ কর্মী দেবাশীষ গড়াই কাজের দক্ষতা নিয়েও প্রশংসা কুড়িয়েছে পুলিশ মহলে। তবে পুলিশ কর্মীর মৃত্যুর ঘটনায় পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। পাশাপাশি দেবাশীষ গড়াইয়ের মৃত্যুতে শোকাহত সহকর্মীরা। কি কারনে এই মৃত্যু তার তদন্ত শুরু করেছে উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকেরা।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার মূল গেটের সামনে বিক্ষোভ এবং মমতা ব্যানার্জির ছবি ছেরা হয় । পরে পুলিশের গ্রুপ ভ্যানে করে নিয়ে যায় লালবাজারে । কক্সগু এর পক্ষ থেকে । ছবি সুবল সাহা

ভিন রাজ্য থেকে এক গৃহবধূ উদ্ধার

প্রসেনজি দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ ভিন রাজ্য থেকে এক গৃহবধূকে উদ্ধার করে কালনা আদালতে বুধবার পাঠালো নাদনঘাট থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে ২০২৪ সালের ১৪ তারিখ ঐ গৃহবধূর বাপের বাড়ির তরফ থেকে নাদন ঘাট থানায় তাকে কিডন্যাপের অভিযোগ দায়ের করা হয়। এরপরই ফোনের সূত্র ধরে নাদন ঘাট থানা পুলিশ তদন্ত চালিয়ে অবশেষে গতকাল হরিয়ানার সেক্টর ১০ এলাকা ওই গৃহবধূকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে এরপর আজ বুধবার তাকে পাঠানো হয় কালনা মহকুমা আদালতে।

পাগলা হনুমানের দাপটে আতঙ্কিত জগাছার বাসিন্দারা

দুরন্ত বার্তা, জগাছা, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ পাগলা হনুমানের দাপটে আতঙ্কিত হাও।ার জগাছার বাসিন্দারা। লাঠি হাতে চলছে পাহারা। হনুমান ধরতে পাতা হয়েছে ফাঁদ। জগাছার ধা।সা এলাকার বাসিন্দারা জানান, মঙ্গলবার রাতে পরিস্থিতি চরম আকার নেয়। এদিন একটি পাগলা হনুমান ওই এলাকার বেশ কয়েকজনকে আক্রমণ করে। এলাকাবাসীদের বক্তব্য, হনুমানের দল এই এলাকায় আসছে। যাকে তাকে কাম।াচ্ছে ও আঁচ।ে দিচ্ছে। মঙ্গলবার রাতে হাওড়ার জগাছার ধাড়সা এলাকার কয়েকজনকে একটি পাগলা হনুমান আক্রমণ করে বলে এলাকার বাসিন্দারা জানান। তাদের মধ্যে এক গৃহবধূকে কলকাতার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন বন দফতরের আধিকারিকরা। তাঁরা এখনও পাগলা হনুমানটিকে ধরতে পারেননি। খাবার দিয়ে ফাঁদ পাতা হয়েছে। হনুমানটি ধরা না পড়ায় এলাকার বাসিন্দারাও যথেষ্টই আতঙ্কিত।

বিশ্ববিজয় করে স্বামীজির ঘরের ফেরার স্মরণে ম্যারাথন

দুরন্ত বার্তা, বজবজ, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ স্বামীজির স্মরণে ১৮ই ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার বিকেলে বিবেক ম্যারাথন আয়োজন করল বজবজ বিবেক সংহতি। প্রায় ৩০০ শিশু-কৈশোর স্বামীজীর পদধূলি পূণ্য স্থান বজবজ পুরাতন স্টেশন থেকে বজবজ নতুন স্টেশন পর্যন্ত প্রতীকী ম্যারথানে অংশগ্রহণ করে।স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগো ধর্মমহাসভায় বক্তব্য রেখে ১৮৯৭ সালে ১৯ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিজয় করে বাংলার মাটিতে প্রথম বজবজের মাটিতে পদার্পণ করেছিলেন। মাদ্রাজ থেকে মোম্বাসা জাহাজে করে প্রায় ২০ জন দেশি-বিদেশি সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসীনিদের সঙ্গে নিয়ে স্বামী বিবেকান্দ নামেন বজবজের মাটিতে। ১৮ই ফেব্রুয়ারি বিকেলে কোনও অজানা কারণে স্বামীজির জাহাজটি বজবজের জেটিতে থমকে যায়। সারারাত সেই জাহাজে কাটিয়ে পরদিন ১৯ ফেব্রুয়ারি সূর্য উঠার পরই তৎকালীন বজবজ স্টেশনে আসেন। সেখানে খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে ট্রেনে চেপে রওনা দেন শিয়ালদহের উদ্দেশ্যে। তারপর শিয়ালদহে প্রায় ২০ হাজার ভক্তের কাঁধে চেপে পৌঁছলেন আলমবাজার মঠ। সেই স্মরণে আজ ১৯ ফেব্রুয়ারি বুধবার বেলুড় মঠ ও পূর্ব রেলের সহযোগিতায় বিবেকানন্দ স্পেশাল ট্রেন আসবে বজবজ থেকে শিয়ালদহে।

২০-২৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত গ্রিন লাইনে পরষেবা পাওয়া যাবে না

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, তারিখ ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ভি পর্যন্ত সমগ্র পূর্ব-পশ্চিম মেট্রো করিডোর (গ্রিন লাইন) তে যোগাযোগ ভিত্তিক ট্রেন নিয়ন্ত্রণ (সিবিটিসি) সিস্টেমের পরীক্ষার জন্য, পূর্বে ঘোষিত ঘোষণা অনুসারে, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা ২০.০২.২০২৫ থেকে ২৩.০২.২০২৫ (শনিবার এবং রবিবার সহ চার দিন) পর্যন্ত আরও একটি সম্পূর্ণ ট্র্যাফিক ব্লক মঞ্জুর করতে চলেছে। এই সময়ের মধ্যে কেবল পূর্ব-পশ্চিম করিডোরে কোনও পরিষেবা পাওয়া যাবে না। মূল সময়সূচী অনুসারে এই দিনগুলিতে ব্লু লাইন, পার্পল লাইন এবং অরেঞ্জ লাইন সম্পূর্ণরূপে চালু থাকবে। গ্রিন লাইন মেট্রো যাত্রীদের অসুবিধার জন্য গভীরভাবে দুঃখিত।

বিজেপির জেলা সভাপতির অপসারণ চেয়ে বিক্ষোভ

আর কয়েকমাস পর রাজ্যে বিধানসভার নির্বাচন। আর তার আগে নিচুতলায় গোষ্ঠী কোন্দলে জেরবার বিজেপি। কয়েকদিন আগে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বেশ কিছু মন্ডল সভাপতি পরিবর্তন করা হয়েছে। আর তার পরেই একাধিক জেলায় সেই মন্ডল সভাপতিদের পরিবর্তন নিয়ে বিজেপি কর্মীদের গন্ডগোল শুরু হয়েছে। এবার সেই চিত্র উঠে এলো বারুইপুরে। বুধবার দুপুরে বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি উপল নস্করের অপসারণ চেয়ে পথে নামল বহু বিজেপি কর্মী সমর্থক। সম্প্রতি বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার জয়নগর, কুলতলি, মগরাহাট পূর্ব, ক্যানিং পূর্ব,ক্যানিং পশ্চিম, গোসাবা ও বাসন্তী বিধানসভা এলাকার ২৯ জন মন্ডল সভাপতির মধ্য ১৫ জন মন্ডল সভাপতিকে সরিয়ে নতুন মন্ডল সভাপতির নাম ঘোষণা করা হয় জেলার পক্ষ থেকে। আর তাঁর পরেই অযোগ্য জেলা সভাপতির অপসারণ চেয়ে বুধবার জয়নগর সাংগঠনিক জেলার বারুইপুর কার্যালয়ের গেটে তালা লাগিয়ে দিয়ে, প্ল্যাকার্ড হাতে বিক্ষোভ প্রতিবাদ দেখাতে থাকে বহু বিজেপি কর্মী সমর্থক। তাদের দাবি,জেলা সভাপতি তৃনমুল ঘনিষ্ঠ। তাঁর আমলে দলের এই পরাজয়। তাঁর উপর ইচ্ছাকৃত ভাবে মন্ডল সভাপতি পরিবর্তন করা হলো জেলা সভাপতির কথায়।তাই আমরা চাই অযোগ্য জেলা সভাপতি উপল নস্করের অপসারণ।এব্যাপারে বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি উপল নস্কর বলেন, শাসক দলের মদতে কিছু কর্মী সমর্থক এই কাজটা করেছে।এই মন্ডল সভাপতি নির্বাচন আমার হাতে নেই।রাজ্য নেতৃত্ব থেকে এই বাছাই পর্ব করা হয়। সংগঠনের কাজের নীরিখে এই বদল।

অমৃতের সন্ধানে-দ্বিতীয় পর্ব মহাকুম্ভের আকর্ষণ শঙ্করাচার্য রাই

তন্ময় সিংহ, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ শিবের জটা থেকে গঙ্গার উৎপত্তি এবং তার সম্পূর্ণ গতিপথ যেমন চার জ্যোর্তিপীঠের ধারক শঙ্করাচার্য রাই যুগ যুগ ধরে আমাদের হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করে আসছেন এবং

বারবার রুদ্ধ হয়েছে বিভিন্ন বাধায় এবং সেই বাধা সরিয়ে গঙ্গা হয়ে উঠেছে ভারতবর্ষের অন্যতম প্রধান নদী। ঠিক একইভাবে ভারতবর্ষের হিন্দু ধর্মের চলার পথে বাধা এসেছে বারবার এবং আদি শঙ্করাচার্যের পর থেকে তার স্থাপিত মঠ গুলি অর্থাৎ পথ দেখিয়ে আসছেন। মহা কুম্ভের বিভিন্ন সাধুদের আখড়াগুলির পাশে যে বড় বড় শিবির গুলি আমাদের সবচেয়ে চোখ টানে তার মধ্যে অন্যতম হলো শঙ্করাচার্যদের শিবির। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের বৃদ্ধিতে যখন হিন্দু ধর্ম সংকুচিত হচ্ছিল, সেই সময .আদি শঙ্করের আবির্ভাব। তিনি হিন্দু ধর্মের সমস্ত ধারাকে একত্রিত করে, মৃতপ্রায় হিন্দু সমাজে নতুন করে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। স্বয়ং ভগবান শিবের অংশ বলে মনে করা হয় এই আদি শঙ্কর কে। তিনি পরবর্তীকালে ভারতে তাঁর ভাবধারার চারজন প্রধান ধর্ম প্রচারককে শঙ্করাচার্য নাম নিয়ে ভারতের চার প্রান্তে চারটি জ্যোর্তিপিঠের নির্মাণ করেন। পরবর্তীকালে তাঁদেরকেই শঙ্করাচার্য হিসেবে হিন্দু তথা সনাতন ধর্মের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে মনে করে সারা পৃথিবীর হিন্দুরা। এই জ্যোর্তিপিঠের প্রধানদের শিবির এই মহা কুম্ভের পুন্যার্থী দের অন্যতম দ্রষ্টব্য। আদি শঙ্কর প্রতিষ্ঠিত পুরীর মঠটির নাম গোবর্ধনপীঠ। খ্রিস্টপূর্ব ৪৮৬ অব্দে এই মঠ তৈরি করা হয়েছিল। বর্তমানে এই মঠের প্রধান হলেন শঙ্করাচার্য স্বামী নিশ্চলানন্দ সরস্।

মেট্রোয় অনলাইনে রিচার্জ করার সুবিধা প্রদান এবং ইউপিআই পেমেন্ট সিস্টেমের প্রচারের জন্য ক্যাম্প

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ মেট্রো রেলওয়েতে চালু করা বিভিন্ন ডিজিটাল পেমেন্ট পদ্ধতি যাত্রীদের কাছে পরিচিত করার জন্য এবং টিকিটিংয়ে ডিজিটাল লেনদেনের অংশ বাড়ানোর জন্য, আজ ১৯.০২.২০২৫ তারিখে ব্লু লাইন, অরেঞ্জ লাইন, পার্পল লাইন, গ্রিন লাইন-১ এবং গ্রিন লাইন-২ এর সমস্ত স্টেশনে মেট্রো কর্মীদের দ্বারা বিশেষ ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছিল। এই ক্যাম্পগুলিতে, মেট্রো ব্যবহারকারীদের 'মেট্রো রাইড কলকাতা' অ্যাপ এবং গুগল প্লে স্টোর (অ্যান্ড্রয়েড) এবং অ্যাপ স্টোর থেকে এটি কীভাবে ডাউনলোড করবেন সে সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছিল। মেট্রো কর্মীরা তাদের এটি ব্যবহারের পদ্ধতিও দেখিয়েছিলেন। মেট্রো যাত্রীদের ইউপিআই পেমেন্ট ভিত্তিক টিকিটিং সিস্টেমের সাহায্যে ASCRM মেশিনের মাধ্যমে টোকেন কিনতে এবং তাদের স্মার্ট কার্ড রিচার্জকিনতেও সহায়তা করা হয়েছিল। তারা ডিজিটাল সিস্টেমে

স্থানান্তরিত হতে এবং টোকেন, স্মার্ট কার্ড কেনার এবং রিচার্জ করার স্মার্ট উপায় গ্রহণ করতে আগ্রহী। তারা দৃশ্যত খুশি ছিলেন কারণ এই ডিজিটাল পদ্ধতি তাদের মূল্যবান সময় বাঁচাতে সাহায্য করছে কারণ তাদের রিচার্জ করতে, স্মার্ট কার্ড কিনতে বা টিকিট কিনতে বুকিং কাউন্টারের সামনে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে না।

জয়নগরে এক গৃহবধূর মৃতদেহকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ বন্ধ ঘরে এক গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো

জয়নগরের শ্রীপুরে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল,জয়নগর থানার শ্রীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের হাটপাড়া এলাকায় বাপের বাড়ি থেকে উদ্ধার হলো এক গৃহবধূর দেহ। ঘরের ভেতর ঝুলন্ত অবস্থায় তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। মৃতের পরিবার সূত্রে জানা যায়,মৃতের শশুরবাড়ি বকুলতলা থানার তুলসিঘাটা এলাকায়। মৃতের নাম মনোয়ারা গাজী, বয়স ৩৩ বছর। তাঁর ১২ বছরের একটি কন্যা ও ৬ বছরের একটি পুত্র আছে। গত ৬ বছর ধরে সে শশুর বাড়ি থেকে বাপের বাড়িতে চলে আসে পারিবারিক অশান্তিতে। এর পর তাঁর স্বামী আবার অন্যথ বিবাহ করে নেয়। তাঁর পরে গ্রামের শালিসি সভার মধ্যে দিয়ে দুপক্ষের মধ্যে ডিভোর্স হয়ে যায়। তবে ছেলে ও মেয়ে তাদের বাপের কাছেই আসে। আর ইদানীং মানসিক অবসাদে ভুগছিল মনোয়ারা। অন্যদিনের মতন মঙ্গলবার রাতে খাওয়া দাওয়া করে নিজের ঘরে চলে যায় সে। বুধবার বেলাতেও তাঁর কোনো সাড়া শব্দ না পেয়ে তাঁর মা,কাকা সহ অন্যান্যরা ডাকাডাকি করে কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে দেখে ওড়নার ফাঁস লাগিয়ে ঝুলছে। খবর দেওয়া হয় জয়নগর থানায়। খবর পেয়ে জয়নগর থানার পুলিশ গিয়ে দেহ উদ্ধার করে পদ্মেরহাট গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করে। মৃতদেহ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। বৃহস্পতিবার ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হবে বলে পুলিশ সূএে জানা গেল। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে জয়নগর থানার পুলিশ।

নদীয়ায় আটক ভুয়ো পুলিশ!

গোপাল বিশ্বাস,নদীয়া, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ ফের একবার ভুয়ো পুলিশকে গ্রেপ্তার করলো নদীয়ার শান্তিপুর থানার পুলিশ। ভুয়ো পুলিশ আধিকারিক সেজে একাধিক মানুষের সঙ্গে প্রতারণা, এবং এক মহিলাকে ব্ল্যাকমেইল ও তাকে বাড়ি থেকে তুলে আনার চেষ্টার এবং তার সোনার হার ছিনতাই এর অপরাধে নদীয়ার শান্তিপুর সর্বনন্দীপাড়া এলাকা থেকে শৈলেন ঘোষ নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল শান্তিপুর থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর ধৃত শৈলেন ঘোষ এর আগেও পুলিশের নাম করে একাধিকবার টাকা তুলেছে এবং ভুয়ো পুলিশ অফিসার পরিচয় দিয়ে মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করেছে। এবার এক মহিলা অভিযোগকারীর অভিযোগের ভিত্তিতে তাকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর অভিযোগকারী মহিলা পুলিশের কাছে অভিযোগ করেছেন ধৃত শৈলেন ঘোষ তার কাছ থেকে টাকা পয়সা নিয়ে তাকে বিভিন্ন সময় ব্ল্যাকমেইলিং এবং তাকে বাড়ি থেকে অপহরণের চেষ্টা করে এবং তার সোনার হার ছিনতাই করে সেই কারণেই ওই মহিলা শান্তিপুর থানায় অভিযোগ জানায় এরপরই শান্তিপুর থানার পুলিশ তদন্তে নেমে শৈলেন ঘোষকে গ্রেফতার করে। বুধবার অভিযুক্তকে রানাঘাট বিচার বিভাগীয় আদালতে পাঠালে, তদন্তের স্বার্থে পুলিশ হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হয়। এখন দেখার ধৃত প্রতারক আরো প্রতারণার জাল কোথায় কোথায় বিস্তার করে রেখেছে, যা সবটাই উঠে আসবে পুলিশি তদন্তে।

৭০ হাজারের বেশি ষাটোর্ধ কৃষক একহাজার টাকা মাসিক ভাতা পাচ্ছেন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্যে বর্তমানে ৭০ হাজারের বেশি ষাটোর্ধ কৃষক একহাজার টাকা মাসিক ভাতা পাচ্ছেন বলে বিভাগীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন। বিধানসভার প্রশ্নোত্তর পর্বে আজ বিজেপি বিধায়ক নরহরি মাহাতোর প্রশ্নের জবাবে কৃষিমন্ত্রী জানান ২০২৪ সালের৩১ শে মার্চ সাপেক্ষে রাজ্যে মোট কৃষি পেনশন প্রাপকের সংখ্যা ৭০ হাজার ৭৭২ জন। রাজ্যের যারা কৃষি পেনশন আবেদন করেও পাচ্ছেন না তারা সরাসরি সরকারকে জানালে ব্যাবস্থা নেওয়া হবে। কোনো বিধায়কের কাছে এই সংক্রান্ত অভিযোগ এলে তাঁকে সরাসরি ফোন করে জানানোর পরামর্শ দেন কৃষিমন্ত্রী। এক অতিরিক্ত প্রশ্নের জবে কৃষিমন্ত্রী জানান পুরুলিয়া জেলায় মোট কৃষি পেনশন প্রাপকের সংখ্যা ৪,৩০২ জন। এর মধ্যে কেউ অনিয়মিত টাকা পাচ্ছেন এমন অভিযোগ পেলে ২৪ ঘন্টার মধ্যে ব্যাবস্থা নেওয়ারও তিনি আশ্বাস দেন।

অর্থ বছরের ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব নিয়ে বিধান সভায় আলোচনা শুরু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ আগামী অর্থ বছরের ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব নিয়ে আজ বিধান সভায় আলোচনা শুরু হয়েছে। বিরোধী ও ট্রেজারি বেঞ্চের সদস্য দের পরিসংখ্যান এর তথ্য তুলে বাজেট কে সমর্থন ও বিরোধিতা করতে দেখা যায.তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়কদের অনেকেই কেঃ দ্রীয .সরকারের অসহযোগিতা সত্ত্বেও রাজ্যের আর্থ সামাজিক বিকাশের গোলাপী চিত্র তুলে ধরেন। অন্যদিকে বিরোধি বিজেপি সদস্যরা অভিযোগ করেন রাজস্ব আদায .মাথা পিছু আয .এবং বিভিন্ন উন্নযন মূলক পরিকল্পনা নিয়ে সরকার বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে।অন্য দিকে তৃণমূল সদস্য দেবব্রত মজুমদার গুজরাট, মহারাষ্ট্রের মতো অগ্রণী রাজ্যের সঙ্গে তুলনা করে এ রাজ্যের কল্যাণমূলক কর্মসূচির প্রশংসা করেন।তিনি বলেন রাজ্যের বাজেট গরীব মানুষের স্বার্থ রক্ষার বাজেট।অপরদিকে কেন্দ্রীয় বাজেট দেশের এক শতাংশ মানুষএর জন্য। আজ বাজেট নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেন বিজেপি বিধায়ক ডক্টর অশোক লাহিড়ী। তার অভিযোগ উপাদন বাড়াতে যে মূলধনী ব্যয় প্রয়োজন টা তুলনায় অনেক কম।এই প্রসঙ্গ তিনি দেউচা পাচামি, তাজপুর গভীর সমুদ্র বন্দর নিয়ে সরকারের দাবিতে সংশয় প্রকাশ করেন।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক ৮১ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার ৭ ফাল্গুন, ১৪৩১

মুম্বই চলচ্চিত্র জগতে মধুবালা

মধুবালা - এত সুন্দর এত আকর্ষণীয় একজন অভিনেত্রী ছিলেন যে মহাবিশ্ব তাকে হজম করতে পারেনি। হিন্দি সিনেমার ইতিহাসে মধুবালা ছিলেন আইকনিক অভিনেত্রী। তাঁকে এখনও সর্বকালের অন্যতম পরমা সুন্দরী অভিনেত্রী হিসাবে বিবেচনা করা হয়। উচ্চাকাঙ্ক্ষী অভিনেত্রীদের জন্য প্রতিটি অনুপ্রেরণামূলক আলোচনায় মধুবালার নাম আসে। তাকে 'দ্য বিউটি উইথ ট্র্যাজেডি' বলা হয়। অভিনেতা দিলীপ কুমারের মধ্যে প্রেম খুঁজে পেয়েছিলেন ভুবনমোহিনী হাসির রানী। নয় বছর ধরে তাদের সম্পর্ক ছিল। দিলীপ কুমার মধুবালাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দিলীপের সাথে মেয়ের প্রণয় ঘটিত প্রেমকে সামনে এগোতে দেন নি মধুবালার বাবা আতাউল্লাহ খান। দিলীপ কুমারের সাথে আতাউল্লাহ খানের প্রচন্ড বিবাদ শুরু হয়। মধুবালার বাবার স্বার্থপর দৃষ্টি ভঙ্গির কারণে দিলীপের সাথে মধুবালার সম্পর্ক পরিণতির পথ দেখতে পারেনি। মধুবালার সৌন্দর্যে লিস্টে বাঘা-বাঘা ব্যক্তিদের নাম ছিল। লতিফ, মোহন সিনহা, কামাল আমরোহী, প্রেমনাথ, জুলফিকার আলি ভুট্টো, দিলীপ কুমার, প্রদীপ কুমার, ভারত ভূষণ, কিশোর কুমার মধুবালার প্রথম প্রেম ছিলেন লতিফ নামে এক ব্যক্তি। লতিফ তাঁকে সর্বস্ব দিয়ে ভালোবেসেছিলেন। যখন লতিফকে বিদায় দেন উপহার হিসাবে তিনি লতিফকে একটি লাল গোলাপ উপহার দিয়েছিলেন। লতিফ বছরের পর বছর গোলাপটি তার কাছে রেখেছিলেন। বইয়ের পাতার ভেতর সুন্দর করে স্ট্যাপল করে দিয়েছেন। তিনি যখন মারা যান যখন সেই গোলাপটি তার কবরে দিয়ে আসা হয়। কথিত আছে যে লতিফ এখনও প্রতি বছর ২৩ ফেব্রুয়ারি (মধুবালার মৃত্যুর দিবস) তাঁর সমাধিতে যান এবং কবরের উপরে একটি লাল গোলাপ রাখেন। এরপর মধুবালার জীবনে আসেন পরিচালক কিদার শর্মা। সেই প্রেম বেশিদিন টেকেনি। পরিচালক কামাল আমরোহী তো মধুবালাকে দেখে উন্মাদ হয়ে পড়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন মধুবালাকে বিয়ে করতে। কিন্তু কামাল আমরোহী পূর্ব বিবাহিত ছিলেন। তাছাড়া মীনাকুমারীও তার স্ত্রী ছিলেন। কামাল চেয়েছিলেন মীনাকুমারীকে ডিভোর্স না দিয়েই তিনি মধুবালাকে বিয়ে করবেন। মধুবালা কিন্তু মীনাকুমারীকে সহ্য করতে পারতেন না। তিনি কামাল আমরোহীকে শর্ত দিয়ে বসলেন, কামাল যদি মধুবালাকে সত্যিই বিয়ে করতে চান তাহলে মীনাকুমারীকে বিদায় দিতে হবে। সতীন নিয়ে কামালের ঘর করতে চান না তিনি। শেষ পর্যন্ত কামাল আমরোহী মধুবালার আরোপিত শর্ত মানতে রাজি হননি। এরপর মধুবালার জীবনে আসেন অভিনেতা প্রেমনাথ। প্রেমনাথের মধুবালার সম্পর্ক টিকেছিল মাত্র ছয়মাস। প্রেমনাথ শর্ত জুড়ে দেন, তাকে মুসলিম ধর্ম ছেড়ে হিন্দুধর্মে আসতে হবে। কিন্তু মুসলিম ধর্ম ত্যাগ করতে রাজি ছিলেন না। পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো মধুবালার জীবনে শেষ কয়েক বছরে এসেছিলেন। ইন্ডাস্ট্রির অন্যান্য লিঙ্ক-আপের মতো নয়, জুলফিকার ভুট্টো ছিলেন বোম্বে হাইকোর্টের ব্যারিস্টার। মুম্বইতে প্রচুর সম্পত্তির কারণে তিনি একজন ধনী ব্যক্তি।

শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিল্পী আমির খাঁ

দারোয়ানির কাজ নিয়েছিলেন কলকাতায়, লরির ধাক্কায় মৃত্যুও সাক্ষী এ-শহর। সালটা ১৯৬১। ইন্দোর থেকে কলকাতায় পা রাখলেন বছর তিরিশের এক তরুণ। সবার মুখে শুনে এসেছেন, যার যাই হোক না কেন, কলকাতা কাউকে ফেরায় না। বিশেষ করে যারা গানের মানুষ হন, তাঁদেরকে তো নয়ই। তরুণটিরও সেই আশা; কিন্তু তাঁর না আছে বংশগৌরব, না আছে মাথার ওপর কোনো উস্তাদের আশীর্বাদ। কিন্তু তাঁর আছে নিজের ওপর ভরসা। সর্বোপরি, সঙ্গীতের ওপর ভরসা। তিনি যে সাধক! কিন্তু এত সহজে জায়গা পাননি সেই দিনের তরুণ আমির খাঁ। পকেটে টাকাও ছিল না সেরকম। টিকে থাকার জন্য বউবাজার-সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ ক্রসিংয়ের একটি বাড়িতে দারোয়ানের কাজ নেন। জীবন যুদ্ধের সঙ্গে চলে সঙ্গীত সাধনা। অবশ্য এই অবস্থা তাঁর চিরকালই। বংশ-গৌরব না থাকলেও, ভারতের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ইতিহাসে তিনি এক চিরস্মরণীয় নাম। এককালে যে কলকাতায় দারোয়ান হয়ে এসেছিলেন আমির, সেই শহরই পরবর্তীকালে তাঁকে আপন করে নিল উস্তাদ আমির খাঁ হিসেবে। বাবা ছিলেন সারেঙ্গি-বাদক। তাঁর কাছেই প্রথম তালিম নেওয়া শুরু। সেই অর্থে কোনো বিখ্যাত উস্তাদের কাছে তাঁর সঙ্গীত শিক্ষা হয়নি। কিন্তু প্রতিভা কি এভাবে থেমে থাকে? নিজের সাধনায় তিনি অতিক্রম করেছেন একের পর এক বাধা। তবে নিজের প্রতি বিশ্বাস ছিল ষোলআনা। তখন ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আকাশে তীব্রভাবে বিরাজ করছেন বড়ে গুলাম আলি খাঁ। তাঁর সুরের মূর্ছনায় শ্রোতারাও মজে। বড়ে গুলাম আলি আসরে এলেই যেন আসনগুলো পূর্ণ হয়ে যায়। অবশ্য তিনি নিজেও তো ছিলেন শ্রোতাদের কাছের মানুষ। সামনে মানুষগুলো এত পয়সা খরচ করে তার গান শুনতে আসে। তাই কাউকেই হতাশ করেন না বড়ে গোলাম আলি খাঁ সাহেব। তাঁরা যা আবদার করেন, তাই গেয়ে যান তিনি। বড়ে গুলাম আলির একজন গুণগ্রাহী ছিলেন উস্তাদ আমির খাঁ-ও। ওঁর গায়কী চিরকাল কাছে টানত তাঁকে। কিন্তু একটা ব্যাপারে ছিল তীব্র বিরোধ। সব সময় শ্রোতাদের পছন্দমতো গান গাওয়াটা তিনি পছন্দ করতেন না। তাঁর কাছে, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত তো স্রেফ 'শ্রোতার মনোরঞ্জনের জন্য নয়। যে গান নিজের হৃদয়কে স্পর্শ করবে না, সেই গান সভায় গাইবেন না উস্তাদ আমির খাঁ। সে এক ধনুকভাঙা পণ! বড়ে গোলাম আলি খাঁ সাহেব আসর মাত করতেন ঠুংরি দিয়ে। সেটাই ছিল তাঁর ব্রহ্মাস্ত্র। আমির খাঁ সেই রাস্তা ধরলেন না! কোনোদিনও ঠুংরি গাননি তিনি।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

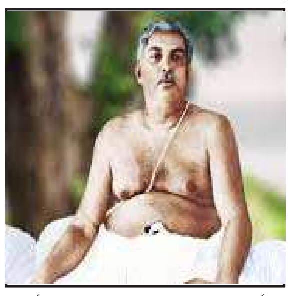

অর্থকে ত্যাগ করে মানব ধর্মকে গ্রহণ করতে হবে। তবেই মানব জীবন মহৎ পথ ধরে এগিয়ে যেতে পারবে। ধর্ম মানুষকে আলোর পথ দেখাবে। সে ধর্ম হচ্ছে সেবা। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। সব ধর্মই ওপরে তার স্থান। সত্যের বিকাশ করতে হবে। জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে। প্রাণের বিকাশ করতে হবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবে বলতেন, মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে। নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে দিকে তাকালে চলবে না।

স্বামী বিবেকানন্দ দর্শন

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, দেশকে ভগবান বলে গ্রহণ করতে হবে। দেশকে মাতার সম্মান দিতে হবে। দেশ মাতৃকার জয়গান গাইত হবে। তবেই দেশ উন্নতির পথ ধরে এগোতে থাকবে। না হলে কিন্তু দেশ একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ বারবার বলতেন যে কোনও সময়ে দেশমাতার বিরূপ কাজ করোনা। যদি দেশ মাতার বিরূপ কাজ করো তাহলে কিন্তু তুমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তোমাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। একেবারে নিখোঁজ হয়ে যাবে। নিজের সাধ্যমতো দেশ সেবা করো। দেশের মানুষদের ভালোবাসা দেওয়ার চেষ্টা করো। কোনও সময়ে অহং বোধ প্রকাশ করবে না। সব জানি হবে জ্ঞান প্রকাশ করবে না। সবার মধ্যে কিছু দেওয়ার শক্তি থাকে। সেই শক্তিকে গ্রহণ করতে হবে। সবার শক্তি নিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। মা দুর্গা সবার কাছ থেকে শক্তি নিয়ে তিনি শক্তিশালী হয়েছিলেন। আর আজকে ভারতবাসীকে সবার কাছ থেকে শক্তি নিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। নিজ শক্তি হলে দেশ শক্তিশালী হবে।

নবজাগরণের অন্যতম সমাজ বিপ্লবী সংস্কৃত শাস্ত্রীয় পণ্ডিত চৈতন্যদেব শুধুমাত্র সমাজ সংস্কারক ছিলেন না, তিনি সাহিত্যেও নবযুগ আনেন

বিশেষ প্রতিবেদক

মধ্যযুগের যে ভারতীয় সমাজে চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ঘটেছিল, সেই ভারতীয় সমাজ মূলতঃ ধর্মীয় সমাজ ছিল। তখন যে দুটি ধর্মীয় বৃত্তে এই সমাজ আর্বতিত ও পরিচালিত হত, সেই বৃত্ত দুটি পরস্পর বিপরীতমুখী ছিল। আর তাই এই দুই সমাজের সাথে সম্পৃক্ত মানুষের পরস্পরের ধর্মীয় ভাবনায়, এষণায় আচার আচরণে, বিশ্বাসে, ধ্যানধারণায় এবং সাযুজ্য সাধনে বৈপরীত্য ছিল। এমনকি অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধার দিক থেকেও এই দুই বৃত্তের মধ্যে থাকা মানুষেরা প্রায় দুটি বিপরীত বিন্দুতে অবস্থান করতেন এবং তৎকালীন প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও এই বৈপরীত্য লক্ষ্যনীয় ছিল। সেকালের রাজধর্ম ছিল ইসলাম। যে ধর্মের দ্বার তখন সবধরণের নিপীড়িতের জন্যই খোলা ছিল, এবং সেখানে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসী সকল মানুষের প্রতি সমান ভ্রাতৃত্বমূলক ব্যবহারের প্রতিশ্রুতি, উপাসনালয়ে প্রবেশ করবার সমানাধিকার, নারী সমাজের মর্যাদা ও সম্মান রক্ষার বিশাল আহ্বান এবং সকলের জন্য মক্তব-মাদ্রাসা শিক্ষার উন্মুক্ত অঙ্গন ছিল। অন্যদিকে সমকালীন হিন্দুসমাজ যেন এক অবরুদ্ধ-প্রবাহ গড্ডালিকা ও এক বিশাল বিপুল অচলায়তন ছিল। বর্ণাশ্রিত ধর্মের বিজ্ঞানসম্মত শ্রম বিভাগ তখন এই সমাজের মানুষের মধ্যে জাতিভেদের বিভেদাত্মক সংকীর্ণ গোঁড়ামিতে আবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। আর এই গোঁড়ামি তখন এতটাই তীব্র ছিল যে, এই সমাজের পাঁচটি শাখার মানুষেরা;শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর, শৈব ও গাণপত্য, প্রয়োজনে পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হতেও পিছপা হতেন না। এঁরা একে অন্যের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতেন না। সেযুগের হিন্দুদের উপাসনা গৃহের দরজা;তা সেটা মন্দির বা পূজামণ্ডপ যাই হোক না কেন, সমাজের সর্বশ্রেণীর হিন্দুদের জন্য অবাধে মুক্ত ছিল না। আর এর সঙ্গে স্পর্শ-অস্পর্শের দিগন্তব্যাপি ঘৃণার পরিমণ্ডল তো ছিলই। তৎকালীন সামন্ত শাসনে গ্রাম ও শহরে নিরবচ্ছিন্ন অশান্তি ও নানাবিধ বিপর্যয় নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা ছিল, যার জন্য তখনকার ব্যবসায়ী সমাজও খুব নির্ভাবনায় সবসময়ে নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারতেন না। বরং সুলতানী সৈন্য, মনসবদার ও জমিদারদের অত্যাচার-লুণ্ঠনে তাঁরা প্রায়শঃই নিস্ব হতেন। সেকালের সাধারণ ঘরের নারীদের সম্ভ্রম রক্ষা করা রীতিমত কঠিন কাজ ছিল, এমনকি অনেক সময়ে কঠিন পর্দাপ্রথার নিয়মকানুনের দ্বারাও তাঁদের নিরাপত্তা রক্ষা করা সম্ভব হত না। সেযুগের হিন্দুসমাজের কোন নারী একবার লুণ্ঠিতা বা পরপুরুষের স্পর্শে কলুষিতা হলে, বা তিনি কোনরকমে নিজেকে কোন ব্যূহ উদ্ধার করে আনলেও বা নিজের কাঠিন্যের দ্বারা আত্মরক্ষা করলেও, ;তাঁর পরিবার বা সমাজ তাঁকে আর আপন করে নিত না। নবশাখে বিভক্ত বৈশ্য সমাজের তরুণরা তখন তাঁদের নিজের নিজের বৃত্তি অবলম্বনের দ্বারা সংসারযাত্রা নির্বাহ করলেও এসব শ্রেণীবৃত্তি তাঁদের সকলের সুষ্ঠু গ্রাসাচ্ছাদন ব্যবস্থা করতে অপারগ ছিল। এছাড়া তখনকার বিশাল সংখ্যক কৃষিজীবী ও ভূমিজ শ্রেণীর মানুষের আর্থিক অবস্থা তো অত্যন্ত করুণ ও বর্ণনাতীত ছিল। টোলের সংস্কৃত শিক্ষার দরজা সেযুগের সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল না; আরও ভালো করে বললে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য জাতির মানুষেরা ছাড়া সেযুগের অন্য কারো জন্য এই শিক্ষার দরজা তখন খোলা ছিল না। কায়স্থরা তখন রাজভাষা ফারসি শিক্ষা করতেন। তাছাড়া আলোচ্য সময়ের বৃহত্তর হিন্দুজনসমাজ অশিক্ষার কূপ মণ্ডুকতায় আবদ্ধ ছিল।

ইতিহাস বলে যে, সেযুগের এই পটভূমিকায়, বিশেষতঃ সে আমলের গৌড়বঙ্গের হিন্দু সমাজের উপরে ইসলামের আঘাত এই সমাজের বিশাল ও অনৈক্যবদ্ধ সমাজদেহে ভাঙন ধরিয়ে দিয়েছিল। বস্তুতঃ তৎকালীন হিন্দুসমাজের নীচুতলায় এই ভাঙন তখন খুবই সুস্পষ্ট, তীব্র ও প্রচণ্ড আকার ধারণ করেছিল। গৌড় বিজয়ের প্রথমদিকে ইসলামের যোদ্ধারা তাঁদের মতানুসারে বিধর্মী ও মূর্তিপূজক হিন্দুসমাজকে সমূলে ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর হয়ে হয়; ইসলাম গ্রহণ কর, নয় মরো;এই নীতি নির্মম নিষ্ঠুরতার সঙ্গে প্রয়োগ করেছিলেন। কিন্তু তাতে অনেকাংশে সফল হলেও তাঁরা সর্বাংশে সফল হতে পারেননি। অর্থাৎ তখন মন্দির চূর্ণ করে মসজিদ গড়া অথবা কৃষিজীবী গ্রামীণদের উপরে এমনতর আক্রমণ চালানো হলেও হিন্দুসমাজ ও ধর্মব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করা সম্ভব তো হয়ই নি, উল্টে হিন্দুসমাজ নিজের চারদিকে বাধানিষেধের প্রস্তর কঠিন প্রাচীর তুলে দিয়েছিল; এবং সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতিতেও অনুদার ও নির্মম বহিষ্কারের নীতি নিয়েছিল। আর তাই এরপরে ইসলামের যোদ্ধারাও নিজেদের কৌশল বদলেছিলেন। তখন গাজী ও ফকিরেরা হিন্দু সমাজের হাতে অত্যাচারিত, প্রপীড়িত ও অবহেলিত মানুষের মধ্যে গিয়ে নিজেদের ঘাঁটি গেড়েছিলেন। ইসলামের ঔদার্য নিয়ে তাঁরা আচণ্ডাল নির্বিশেষে সকলকে নিজেদের কাছে আশ্রয় দিয়েছিলেন, এবং তাঁদের ভ্রাতৃত্ববোধে দীক্ষিত ও নবীন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। আর একইসাথে দেশের নতুন ধর্মীয় শাসকশ্রেণীর সমধর্মী হওয়ার বাড়তি গৌরবে ও মসজিদে-উপাসনাগৃহে বিত্তবান ও সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে একাসনে বসবার সুযোগ পেয়ে, তাঁরাও নতুন আনন্দ ও উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। এরফলে, সে আমলের গৌড়ীয় হিন্দুসমাজ থেকে বেরিয়ে গিয়ে, বিশেষতঃ নিম্নবর্ণের মানুষেরা দলে দলে ইসলাম কবুল করতে শুরু করেছিলেন। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, সেই ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে গৌড়ীয় হিন্দুসমাজে এই ভাঙনের সূত্রপাত ঘটেছিল, যা দুর্মদ গতিতে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ -যোড়শ শতক অবধি চলেছিল। এই দীর্ঘ তিন-চারশো বছর জুড়ে হিন্দুসমাজের নীচের তলার

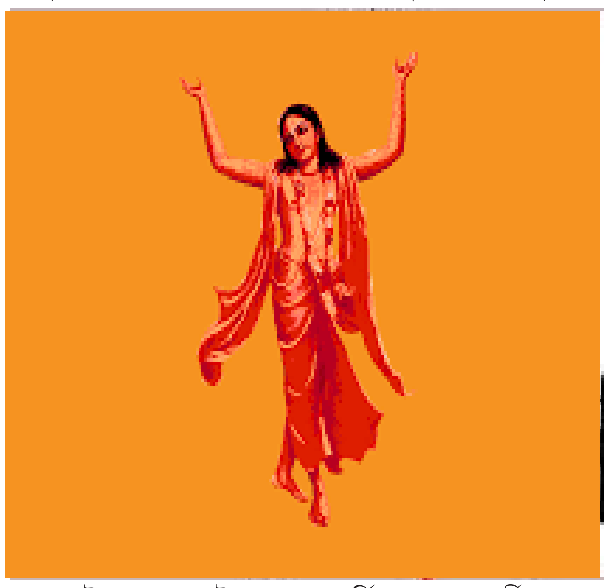

মানুষেরাই যে শুধুমাত্র ইসলাম কবুল করেছিলেন;তা নয়, হিন্দুসমাজের উপরতলার বহু মানুষও তখন নানা কার্যকারণে কলেমা-দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। যথা;কেউ শাহী ক্ষমতার অংশ লাভ ও ভোগের লোভে, কেউ অর্থনৈতিক কারণের তাগিদে, কেউ ভালোবাসার কারণে, কেউ রূপবহ্নির দাহতে অস্থির হয়ে, আর কেউ বা আবার ইসলামের ঔদার্য, সৌন্দর্য, জীবনধারণের সারল্য ও সামাজিক ভ্রাতৃত্ববোধে আকৃষ্ট হয়ে। আলোচ্য সময়ের এই ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমিতেই বাংলায় নিমাই জন্মগ্রহণ করেছিলেন ও বাংলাতেই তিনি বড় হয়ে উঠেছিলেন। এই বাংলাতেই তিনি সে আমলের হিন্দুসমাজে প্রচলিত থাকা সর্বোচ্চ সংস্কৃত শিক্ষায় শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারে পারঙ্গম হয়েছিলেন, এবং হিন্দু ধর্ম ও দর্শনে অনন্য বৈদগ্ধ অর্জন করেছিলেন। যারফলে তিনি নিজের সময়ের বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও সুব্যাখ্যাকার হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করতে পেরেছিলেন। নীরস শাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করেও তাঁর অন্তর বরাবরই রসাপ্লুত, স্নেহস্নিগ্ধ ও প্রেমময় ছিল। শাস্ত্রবৈদগ্ধ তাঁর মধ্যে কখনোই কোন 'অহঙ্কারাপ্লুত অভিমা' সৃষ্টি করতে পারেনি। বরং সে আমলের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি ও অনুদার হিন্দুসমাজের ক্ষয়িষ্ণু ও অত্যাচারী রূপদর্শনে তিনি একদিকে যেমন ব্যথাতুর হয়ে উঠেছিলেন, অন্যদিকে তেমনি এই সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ছিলেন। তাঁর এই বিদ্রোহ একদিকে যেমন এই অনুদার ও সঙ্কীর্ণচেতা সমাজের বিরুদ্ধে ছিল, অন্যদিকে তেমনি তখনকার প্রবল প্রতাপান্বিত ও অত্যাচারী ধর্মীয় শাসকদের বিরুদ্ধেও ছিল। তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, সে আমলের যুগ মানসভূমিকে নতুন ভাবনায় উদ্বুদ্ধ, সংঘবদ্ধ, অনুপ্রেরিত ও কর্ষিত করতে হলে ধর্মীয় অনুষঙ্গ ও বিচারের উদার পরিমণ্ডল সৃষ্টি করা ছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ নেই। তিনি ভালো করেই জানতেন যে, সেযুগের আপামর জনসাধারণের কাছে পৌঁছবার জন্য তাঁকে সর্বস্ব ত্যাগ করতে হবে, সর্বস্বার্থ বিসর্জন দিতে হবে, চীরমাত্র ধারণ করতে হবে এবং নিজের জীবনযাত্রা, আচার-আচরণ, জীবনবোধ, প্রত্যয় ও কর্মের মধ্যে সাযুজ্য সাধন করতে হবে। এবং নিমাই পণ্ডিত এসবই করেছিলেন। তিনি সেযুগের মানুষের সামনে;আপনি আচরি ধর্ম অপরে শেখাও;এই উচ্চকোটির আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এটা ছিল সেই আচরণ, যেটা একদিন মুসলমান ফকিরেরা তাঁদের নিজেদের জীবনচর্যায় সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন; এটা ছিল সেই আচরণ, যা প্রাচীনকালে ভারত ধর্মের সনাতন আদর্শ ছিল ও যা একদিন ঘোষণা করেছিল;উচ্চ কোটির ভাবনা ও সামান্যভাবে জীবন ধারণ তোমাদের জীবনচর্যা হোক। আর এই জীবনচর্যার সঙ্গে তিনি সেযুগের মানুষকে যে বিপ্লবাত্মক স্লোগানটি দিয়েছিলেন, সেটা ছিল;'আচণ্ডালে দিয়ে কোল, বল হরি হরিবোল'। যারফলে তদানীন্তন হিন্দুসমাজের রক্ষণশীলতার ও কূপমণ্ডুকতার দুর্গ প্রকম্পিত হয়ে উঠেছিল এবং তাতে ফাটল ধরেছিল। যে যুগে উচ্চবর্ণেতর শ্রেণীর মানুষ উচ্চবর্ণের কোন ব্যক্তিকে স্পর্শ করলে তাঁকে স্নানান্তে শুচিশুদ্ধ হতে হত, সেযুগে 'আচণ্ডালে কোল' দেওয়ার উদাত্ত আহ্বান এবং সেই আহবানকে কাজে পরিণত করবার চেষ্টা, জীবন সাধনা ও সেই সাধনাকে সিদ্ধ এবং প্রতিষ্ঠিত করবার ঘটনা;তৎকালীন যুগালোকে এসব যে ভীষণ ও রচনাত্মক বৈপ্লবিক ছিল, একথা বলাই বাহুল্য। তাছাড়া, ভগবদ উপাসনার দ্বার ওই আচণ্ডালের জন্য পরম প্রেমে ও ঔদার্যে অনর্গল করে দিয়ে আপামর সকলের জন্য হরি নাম বিলানোও সেকালের নিরিখে কম দুঃসাহসের কাজ ছিল না। একইসাথে তিনি আরো দুটো দুঃসাহসিক কাজ করেছিলেন;

(১) আখড়ার দৈনিক সান্ধ্য কীর্তনে আচণ্ডাল ভক্তবৃন্দের সমাবেশ, এবং

(২) হরি লুটের উদার প্রচলন;যার সামান্য নিবেদিত বাতাসা প্রসাদ সকলে মিলে মনের আনন্দে ও ভক্তিতে কাড়াকাড়ি করে খাওয়া হত। মহাপ্রভুর দেখানো পথে দৈনন্দীন কাজ শেষে সকলে একটা আখড়ায় মিলিত হয়ে নাম কীর্তন প্রবর্তনের ফল রীতিমত সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। এর ফলে তৎকালীন হিন্দুসমাজের ব্যষ্টি ভিত্তিক ধর্মাচরণের গোড়ায় সজোরে আঘাত পড়েছিল এবং এক্ষেত্রে সমষ্টিগত আচরণ, উপাসনা ও কীর্তনের পথ প্রশস্ত, উন্নত ও দৃঢ় হয়েছিল। অর্থাৎ;মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য কীর্তন ও আখড়ার সমত্ব, ভক্তি ও প্রেমের বন্ধনে আচণ্ডাল ব্রাহ্মণকে বাঁধতে পেরেছিলেন। একই সঙ্গে তিনি ধর্মাচরণের আচার সর্বস্ব, জটিল ও ব্যয় সাপেক্ষ দিকটিরও নিজের প্রতিষ্ঠিত পন্থায় অবসান ঘটিয়েছিলেন। আয়াসসাধ্য পূজা পাঠের জায়গায় শুধুমাত্র নামকীর্তন করলেই ঈশ্বরের সান্নিধ্য, কৃপা ও আশীর্বাদ লাভ করা যে সম্ভব ;তিনিই সেযুগের মানুষকে এই পথের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এছাড়া তিনি বিবাহ রীতিতেও অতি সরল কিছু বিধানের প্রবর্তন করেছিলেন। তিনি জানিয়েছিলেন যে, দু'জনের মধ্যে মনের মিল ঘটলে শুধুমাত্র মালাচন্দন দ্বারা বিবাহই সিদ্ধ হবে, সামনে সাক্ষী থাকবে তুলসী গাছ; অর্থাৎ;প্রকৃতি। স্বামী গত হলে প্রয়োজনে নারীরা দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে পারবেন। আর সৎকার হবে সমাধি দিয়ে। শ্রীচৈতন্যদেবের এসব সামাজিক কার্যকলাপ দেখেশুনে ও পর্যালোচনা করে অনেক গবেষকই এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, ইসলামের সরল ও সমষ্টিগতভাবে ধর্মাচরণের প্রভাব তাঁর উপরেও পড়েছিল। একইসাথে তিনি তৎকালীন নবদ্বীপের কাজীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে তাঁর অত্যাচার ও পীড়নকে স্তব্ধ করে দিতে বাধ্য করেছিলেন। এজন্য তখন শ্রীখোল ও করতাল সহকারে সহস্র মানুষের যে ঐক্যবদ্ধ অহিংস ও প্রেমোচ্ছল অভিযান হয়েছিল, তিনি সেই অভিযানের পুরহিত ও পুরোধা ছিলেন। কিছু গবেষকের মতে, এটিই ছিল ভারতের প্রথম কোন সত্যাগ্রহ আন্দোলন। এখন প্রায় সকলেই জানেন যে, সেই উদ্বেল জনতরঙ্গের সামনে অত্যাচারী শাসক তাঁর উদ্ধত শির নত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। মহাপ্রভুর এসব সামাজিক বিপ্লবের ফলশ্রুতিতেই ইসলাম অভিমুখী শূদ্রভাঙনের প্রবাহ তখন নিজের দুর্বার গতিকে হারিয়ে ফেলেছিল। শুধু তাই নয়, বিগত তিন-চারশো বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন শাসন ক্ষমতা ভোগের পরে ও রাজৈশ্বর্য্যের বিলাস ব্যসনে অভ্যস্ত জীবনযাত্রা ইসলামের পতাকাবাহীদের জীবনচর্যায় তখন যে আদর্শচ্যুতি ঘটেছিল এবং ইসলামের আহবানে সেই মোহম্মদীয় ঔদার্য ও ভ্রাতৃত্বের সারাকালের হস্তাবলেপে নিজের কম্বুকণ্ঠ হারিয়ে ফেলেছিল, এরফলে সেযুগের বহু মুসলিম ঈশ্বর ভক্ত ও প্রেমিক গোঁড়া সুন্নিবাদীদের বলয় থেকে বেরিয়ে এসে নিজেদের প্রেম ও ভক্তি সাধনার একটি পৃথক পন্থা গড়ে তুলেছিলেন ও প্রতিষ্ঠা করে ছিলেন। তৎকালীন সমাজে এঁরা সুফীসন্ত, আউল-বাউল ও দরবেশ বলে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। একইসঙ্গে শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্মের প্লাবন সেযুগের বহু মুসলমান ভক্ত প্রেমিককেও আকর্ষণ করেছিল ও নিজের ধর্মীয় বাহুবন্ধনে আবন্ধ করেছিল। সেকালের বিক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত মুসলমান সমাজের প্রচণ্ড পীড়নও যে এঁদের বিচলিত করতে সক্ষম হয়নি, ভক্ত ও প্রেমিক যবন হরিদাসের জীবনকথা আজও এর ঐতিহাসিক সাক্ষ্য বহন করছে। আর তাই যুক্তির আলোকে সমগ্র ঐতিহাসিক পটভূমি বিশ্লেষণ করলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে কিছুতেই শুধু একজন ধর্মপ্রচারক বলা চলে না, বরং তাঁকে একজন সমাজবিপ্লবীই বলা উচিত। তিনি ছিলেন মধ্যযুগের বাংলার সেই সমাজবিপ্লবী যাঁর সমাজ বিপ্লব পরবর্তীকালে পুনরুত্থিত হিন্দুসমাজের বিশাল ও উদার ভিত্তিভূমিকে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল ও গোঁড়া মৌলবাদীদের দৃঢ় মুঠি থেকে উদ্ধার করে নিয়ে তাকে বর্তমান আন্তর্জাতিক সম্ভাবনার উন্মুক্ত দ্বারে নতুন মানব-ভাবনায় উজ্জীবিত করেছে।

লেখকঃ রানা চক্রবর্তী।

বাংলা সঙ্গীত জগতে এক ঝাঁক উজ্জ্বল শিল্পীর মধ্যে অরুন্ধুতী হোম চৌধুরীর সুনাম বৃদ্ধি

শঙ্করলাল কর্মকার

তরুণ মজুমদারের বিখ্যাত ছবি 'দাদার কীর্তি'তে অরুন্ধতী হোমচৌধুরীর কণ্ঠে ' বধু কোন আলো লাগলো চোখে 'ভাল লাগেনি এমন মানুষ সম্ভবত খুঁজে পাওয়া যাবে না! কিংবা যদি বলা হয় 'ভালবাসা ভালবাসা' ছবিতে অরুন্ধতীর কণ্ঠে ' যত ভাবনা ছিল যত স্বপ্ন ছিল ' চাইলেও কি আপনি ভুলতে পারবেন! বলা বাহুল্য দুটো ছবিতেই যথাক্রমে একটি রবীন্দ্রসংগীত ও আধুনিক গান গেয়ে অরুন্ধতী হোমচৌধুরী দুবার বি এফ জে এ পুরস্কার পেয়ে . ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের গান তাঁর কণ্ঠে শুনতে খুব শ্রুতিমধুর লাগে কারণ শিল্পী হিসেবে তিনি অনন্য। অরুন্ধতী হোমচৌধুরীর কণ্ঠে গান

শোনার প্রাপ্তি সবসময় একটা মিষ্টি আবেশ ভিন্ন মাত্রার সুখানুভূতি। রবীন্দ্রনাথ গান তো বটেই, লোকসংগীত,রাগাশ্রয়ী আধুনিক গানের সব শাখাতেই তাঁর অবাধ সাবলীল বিচরণ। ' যে যেখানে দাঁড়িয়ে ' ছবিতে দুটো রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে তিনি প্রথম সবার নজরে আসেন। গান দুটির একটি ' নীল দিগন্তে ওই ফুলের আগুন লাগল' অন্যটি ' এমনি করে যায় যদি দিন যাক না'। এই ছবির জন্য অরুন্ধতী হোমচৌধুরী প্রথমবার বি এফ জে এ পুরস্কার পেয়েছেন। বিদগ্ধ শ্রোতাদের সবাই অবগত ' দত্তা' ছবিতে সুচিত্রা সেনের লিপে অরুন্ধতী হোম চৌধুরীর গাওয়া অসাধারণ আরও একটি রবীন্দ্রসংগীত ' মোর বীণা ওঠে কোন সুরে বাজে/ কোন নব চঞ্চল ছন্দে'। এই ছবির সংগীত পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। এরপর থেকে ক্রমশ এগিয়েছেন অরুন্ধতী।' 'স্বাতী' ছবিতে মান্না দে'র সঙ্গে অসামান্য একটি ডুয়েট ' যেতে যেতে কিছু কথা বলব তোমার কানে কানে' বারবার শুনলেও কোনওদিন পুরনো হবেনা, নিঃসন্দেহে চিরদিনের গান। শ্যামল মিত্রের সুরে শ্যামল গুপ্তর কথায় অরুন্ধতীর আরও একটি গানের কথা বলা উচিৎ ' আখি জলে তোমারি নাম লিখে চলে গেলাম'।

আগরতলার কন্যা অরুন্ধতী কলকাতায় এসে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৯৬৯ সালে কলকাতায় স্টেট ব্যাঙ্কের একটি অনুষ্ঠানে গান গাইতে এসেছিলেন অরুন্ধতী। শিবাজী চট্টোপাধ্যায় সেখানেই তাঁকে প্রথম দেখেন। প্রথম দর্শনেই ভাল লেগেছিল। শিবাজীও সেই অনুষ্ঠানে গান গাইতে এসে ছিলেন। ভাললাগা ভালবাসায় পরিণত হয় অনেক পরে ' গ্রামীণ গীতি সংস্থায় ' গান শিখতে এসে। ক্রমেই ঘনিষ্ঠতা, তারপর শিবাজীর কাছ থেকে বিয়ের প্রস্তাব, ১৯৮৭ সালে দুজনে ঘর বাঁধলেন। সংগীত তাদের জীবনের প্রেম ও সাধনা। সাধারণ শ্রোতা থেকে গানের সমালোচকদের বেশিরভাগ মনে করেন শিল্পী হিসেবে স্বামীকে ছাপিয়ে গিয়েছেন জায়া। দক্ষতার সঙ্গে নানান ধরনের গান গেয়েছেন অরুন্ধতী রাগাশ্রয়ী গানেও যথেষ্ট সাবলীল।

খুব উঁচু মানের শিল্পী,গায়িকা হিসেবে আউটস্ট্যান্ডিং, গানের এক্সপ্রেশন একই রকম সুন্দর। ক্যাজুয়ালি একটা গান গাইলে তার যে স্ট্যান্ডার্ড হয় হয়ত অনেক শিল্পী দশবার গাইলেও সেখানে পৌছতে পারবেন না। পাশাপাশি সঙ্গে ফাংশন করার বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। মানুষ অরুন্ধতী হোমচৌধুরী বরাবর ব্যক্তিত্ব সম্পনা। বরং তাঁর স্বামী শিবাজী চট্টোপাধ্যায় তুলনামূলক ভাবে অনেকটা খোলামেলা প্রচুর সামাজিক কাজকর্মে ব্যস্ত থাকতেন। সংগীত শিল্পী শিবাজী চট্টোপাধ্যায় নিয়ে সবচেয়ে বড় অনুযোগ তিনি হেমন্ত মুখো পাধ্যায়কে অনুকরণ করতে গিয়ে নিজের আলাদা শিল্পী স্বত্বা প্রতিষ্ঠা করতে পারলেন না! তরুণ মজুমদারের ' ভালবাসা ভালবাসা ' ছবিতে গান গেয়ে লাইম লাইটে আসেন। তাঁর কণ্ঠে 'খোঁপার ওই গোলাপ দিয়ে' প্রবল জনপ্রিয় হয়। রাতারাতি যশ, খ্যাতি,নাম। হিন্দি ছবি '১৯৪২ এ লাভ স্টোরিতে' রাহুলদেব বর্মণের সুরে শিবাজীর গাওয়া গান সবার প্রশংসা পেয়েছে।

কিন্তু শ্রোতাদের প্রশ্ন আজ বাংলা সংগীতের অঙ্গনে শিবাজী -অরুন্ধতী কোথায়! ঠিক সেখানেই প্রশ্ন স্বামী-স্ত্রী এক পেশায় থাকার জন্যই কি শিবাজী চট্টোপাধ্যায় আর অরুন্ধতী হোমচৌধুরী একক শিল্পী হিসেবে তেমন করে জনপ্রিয়তা পেলেন না? অথচ এমন কিন্তু হওয়ার কথা ছিল না! বিশেষত অরুন্ধতী হোমচৌধুরীর কণ্ঠ কি কখনও ভুলতে পারা সম্ভব! যদি বলা হয় - 'শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে পড়ুক ঝরে' , অনেক শিল্পী এই গান গেয়েছেন, কিন্তু ' আলো' ছবিতে অরুন্ধতী হোমচৌধুরী যেভাবে গেয়েছেন আর কেউ কী অত সুন্দর করে গাইতে পেরেছেন!

অরুন্ধতী হোম চৌধুরী খুবই প্রতিভাবান গায়িকা ছিলেন। তাঁর গলার সুর দিয়ে যে গান শোনা যেত তার সঙ্গে আর কোনও শিল্পীর সুর মিলতো না। হৃদয় দিতে তিনি গান গাইতেন। যে গানের মধ্যে কোনও প্রাণস্পন্দন থাকতো না। তা তিনি গাইতেন না বা গাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করতেন না। বাংলা গানকে তিনি ভালোবেসে ফেলেছিলেন। সেই কারণে তিনি বেশির ভাগ সময়ে বাংলার গান করেছেন। অন্য ভাষাতেও গান করেছেন। তবে তিনি বাংলা ভাষার প্রতি একটি আলাদা রকমের আকর্ষন অনুভব করতেন। সেই কারণে বাংলা সঙ্গীত অনুষ্ঠান হলেই সেখানে উপস্থিত হতেন এবং শ্রোতাদের বাংলার গান গেয়ে মুগ্ধ করতেন। অরুন্ধুতীর গলায় সুর ছিল মন ভরানো সুরের মুর্চ্ছনা।

ঃ পাঠকদের দরবার ঃ হাসির গল্প কোথায় এখন ?

বিশেষ প্রতিবেদক

চুলো চুলি

জনৈক ভদ্রলোক তার সহধর্মিণীকে নিয়ে একদিন শীতকালের পড়ন্ত বেলায় ছাদে বসে রোদ পোহা চ্ছিলেন । কিন্তু চুপচাপ রোদ পোহাতে দুজনের কারওরই ভালো লাগছিল না । তাই প্রথমেই ভদ্রলোক তার নীরবতা ভঙ্গ করে স্ত্রীকে বললেন ঃ হ্যাঁ গো , এভাবে চুপচাপ বসে থাকতে তোমার ভালো লাগছে ?

স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন ঃ তাহলে কী করব ?

ভদ্রলোক বললেন ঃ তেমন কিছু না । তবে চুপচাপ বসার চাইতে দুজনে দুজনার মাথার পাকা চুলগুলো তুলে ফেলতে পারি ।

স্ত্রী ঃ কথাটা অবশ্য তুমি মন্দ বলো নি । তবে আমার একটা শর্ত আছে । ভদ্রলোক ঃ বাঃ বাঃ , চুল তুলতেও আবার শর্ত ?

তা কী শর্ত , শুনি ?

স্ত্রী ঃ একটি পাকা চুল তুলবে আর স্বাধীনতা সংগ্রামে মৃত একজন মানুষের নাম বলবে । আমিও বলব । দেখি , কে কতজনের কথা বলতে পারে ।

ভদ্রলোক ঃ ও , তুমি ইতিহাসের শিক্ষিকা বলে ? বেশ , তাই হোক । তুমিই প্রথম শুরু কর ।

স্ত্রী একটি পাকা চুল তুলে নিয়ে বললেন ঃ বাঘা যতীন । এবার তোমার পালা ।

ভদ্রলোকও একটি চুল তুলে বললেন ঃ ক্ষুদিরাম বসু । এরপর তুমি ।

স্ত্রী একটু থমকে গিয়ে মনে মনে কী যেন ভাবলেন । তারপর একসঙ্গে মাথার তিনটে পাকা চুল উপড়ে নিয়ে বললেন ঃ বিবাদি বাগ ।

আচমকা তিনটে চুল উপড়ে নেওয়ায় ভদ্রলোকের খুব লাগলো । তিনি দারুণ রেগে গিয়ে মনে মনে বললেন ' খুব জ্ঞান হয়েছে না , দাঁড়াও , দেখাচ্ছি মজা।' তার পরক্ষণেই সহধর্মিণীর মাথার এক মুঠো চুল উপড়ে নিয়ে বললেন ঃ জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ড !! **-তাপাস রাহা** ।

ডারউইনবাদ

১৮৩১ সালের শেষ ২৭ তারিখে ডেভেনপোর্ট বন্দর থেকে যাত্রা শুরু হয়েছিল। কথা ছিল, দক্ষিণ আমেরিকার উপকূল ভাগের মানচিত্র ও নিখুঁতভাবে দ্রাঘিমা রেখা তৈরীর উদ্দেশ্যেই বিগলের সমুদ্র পাড়ি দেবে। কিন্তু দীর্ঘ পাঁচ বছর পর শুধুমাত্র মানচিত্রই নয়, বিগল ফিরে এলো নিষ্প্রাণ পৃথিবীর বুকে প্রাণের উৎপত্তির ইতিহাস ও জীবজগতের বৈচিত্রপূর্ণ পরি বর্তনের রহস্যের তথ্য নিয়েও। কারণ ওই ঐতিহাসিক সমুদ্রযাত্রায় বিগলে চড়ে ভ্রমণসঙ্গী ছিলেন প্রকৃতি বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ডারউইন বিশ্ববাসীকে উপহার দিলেন এ হিস্ট্রি অফ লাইফ অন আর্থ।

হাজার হাজার বছরের মনগড়া চিন্তা, ধর্মগ্রন্থ ও নানা পৌরাণিক কাহিনী প্রসূত ধারণায় মানুষ ভেবেছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন এবং তার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হল মানুষ। অর্থাৎ সমস্ত জীবজগৎ থেকে শুরু করে মানুষের সৃষ্টির পেছনে অতিপ্রাকৃত শক্তির ভূমিকা আছে। যে চিন্তা এতদিন বুঝিয়ে এসেছে বিশ্ব জগৎটা সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি। চিরকাল যেমন ছিল তেমনি থাকবে। সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ-তারার গতি ও অবস্থান যেমন ছিল থাকবে চিরস্থায়ীভাবে। পাহাড়, সমুদ্র, আকাশ, প্রকৃতিও অপরিবর্তনীয় ছিল আছে থাকবে। তেমনি সমাজটাও চিরকাল ছিল একই রকম থাকবে। রাজা থাকবে, প্রজা থাকবে।

-বংশী দেবনাথ

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর মৃত্যু, শোকাহত পরিবার

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ পেটে ব্যথা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল অভিজিত রায় নামের চ্যাংমারি হরেন্দ্রনাথ হাইস্কুলের এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। প্রথমে তাকে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে নিয়ে যাওয়া হয় জলপাইগুড়ি মেডিক্যালে। সেখান থেকে ওই পরীক্ষার্থীর পরিবারের সদস্যরা ফের তাকে নিয়ে যায় জলপাইগুড়ির একটি নার্সিংহোমে। বুধবার সকালে সেখানেই মৃত্যু হয় তার। মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর অকাল মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা পরিবারে।

ব্যাংক জালিয়াতিতে ভুয়ো সিম চক্র, ধৃত তিন

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ ব্যাংক জালিয়াতির পর্দাফাঁস! ভুয়ো নথি দেখিয়ে সিমকার্ড তুলে প্রতারণা চক্র চালানোর অভিযোগে দক্ষিণ দিনাজপুরে তিনজনকে গ্রেফতার করল সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ। ধৃতরা হল তপনের হরসুরা গ্রামের বিদ্যু মেহেরা, বংশীহারির শিহল এলাকার মেহেফুজ আলম ও অপূর্ব তালুকদার। মঙ্গলবার তাদের বালুরঘাট আদালতে হাজির করানো হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্তরা ভুয়ো পরিচয়পত্র জমা দিয়ে একাধিক সিমকার্ড সংগ্রহ করত এবং তা বিক্রি করত অন্যদের কাছে। তদন্তে উঠে এসেছে, ১৬৪টি ভুয়ো সিম বিভিন্ন আর্থিক প্রতারণার কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। জেলা সাইবার ক্রাইম শাখার এক আধিকারিক বলেন, অনলাইনে একাধিক প্রতারণার ঘটনায় ব্যবহৃত সিমগুলির সূত্র ধরে তদন্ত শুরু হয়। এরপরই অভিযুক্তদের হদিশ পাওয়া যায়। সরকারি আইনজীবী জয়ন্ত মজুমদার বলেন, আদালত ধৃতদের তিন দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে। তদন্ত চলছে। জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে নাগরিকদের সতর্ক থাকার অনুরোধ জানানো হয়েছে। ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত কোনও সন্দেহজনক লেনদেন দেখলে পুলিশকে জানানোর আবেদন করা হয়েছে।

রাজ্যের খাদ্যশস্যের ভর্তুকি বাবদ একাংশ মিটিয়েছে কেন্দ্র

কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ কেন্দ্রীয় সরকার খাদ্যশস্যে ভর্তুকি বাবদ রাজ্যের প্রাপ্য বকেয়ার একাংশ মিটিয়ে দিয়েছে। খাদ্য দফতর সূত্রে জানা গেছে, ২০২৩-২৪ আর্থিক বছর থেকে এই খাতে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ বন্ধ রয়েছে। এই বাবদ বকেয়া মোট ১২ হাজার ৭১৪ কোটি টাকা দাবি করে রাজ্য সরকার একাধিক বার কেন্দ্রের কাছে দরবার করেছে। অবশেষে কেন্দ্রের তরফে দু দফায় এই খাতে প্রায় সাড়ে সাত হাজার কোটি টাকা ছাড়া হয়েছে। জানা গেছে, চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহে ২১৩০ কোটি টাকা, এবং জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে ৫২৭০ কোটি টাকা রাজ্যকে দেওয়া হয়েছে।

৪টি ডাম্পার বাজেয়াপ্ত

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ বেআইনিভাবে চলা সমস্ত বালি পাথরের গাড়ি পকড়াও করতে হবে পুলিশকে। অবৈধ কাজ বরদাস্ত নয়। মুখ্যমন্ত্রীর এই নির্দেশ পাবার পর নড়েচড়ে বসেছে পুলিশ প্রশাসন। প্রায় প্রতিদিন বিভিন্ন থানা এলাকায় ধরা পড়ছে বেআইনিভাবে চলা বালি পাথরের গাড়ি। ঠিক তেমনি শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশের অভিযানে কাশ্মীর কলোনি এলাকা থেকে ধরা পড়লো চারটি বালি বোঝাই ডাম্পার। মঙ্গলবার গভীর রাতে কাশ্মীর কলোনির রাস্তা দিয়ে ওই ডাম্পারগুলি যাওয়ার খবর পায় নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। তবে পুলিশের গাড়ি দেখেই ডাম্পার থামিয়ে পালিয়ে যায় চালক এবং সহকারী চালকেরা। নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ ওই ডাম্পারগুলি আটক করে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে গাড়ির নম্বর থেকে মালিকের খোঁজ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে। নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশের সন্দেহ মহানন্দা অথবা বালাসন নদী থেকেই ওই বালি অবৈধভাবে তুলে ডাম্পার করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। অবৈধভাবে বালি পাথর পরিবহনের কারবার রুখতে সদা তৎপর শিলিগুড়ি মেট্রোপলিন পুলিশ।

মাত্র ৮ বছরে গল্পের বই লিখে তাক লাগিয়ে দিয়েছে বালুরঘাটের আরুহী

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ মাত্র ৮ বছরে গল্পের বই লিখে তাক লাগিয়ে দিয়েছে বালুরঘাটের আরুহী মিশ্র। এমনকি তার লেখা বই এবার কলকাতা বইমেলাতেও প্রকাশিত হয়েছে। বিক্রি হয়েছে দেদার। মাত্র ৮ বছরের শিশুর হাত দিয়ে ৩৫ টি গল্প সম্বলিত এই বই 'Musings of an eight years old' সারা ফেলেছে কলকাতা বইমেলায়। বালুরঘাটের ট্যাংক মোড় এলাকায় একটি বহুতলে ছোট্ট আরুহী তার মা-বাবার সঙ্গে থাকে। বালুরঘাটের একটি বেসরকারি স্কুলে পড়াশোনা করছে সে। এখন নার্সারি গণ্ডি পেরোয়নি। কিন্তু তার লেখা দেখলে কে বলবে যে মাত্র আট বছর বয়সেই সে লেখায় এই ধরনের ব্যুপত্তি অর্জন করেছে। ছোট বয়স থেকেই বাবা সানি মিশ্র যিনি শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিক পদে কর্মরত রয়েছেন তার লেখা দেখেই বই লিখতে শেখা, বাবার নামে বই প্রকাশ হলে বাবার নাম কেটে দিয়ে সেখানে নিজের নাম হাত দিয়ে লিখে দিত আরুহী এখান থেকেই শুরু বইয়ের প্রতি ভালোবাসা। মা-বাবার উৎসাহ কে কাজে লাগিয়ে পুরোদস্তর লেখক উঠেছে আরুহী। পড়াশোনার ক্ষেত্রে ভালোবাসার সাবজেক্ট অংক। বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করে ভবিষ্যতে সে চিকিৎসক হতে চায়। তার পাশাপাশি সে লেখাও চালিয়ে যেতে চায়। এখনো পর্যন্ত ৫০ টি গল্প লিখেছে, প্রকাশিত হয়েছে ৩৫ টি গল্প। লক্ষ্য এবারের গ্রীষ্মের ছুটিতেই বাকি ৫০ টা গল্প লিখে ফেলা। তার প্রিয় লেখক রাস্কিন বন্ড ও সুধামূর্তি। পড়াশোনার ফাঁকে যখনই সময় পায় তখনই হয় বই পড়া কিংবা বই লেখার কাজ করে ছোট্ট আরুহী। পড়াশোনাতেও তার বিস্তর সুনাম রয়েছে। স্কুলে ও ক্লাসেও তাকে সবাই এক ডাকেই চেনে। পড়াশোনার পাশাপাশি ভারতীয় ধ্রুপদ সংগীতেও চর্চা রয়েছে তার। সারাদিনে পড়াশোনার পাশাপাশি বই পড়া ও বই লেখাতে মনোনিবেশ করেছে। তার মা মনীষা মিশ্রের দাবি একটা গল্পের বই বাড়িতে আসলে যতক্ষণ না সেটা শেষ হচ্ছে ততক্ষণ পড়াশোনায় মন বসে না। গল্পের বই দিয়েই তার দিনের শুরু গল্পের বই দিয়েই দিনের শেষ। আগামী দিনে পড়াশোনার পাশাপাশি ভালো লেখক হয়ে ওঠাও। তার লেখা দেখে অবাক প্রতিবেশী থেকে বালুরঘাটের তার পরিচিত মানুষজন কলকাতা বইমেলাতেও তার সুনাম ছড়িয়েছে। নেটপাড়াতেও একাধিক লেখক তাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে এই অল্প বয়সে বই প্রকাশ করার জন্য।

বাংলাদেশীর পর এবার বর্ধমানে একই বাড়ি থেকে অবৈধ প্রবেশের অভিযোগে গ্রেপ্তার মায়ানমারের যুবক!

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ সোমবার রাতে বাজেপ্রতাপপুর থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করা এক বাংলাদেশী যুবক। গ্রেপ্তার করা হয়েছিল বাড়ির মালিক সেখ মাজিদ এবং বাংলাদেশ থেকে ভারতে নিয়ে আসার দালাল চক্রের এক পাণ্ডা সুদীপ কুমার দাস। এবার ওই একই বাড়িতে অভিযান চালিয়ে অবৈধ ভাবে ভারতে প্রবেশ করার অভিযোগে গ্রেফতার করা হল আরও এক অনুপ্রবেশকারীকে। বৈধ কাগজপত্র ছাড়াই পশ্চিমবাংলার পূর্ব বর্ধমানে অবৈধভাবে বসবাস করছিলেন ধৃত। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতের দাবী তার নাম আকাশ দাস। সে ত্রিপুরার আগরতলা জেলার পানিসাগর থানার নাগেশ্বর গ্রামের বাসিন্দা। যদিও ত্রিপুরা পুলিশের সাথে যোগাযোগ করে পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ জানতে পারে ত্রিপুরায় আগরতলা নামে কোন জেলা, পানিসাগর নামে কোন থানা এবং নাগেশ্বর বলে কোন গ্রাম আদৌ নেই। পুলিশ ধৃত যুবকের বিরুদ্ধে বিনা কাগজে ভারতে প্রবেশ, অবৈধভাবে বসবাস এবং অবৈধ প্রবেশে সাহায্যে করার অপরাধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তদন্তের স্বার্থে ৭ দিনের পুলিশি হেফাজত চেয়ে বর্ধমান জেলা আদালতে তোলে। বিচারক ধৃতকে ৬ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সোমবার আসানসোল থেকে ধৃত দালাল সুদীপ কুমার দাসকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই আকাশ নামের ওই যুবকের কথা জানতে পারে। জানা যাচ্ছে, বাংলাদেশ থেকে দালাল মারফত মোটা টাকার বিনিময়ে কাঁটাতার পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করে। তারপর দালালের হাত ধরেই শহর বর্ধমানের অপর এক এজেন্টের বাড়িতে আশ্রয় নেয় আকাশ দাস। বৈধ সরকারি কাগজপত্র ছাড়াই সে কয়েকদিন ধরে শহর বর্ধমানে ওই এজেন্টের বাড়িতে বসবাস করছিল সে। বিশেষ সূত্রে জানা গেছে, গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তি সম্ভবত একজন রোহিঙ্গা এবং সে মায়ানমারের নাগরিক। সেখানে গৃহ যুদ্ধের জন্য পালিয়ে চলে আসে বাংলাদেশে। সেখানেও বর্তমানে পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে রয়েছে। তাই ফের বাংলাদেশ থেকে এজেন্ট ধরে ভারতে প্রবেশ। উল্লেখ্য, মায়ানমারে গৃহযুদ্ধের সময় রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে পালিয়ে আসে। সেখান থেকে অনেকেই অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করে। এরাজ্যের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি বারংবার কলকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী এলাকায় রোহিঙ্গাদের বে-আইনি অনুপ্রবেশ নিয়ে সোচ্চার হয়েছিল। এমনকি কলকাতার বেশ কিছু অঞ্চলে ভোটের জন্য রোহিঙ্গাদের পাকাপাকিভাবে বসবাস করতে দেওয়ারও অভিযোগ উঠেছিল। অভিযোগ রোহিঙ্গারা পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে প্রবেশ করে এখন সারা ভারতে ছড়িয়ে পরেছে। বর্ধমানে মায়ানমারের বাসিন্দা সন্দেহে ওই যুবক গ্রেপ্তার হওয়ার পর থেকে সিঁদুরে মেঘ দেখছেন বর্ধমানাসী। যারা তাদের মদত দিচ্ছে এবং যারা তাদের আশ্রয় দিচ্ছে তাদের কঠোর শাস্তির দাবী তুলেছেন তারা। ধৃত বাংলাদেশী কিংবা মায়ানমারের ওই যুবকের কোন জঙ্গী যোগ আছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক চা বাগান মজদুর ইউনিয়নের

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ ২০১৫ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি ত্রিপাক্ষিক চুক্তিতে চা-শ্রমিকদের নূন্যতম মজুরি নির্ধারণের সিদ্ধান্ত হয়েছিল। তবে ১০ বছর পরও তা বাস্তবায়িত হয়নি। এরই প্রতিবাদে আগামী ২০ ফেব্রুয়ারী এক বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন চা বাগান মজদুর ইউনিয়নের সদস্যরা। বুধবার শিলিগুড়ি জার্নালিস ক্লাবে এই বিষয়ে এক সাংবাদিক বৈঠকের আয়োজন করেন তারা। যেখানে উপস্থিত ছিলেন অভিজিত রায়, অভিজিত মজুমদার, সুমিত চক্রবর্তী ও শংকর পাল। জানা গেছে, ২০১৫ সালে দু বছর মেয়াদী মিনিমাম ওয়েস্ট এডভাইজারি কমিটি গঠন করলেও এক দশক কেটে গেলেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। বারবার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও অযৌক্তি ইন্টারিং বৃদ্ধি চাপিয়ে দিয়ে শ্রমিকদের বঞ্চিত রাখা হয়েছে। ২০২৩ সালে হাইকোর্ট সরকারকে ছয় মাসের মধ্যে ন্যূনতম মজুরি ঘোষণার নির্দেশ দিলেও তা এখনো ধোঁয়াশায় থেকে গেছে। ফলে চা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি এখনো ২৫০ টাকা যা বাস্তবতার তুলনায় নগণ্য। তবে এই ঘটনার ১০ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও কোন সুরাহা না হওয়ায় অবশেষে আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি প্রতিটি চা বাগানে কালো ব্যাচ পড়ে প্রতিবাদ জানানো হবে।

স্থায়ীত্বতা এবং আধুনিকীকরণের জন্য ভারতের ব্যবসার ৩ গুণ বৃদ্ধির লক্ষ্য রেখেছে মাই ট্রিডেন্ট

কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ বিশ্বব্যাপী সমষ্টি এবং হোম টেক্সটাইল শিল্পের একটি শীর্ষস্থানীয় নাম ট্রিডেন্ট গ্রুপ, আজ ভরত টেক্স ২০২৫-এ উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে, যার লক্ষ্য ২০২৭ সালের মধ্যে তাদের ভারতে ব্যবসা তিনগুণ বৃদ্ধি অর্জন করা। এই আগ্রাসী প্রবৃদ্ধি অর্থবর্ষ ২৫-২৬-এর জন্য ১০০০ কোটি টাকার ব্যয়ের পরিকল্পনা দ্বারা চালিত হয়েছে, যা তাঁদের হোম টেক্সটাইল, সুতো এবং এনার্জি ব্যবসায় স্থায়িত্ব, আধুনিকীকরণ এবং সম্পদ বৃদ্ধির ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। এই প্রবৃদ্ধির মূল

ভিত্তি হল তাঁদের দেশীয় হোম টেক্সটাইল ব্র্যান্ড, মাই ট্রিডেন্ট -কে বিলাসবহুল সেগমেন্টে সম্প্রসারিত করা, যার মাধ্যমে মাই ট্রিডেন্ট এর লাক্সহোম লঞ্চ করেছে। এই বিশিষ্ট নতুন লাইনটি সেইসব বিচক্ষণ গ্রাহকদের জন্য উপযুক্ত যারা হোম টেক্সটাইলের সেরা কারুশিল্প এবং অতুলনীয় মানের প্রশংসা করেন। এই সংগ্রহে রয়েছে প্রিমিয়াম বেডিং এবং অত্যন্ত সুন্দরভাবে তৈরি টওয়েল্স যা উৎকৃষ্ট কোমলতা, শোষণ করার ক্ষমতা এবং টেকসইতার জন্য বিখ্যাত। ৪,০০০ থেকে ৪০,০০০ টাকার মধ্যে, মাই ট্রিডেন্ট এর লাক্সহোম সবচেয়ে বিচক্ষণ বাড়িগুলির জন্য এক অতুলনীয় সৌন্দর্যের ছোঁয়া প্রদান করে। এই কৌশলগত পদক্ষেপ মাই ট্রিডেন্ট -কে ভারতের বিলাসবহুল হোম ফার্নিশিং-এর বাজারের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ দখল করতে সক্ষম করে। ট্রাইডেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান পদ্মশ্রী ড. রাজিন্দর গুপ্তা তার দৃষ্টিভঙ্গি শেয়ার করেছেন, ট্রিডেন্ট -এ, আমরা উদ্ভাবন এবং স্থায়িত্বকে একীভূত করে টেক্সটাইল শিল্পের ভবিষ্য গঠন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমাদের প্রবৃদ্ধি আধুনিকীকরণ, মূল্য সৃষ্টি এবং বিশ্বব্যাপী সম্প্রসারণের ওপর আমাদের অটল মনোযোগ দ্বারা পরিচালিত হয়। ক্কঞ্জক্ষগুজ্ঞত জ্ঞঞ্চথ ২০২৫ একটি যুগান্তকারী ইভেন্ট যা টেক্সটাইল পাওয়ার হাউস হিসেবে ভারতের অপার সম্ভাবনাকে তুলে ধরে এবং ট্রিডেন্ট এই যাত্রায় অবদান রাখতে পেরে গর্বিত। উন্নত প্রযুক্তি, টেকসই অনুশীলন এবং বাজার-চালিত সমাধানগুলিতে বিনিয়োগ করে, আমরা কেবল আমাদের নেতৃত্বের অবস্থানকে শক্তিশালী করছি না বরং হোম টেক্সটাইল শিল্পে শ্রেষ্ঠত্বের মানগুলিকেও নতুন করে সংজ্ঞায়িত করছি। মাই ট্রিডেন্ট -এর চেয়ারপারসন নেহা গুপ্তা বেক্টর, ব্র্যান্ডের সম্প্রসারণ এবং বিলাসবহুল বাজারে প্রবেশের বিষয়ে আলোকপাত করে বলেন, লাক্স হোম মাই ট্রিডেন্ট -এর একটি রূপান্তরমূলক পদক্ষেপের প্রতিনিধিত্ব করে কারণ আমরা বিলাসবহুল হোম ফার্নিশিং সেগমেন্টে আমাদের উপস্থিতিকে আরো উন্নত করছি। আমাদের ঐতিহ্যবাহী কারুকার্য এবং উপাদন উকর্ষতা কাজে লাগিয়ে, আমরা বিচক্ষণ ভারতীয় গ্রাহকদের কাছে বিশ্বমানের বিলাসিতা নিয়ে আসছি। আমাদের লক্ষ্য হল আধুনিক ভারতীয় গৃহের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য সতর্কতার সাথে ডিজাইন করা, উচ্চমানের পণ্যগুলির মাধ্যমে বাড়ির সৌন্দর্যকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করা। আমরা এই সংগ্রহটি প্রদর্শন করতে পেরে রোমাঞ্চিত কারণ এটি ভারত টেক্স-এর ভবিষ্যমুখী এবং দায়িত্বশীল টেক্সটাইল শিল্পের ওপর ফোকাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। মাই ট্রিডেন্ট এর বৃদ্ধির পরিকল্পনার বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে, মাই ট্রিডেন্ট এর সিইও রজনীশ ভাটিয়া বলেছেন, আমরা আমাদের রিটেল টাচ পয়েন্ট বর্তমান ৭,০০০ থেকে ১০,০০০-এ বাড়িয়ে দিয়েছি। এই সম্প্রসারণ ভারতে একটি শীর্ষস্থানীয় হোম ফার্নিশিং ব্র্যান্ড হিসাবে আমাদের অবস্থানকে মজবুত করবে এবং দেশীয় বাজারে আমাদের পদচিহ্ন প্রসারিত করবে। আরো প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য, আমরা হোরেকা এবং প্রতিষ্ঠানগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ সুযোগগুলির ওপর মনোযোগ দিচ্ছি। আমাদের লক্ষ্য এই সেক্টরগুলিতে আমাদের বাজার অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি করা। উপরন্তু, আমরা কর্পোরেট গিফটিং প্রদানের সুযোগগুলি অন্বেষণ করছি, কারণ এই সেক্টরে অপরিসীম সম্ভাবনা আছে। গ্রাহকদের সেবা প্রদানে গতি এবং তপরতা ব্র্যান্ডের মূল লক্ষ্য এবং এইভাবে আমরা সমস্ত প্রধান ই-কমার্স এবং কুইক কমার্স পোর্টালের সাথে সহযোগিতা করছি। ভারত টেক্স ২০২৫-এ মাই ট্রিডেন্ট -এর স্প্রিং সামার '২৫ কালেকশনের আত্মপ্রকাশ ঘটে, যা ভারতের সমৃদ্ধ টেক্সটাইল ঐতিহ্য থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে তৈরি। এই কালেকশনটি আছে চারটি যুগ - পুরাতন যুগ, বীর যুগ, পূর্ব আধুনিক যুগ এবং উন্নয়ন যুগ - ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্পকে আধুনিক কৌশল এবং উদ্ভাবনী উপকরণের সাথে মিশ্রিত করে টেক্সটাইলের ভবিষ্যতের জন্য একটি ভবিষ্যতমুখী দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করা হয়েছে।

স্মার্ট ক্লাস রুমের ন্যায় অত্যাধুনিক প্রযুক্তি দ্বারা পঠন-পাঠন প্রক্রিয়া শুরু

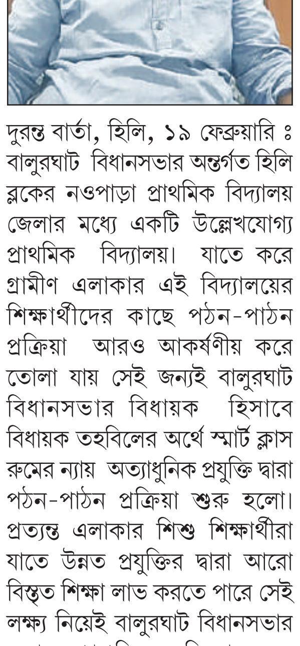

দুরন্ত বার্তা, হিলি, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ বালুরঘাট বিধানসভার অন্তর্গত হিলি ব্লকের নওপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় জেলার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য প্রাথমিক বিদ্যালয়। যাতে করে গ্রামীণ এলাকার এই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কাছে পঠন-পাঠন প্রক্রিয়া আরও আকর্ষণীয় করে তোলা যায় সেই জন্যই বালুরঘাট বিধানসভার বিধায়ক হিসাবে বিধায়ক তহবিলের অর্থে স্মার্ট ক্লাস রুমের ন্যায় অত্যাধুনিক প্রযুক্তি দ্বারা পঠন-পাঠন প্রক্রিয়া শুরু হলো। প্রত্যন্ত এলাকার শিশু শিক্ষার্থীরা যাতে উন্নত প্রযুক্তির দ্বারা আরো বিস্তৃত শিক্ষা লাভ করতে পারে সেই লক্ষ্য নিয়েই বালুরঘাট বিধানসভার কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়তে ডিজিটাল ক্লাসরুম তৈরির ছোট্ট প্রয়াস। হিলি ব্লকে এই প্রথম অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে পঠন-পাঠন শুরু হল। গ্রামীণ এলাকায় এমন প্রযুক্তি ব্যবহার করায় উপকৃত হবে গ্রামীন পড়ুয়ারা। কোন অংশ তারা আর পিছিয়ে থাকবে না। এমনকি শিক্ষক শিক্ষিকারাও নতুন নতুন টেকনোলজির মাধ্যমে পড়ুয়ারা পড়াতে পারবেন।

পুণ্যস্রোতের টানে জোয়ার ল্যাংচা-ভূমিতেও, ঘুরে দাঁড়াচ্ছে শক্তিগড়

দুরন্ত বার্তা, শক্তিগড়, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ কুম্ভমেলায় যাওয়ার একটা ক্রেজ শুরু হয়েছে অনেকদিনই হল। ফলে ভিড় বেড়েছে জাতীয় সড়কে। আর এর জেরে সাময়িক মন্দার ধাক্কা সামলে অনেকটাই ঘুরে দাঁড়িয়েছে শক্তিগড়ের বিখ্যাত ল্যাংচা বাজার। কলকাতা থেকে যাওয়ার পথে আমড়া গ্রাম-এলাকায় রাস্তার দু'ধারে অসংখ্য ল্যাংচার দোকান রয়েছে। এক সময়কার শক্তিগড়ের ল্যাংচার রমরমা ব্যবসার প্রায় পুরোটাই এখানে উঠে এসেছে দুদশক আগে। যাতায়াতের পথে এখানে ল্যাংচা খেতে আসেন অনেকেই। এরকমই এক দোকানদার জানান, ইদানীং জাতীয় সড়কে ভ্রমণার্থীর সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। অনেকেই কুম্ভমেলায় যাচ্ছেন। কেউ যাচ্ছেন বেনারস, রামমন্দিরেও। তাই এই সময়ে ল্যাংচার বিক্রি কয়েকগুণ বেড়েছে। তিনি জানান, দীর্ঘদিন ধরে জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের কারণে গাড়ি এখানে কম দাঁড়াত। ফলে ব্যবসা মার খেত। আর এক দোকানদার জানালেন, এই ল্যাংচা বাজারে ল্যাংচার দোকান-সহ অন্যান্য খাবারের দোকানের উপর নিভর করে কয়েক হাজার মানুষের জীবিকা চলে। ফুটপাথে ব্যবসা করেন আরো অনেক মানুষ। জাতীয় সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক থাকলে ব্যবসা ভালই চলে। তবে সুখবর, এখন রাস্তা অনেকটাই তৈরি হয়ে এসেছে। তাই আবারও ঘুরে দাঁড়াচ্ছে শক্তিগড়ের ল্যাংচা হাব। যত ভ্রমণার্থী বাড়ছে, ততই নতুন করে বাড়ছে ল্যাংচার বাজার। এই ল্যাংচা-হাবের একাংশের দোকানের মিষ্টির মান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল বেশ কয়েকমাস আগেই। এতই খারাপ ছিল সেসব মিষ্টির মান যে, গত ২১ জুলাইয়ের আগে কয়েকশো কুইন্টাল ল্যাংচা বাজেয়াপ্ত করে মাটিতে মিশিয়ে দেয় প্রশাসন। তবে দোকানদারেরা জানান, বেশিরভাগ দোকানদার গুণমাণ মেনেই চলেন। তাঁদের কেউই এরকম করেননি। তবে এ কথাও ঠিক, বিপুল চাহিদার সময়ে ক্রেতার ভিড় সামলানোর জন্য কিছুটা শুকনো ল্যাংচা কিছু ভেজে রাখতেই হয়। জানা গেছে, গরুর দুধের ছানা, চিনি, ময়দা, কিছু পরিমাণে সুগন্ধি চালের গুঁড়ো দিয়ে তৈরি হয়ে এই ল্যাংচা। বাকিটা পাকের ব্যাপার, যা কারিগরের হাতযশ। সুন্দর প্যাকিংয়ের জন্য মিষ্টি নিয়ে যেতে সুবিধাও হয় ক্রেতাদের। আর সেই টানেই জাতীয় সড়কের পছন্দমতো দোকানে দাঁড়িয়ে পড়েন সকলে। জাতীয় সড়কের সম্প্রসারণের পরে আবার ধীরে ধীরে সেই ছবিটাই দেখা যাচ্ছে। ক্রমশ স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে শক্তিগড়ের বিখ্যাত ল্যাংচা বাজার।

হাত-পা বাঁধা অবস্থায় রেললাইনের ধার থেকে মৃতদেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ হাত- পা বাঁধা অবস্থায় এক মধ্যবয়স্ক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো বুধবার পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর থানার অন্তর্গত নবগ্রাম এলাকায়। সকালেই স্থানীয়রা দেখতে পান স্টেশন থেকে কিছুটা দূরে শ্মশান সংলগ্ন এলাকায় মুসুন্ডার কাছে শেখ ওয়াব নামে ৪৫ বছরের এই ব্যক্তি হাত-পা বাঁধা অবস্থায় মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। জুয়া খেলা নিয়ে বিবাদের জেরেই তাকে খুন করা হয়েছে এমনটাই অনুমান পরিবারের। পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর থানার মশাগ্রাম মাঠপাড়া এলাকার বাসিন্দা তিনি। ওই ব্যক্তি হাত-পা বাঁধা অর্ধনগ্ন অবস্থায় পড়ে ছিল। মুখে এবং পায়ে আঘাতে চিহ্ন রয়েছে। পরিবারে পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে তার এক পুত্র সন্তান এবং স্ত্রী রয়েছে। যারা দিল্লিতে থাকে এখানে সে একাই থাকতো মশাগ্রাম স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় একসময় সবজির ব্যবসা করতো। কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন জায়গায় জুয়ার ঠেকে চলে যেত। জুয়া খেলার নেশা ছিল। তাদের অনুমান জুয়াতে টাকা জেতার পর সেই টাকা হাতানোর জন্যই তাকে খুন করা হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে উপস্থিত হয় জামালপুর থানার পুলিশ। পরিবারে পক্ষ থেকে থানায় খুনের অভিযোগ করা হবে বলে জানিয়েছে। তারা দোষীদের শাস্তির দাবি জানিয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্ত করছে জামালপুর থানার পুলিশ।

মায়াপুর পুলিশ ফাঁড়িতে আত্মঘাতী পুলিশ আধিকারিক

দুরন্ত বার্তা, মায়াপুর, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ মন্দির নগরী মায়াপুরে পুলিশ ফাঁড়ির ভেতরেই গলায় ফাঁস দিয়ে মৃত্যু হল এক পুলিশ আধিকারিকের। পুলিশ সূত্রে জানতে পারা যায় মৃত পুলিশ আধিকারিকের নাম দেবাশিস গড়াই। বয়স আনুমানিক ৪৩। ওই আধিকারিকের বাড়ি বীরভূম জেলার নানুর থানা এলাকায়। ঘটনার জেরে পুলিশ মহলের শুরু হয়ে যায় গুঞ্জন। খবর পেয়ে মায়াপুরের ছুটে আসেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) উত্তম কুমার ঘোষ ও ডিএসপি ডিএন্ডটি এম রহমান এবং নবদ্বীপ থানার আরক্ষা আধিকারিক জলেশ্বর তিওয়ারি। পুলিশ সূত্রে জানতে পারা যায়, বুধবার সকালে কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার অন্তর্গত মায়াপুর পুলিশ ফাঁড়ির তিনতলার একটি ঘরে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর দেবাশীষ গড়াই। বিষয়টি জানতে পেরে পুলিশের অন্যান্য কর্মীরা ওই পুলিশ আধিকারিককে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে মায়াপুর প্রাথমিক সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যায়, সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা করে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বিকেলে ওই পুলিশ আধিকারিকের দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য শক্তিনগর জেলা হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়। পুলিশ সূত্রে জানতে পারা যায়, প্রায় ৪ মাস আগে নাকাশিপাড়ার ট্রাফিক পুলিশের কনস্টেবল পদ থেকে পদোন্নতি পেয়ে মায়াপুর পুলিশ ফাঁড়িতে আসে অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব- ইন্সপেক্টর দেবাশীষ গড়াই। কি কারনে ফাঁড়ির ব্যারাকে আত্মহত্যা করলেন ওই পুলিশ আধিকারিক তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। অপরদিকে ঘটনার বিষয়টি জানিয়ে তার পরিবারকে খবর পাঠানো হয়েছে বলে জানান জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার উত্তম কুমার ঘোষ। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জানান, ওই পুলিশ আধিকারিকের বাড়ি বীরভূমের নানুর থানা এলাকায়। পরিবারের স্ত্রী ছাড়াও রয়েছে দুটি সন্তান। তাদের মধ্যে বড় মেয়ে এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছে। পাশাপাশি ওই পুলিশ আধিকারিকের ওপর বিভাগীয় কোনও রকম চাপ ছিলনা বলে জানান অতিরিক্ত পুলিশ সুপার। তবে কি কারনে আত্মঘাতী হলেন ওই পুলিশ আধিকারি তা বিভাগীয় তদন্তের পরই বলা সম্ভব বলে জানান তিনি।

পাটনায় দিনেদুপুরে দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্য! চলল গুলি

পাটনা, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ বিহারের রাজধানী পাটনায় দিনেদুপুরে দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্য! চলল ৪ রাউন্ড গুলি, আতঙ্ক ছড়ালো পাটনার কাঙ্করবাগ এলাকায়। পাটনা পুলিশ জানিয়েছে, চার দুষ্কৃতী একটি বাড়ির বাইরে গুলি চালায়। গুলি চালানোর পর সব অপরাধীরা পাশের একটি বাড়ির ভেতরে লুকিয়ে যায়। পুলিশ ও এসটিএফ ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। পুরো বাড়িটি চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে বাহিনী। অপরাধীদের আত্মসমর্পণের আবেদন করা হচ্ছে। পাটনার এসএসপি-সহ শীর্ষ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত আছেন। গোটা এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে এসটিএফ দল। পাটনার এসএসপি অবকাশ কুমার বলেছেন, চার রাউন্ড গুলি চালানো হয়েছে। ঘটনায় চারজনকে আটক করা হয়েছে এবং হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। ঘটনায় কেউ আহত হয়নি। বাড়ির বাসিন্দারা নিরাপদ। পলাতক কিছু গুন্ডাকেও খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি। পরিস্থিতি স্বাভাবিক আছে, আমরা বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালাচ্ছি। অভিযুক্তদের খুঁজে পাচ্ছি না।

OFFICE OF THE COUNCILLORS OF MURSHIDABAD MUNICIPALITY
LALBAGH, P.O. & DIST.- MURSHIDABAD, PIN-742149
e-mail Id: murshidabadmunicipality@gmail.com
Office Phone & Fax No:-03482-270232
NOTICE INVITING e-Tender
e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender **(NIeT) No: 482/MM/NIeT/2024-25 2nd Call, 483/MM/NIeT/2024-25 2nd Call, published Date: 19-02-2025**, And **484/MM/NIeT/2024-25 published Date: 19-02-2025.** The last date for online submission of tender is **26-02-2025(Wednesday) up to 14:00 Hours and 05-03-2025 Monday 14:00 HRS**. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman, Murshidabad Municipality

Office of The Beldi Gram Panchayat
At-Juradih, PS-Arsha, Dist-Purulia
Notice Inviting E-Tender No.-05(E)/ BGP/2024-25/XVFC
For and on behalf of the Beldih Gram Panchayat, tenders are invited by the undersigned for experienced and resourceful bidders for execution of total 7(Seven)Nos. different works. Bid submission closing (online): **26/02/2025 at 17.00 Hrs.** Time and Date for opening Technical Bid/Bids(Online): **28/02/2025 at 14.00 Hrs.** Date and time for opening of Financial Bid (Online): **03/03/2025 at 9:00 Hrs.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Beldi Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে
ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেল স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য (**সিনি. ডিইএন/১/হাওড়ার** অধিক্ষেত্রের জন্য) সেচ/ সিপিডব্লুডি/এসইবি/ এমইএস অথবা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সহ অনুরূপ ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতি আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের কাছ থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্র. নং. ১। এনআইটি নং ঃ ৩২৬_২০২৪-২৫, তারিখ ১৮.০২.২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** (১) এইএন/লিলুয়া শাখায় দিব্যাঙ্গজন যাত্রীর জন্য সুযোগ-সুবিধা, টয়লেটের উন্নয়ন এবং সাইনেজ-এর ব্যবস্থার উন্নতি বিধান এবং ব্যবস্থাকরণ এবং (২) হাওড়া ডিভিশনে নতুন ওএফসি রুম সহ পুরনো এবং অতি প্রাচীন ওএফসি কন্টেনারের প্রতিস্থাপনা (ফেজ-১)। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ২,৪৮,১৯,৪৭৪.২৪ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ২,৭৪,১০০ টাকা। **ক্র. নং. ২। এনআইটি নং ঃ ৩৪৬_২০২৪-২৫, তারিখ ১৮.০২.২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** এইএন/লিলুয়া-র অধীনে বেলুড় থেকে হুগলী ও তারকেশ্বর শাখায় এলএইচএস অ্যাপ্রোচে শেডের কাজ সমেত সাবওয়ে/এলএইচএস-এ জল জমার জন্য নিকাশীর উন্নয়ন কাজ। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ২,০৪,৩৫,৯২৭.৯০ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ২,৫২,২০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য উভয়ের জন্য। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ০৬ (ছয়) মাস উভয়ের জন্য। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিতমতো বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হলে, অনলাইনে বন্ধের তারিখের কোনও পরিবর্তন হবে না যেহেতু আইআরইপিএস ওয়েবসাইট টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে প্রাপ্ত কোনও অফার জমা অনু- মোদন করে না। অবশ্য, পরবর্তী কাজের দিনে অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১১.০৩.২০২৫-এ দুপুর ২টায়। টেন্ডারের বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। **ইএমডি এবং টিডিসি প্রদান** —ই. টেন্ডারিংয়ের জন্য বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) প্রদান ও টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য (টিডিসি), উপরোক্ত ওয়েবসাইটে কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং বা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গ্রাহ্য হবে। কোনো ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না।
(HWH-615/2024-25)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

PARSOLA GRAM PANCHAYAT
VILL-RENGURBANDH, P.O- PUKHURIA, P.S- SIMLAPAL, DIST. - BANKURA. PIN- 722160(W.B)
Notice Inviting e-Tender No(15 th CFC 2024-25) e-NIT-16/ PGP/2024-25 Pradhan Parsola Gram Panchayat invites percentage rate e-Tender 04 (Four) nos. works. Last date of documents download and bid submission is **27.02.2025 at 06.00 PM** for details please visit website :- **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Parsola Gram Panchayat

Notice Inviting E-Tender
TenderRef: AMTA-I/SGP/e-NIT-03/24-25 LAST DT OF BID 26-02-2025 12:00 PM TECH. OPENING DT 28-02-2025 12:00 PM
Electronic Tenders are hereby invited by the Prodhan, Sirajbati Gram Panchayat, Amta-I Dev. Block for implementation of TWO (02) No. work within Sirajbati Gram Panchayat, Howrah. Details are available in (**http://wbtenders.gov.in** & **http://etender.wb.nic.in**) and Office Notice Board.
Sd/-
Prodhan
Sirajbati Gram Panchayat

Office of the
Kurchi Shibpur GRAM PANCHAYAT
VILLAGE :JANGALPARA, P.O :SINGTI SHIBPUR, P.S :UDAYNARAYANPUR, DIST: HOWRAH
Pin 711226, e-mail : kurchishibpurgp@gmail.com : 9609060425
E-Tender are invited by the Pradhan Kurchi Shibpur Gram Panchayet under Udaynarayanpur Block , Howrah from reputed and resourceful contractors for 1 no **NIET No.: WBHZP/KSGP/2024-2025/SBM(G) & 15 th /50.** Last date of submitting Tender cost & earnest money **07/03/2025 at 05.00 P.M.**, Date of opening of Bid(online)- **10/03/2025 at 11.00 AM** for details Visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/ Pradhan
Kurchi Shibpur Gram Panchayet

DEHIBATPUR GRAM PANCHAYET
VILL –DEHIBATPUR,P.O.-ALATI
P.S.-PURSURAH, HOOGHLY.
Notice Inviting e-Tender
e-NIT vide **NIT No: 12/DGP/24-25** (Sl no.1), Fund : 15 th FC and Nit No.13/DGP/24-25 (Sl no.1), Fund : 5 th SFC Dated 19/02/2025 are invited by the Prodhan Dehibatpur Gram Panchayat, from reliable and bonafied Tenderer for work. Online EMD & Tender fees through ICICI Bank Payment Gateway in e-procurement portal for deposit from **19/02/2025 to 28/02/2025** , Bid submission closing online on **28/02/2025 at 17:30 Hrs**. Date of Bid Opening **04.03.2025 (11:30 O'Clock).**For details contact the above office or visit **https:// wbtenders.gov.in**
Sd/-
Prodhan, Dehibatpur Gram Panchayat

চলুন বেড়াতে যাই

সিকিম ঘুরতে যাবার প্ল্যান? ভারী তুষারপাতে বন্ধ একাধিক সড়ক

যে তুষারপাত নিয়ে উচ্ছ্বাসের অন্ত নেই, সেটাই সিকিমে ডেকেছে বিপদ! ভারী তুষারপাতের জেরে বিপর্যস্ত পূর্ব ও উত্তর সিকিমের

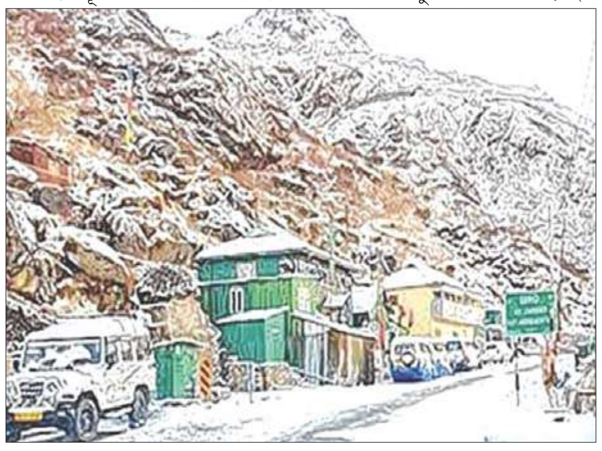

বিস্তীর্ণ এলাকার স্বাভাবিক জনজীবন। অনেক রাস্তা বরফে ঢেকে অবরুদ্ধ।

দুর্ঘটনা এড়াতে একাধিক পর্যটনকেন্দ্রে পর্যটকদের যাতায়াত অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করা হয়েছে। গ্যাংটক থেকে না-থুলা জহওরলাল নেহরু রোড বন্ধ রযেছে। ছাঙ্গু উপত্যকা-সহ বাকি পর্যটন কেঃদ্রগুলির পারমিট বন্ধ হয়েছে। লাচুং পর্যন্ত রাস্তা খোলা থাকলেও জিরো পয়েন্ট ও ইয়ংথাং ভ্যালিতে যাতায়াত বন্ধ রয়েছে। সোমবার আবহাওয়া দপ্তরের বিশেষ বুলেটিনে জানানো হয়েছে, ২৩ ফেব্রয়ারি পর্যন্ত তুষারপাত চলবে। শুধু তাই নয়, ক্রমশ পরিস্থিতির অবনতির সম্ভাবনা প্রবল। কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দপ্তরের সিকিম কেন্দ্রের অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা বলেন, খুবই খারাপ পরিস্থিতি। সিকিমের বিস্তীর্ণ এলাকায় তুষারপাত অব্যাহত রয়েছে। সেটা ক্রমশ বা।বে। ওই কারণে আরও কিছু রাস্তা অবরুদ্ধ হতে পারে। আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবারও সকাল থেকে সিকিমের আকাশ ছিল মেঘাচ্ছন্ন। হালকা বৃষ্টি হয়েছে। তারই জেরে চলেছে মাঝারি থেকে ভারী তুষারপাত। নেমেছে দিন ও রাতের তাপমাত্রা। সোমবার দিনে না-থুলার তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নিচে নেমে হয়েছে মাইনাস ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। রাতের তাপমাত্রা আরও নেমে হয়েছে মাইনাস ১১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ছাঙ্গুতে দিনের তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। রাতে সেটা হয়েছে মাইনাস ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গ্যাংটকের তাপমাত্রাও দিনে নেমে দাঁড়ায় ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে এবং রাতে ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তুষারপাতের জেরে একাধিক রাস্তা ইতিমধ্যে ' আইস' জমে অবরুদ্ধ হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা ঘরবন্দিহয়েছেন। চিন সীমান্তে সামরিক বাহিনীর রশদ সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে আইস কাটার মেশিন নিয়ে অভিযানে নেমেছে বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশন। এদিকে, উত্তর সিকিমের লাচুং, লাচেন, গুরুদংমার এবং ইয়ংথাং ভারী তুষার চাদরে ঢেকেছে। পুরু বরফে তলিয়ে আছে লাচুং, লাচেন, না-থুলা এবং তামজে যাতায়াতের জাতীয় মহাসড়ক। সেনাবাহিনীর স্বস্তিকের একটি দলও সীমান্তের রাস্তাগুলিকে সচল রাখার জন্য দ্রুত ভারী যন্ত্রপাতি এবং জনবল সংগ্রহ করেছে। গ্যাংটক থেকে নাথুলা যাতায়াতের জহওরলাল নেহেরু রোড এখন রীতিমতো বিপজ্জনক। ওই কারণে ছাঙ্গু উপত্যকা, বাবা মন্দির, না-থুলা ভ্রমণের পারমিট ইস্যু বন্ধ আছে। আরএন রোডে জুলুক পর্যন্ত যাতায়াতের পারমিট দেওয়া হচ্ছে। উত্তর সিকিমের লাচুংয়ে যেতে পারলেও জিরো পয়েন্ট , ইয়ংথাং উপত্যকা, গুরুদোংমার হ্রদে যাতায়াত বন্ধ করা হয়েছে। সিকিম প্রশাসনের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়েছে, পরবর্তী নির্দেশ জারি না করা পর্যন্ত ভ্রমণের পরিকল্পনা যেন স্থগিত রাখা হয়। কারণ, আবহাওয়া দপ্তরের সতর্কতায় বলা হয়েছে, তুষারপাত ক্রমশ বাড়বে। ২৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সেটা চলতে পারে।

'শেয়ার অ্যাপ ক্যাব' চালু করতে উদ্যোগী সিকিম সরকার

পর্যটকদের চড়া গাড়ি ভাড়ার অভিযোগ নিয়ে সামাল দিতে সিকিম সরকার 'শেয়ার অ্যাপ ক্যাব' চালু করতে উদ্যোগী হয়েছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। ওই ক্যাবে আসন বুকিং করে শিলিগুড়ি তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাস অথবা নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে পর্যটকরা সস্তায় পৌঁছতে পারবেন সিকিমে। থাকবে না ভাড়া নিয়ে ক্ষোভ। মার্চ থেকে ওই পরিষেবা চালু হবে বলে ঘোষণা করেছে সিকিম প্রশাসন। সিকিমে গাড়িভাড়া নিয়ে হয়রানির অভিযোগ আজকের নয়। হইচই শুরু হলে 'অ্যাপটি চালু করা হয়। কিন্তু লাভ কিছু হয়নি। কেন্দ্রীয় সরকারের এক আমলা সিকিমে গিয়ে একই সমস্যায় প।লে অভিযোগ পৌঁছে যায় কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। অবশেষে নড়েচড়ে বসেন সিকিম পরিবহণ দপ্তরের কর্তারা। এরপরই অ্যাপ ক্যাব চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়। এতদিন সিকিমে বেড়াতে যাওয়া পর্যটকদের অভিযোগ ছিল, লাক্সারি গাড়িতে শিলিগুড়ি থেকে গ্যাংটক যেতে চালকরা ভা।া হাঁকছে দশ হাজার টাকা পর্যন্ত। চড়া ভাড়া নিয়ে প্রশ্ন তুলতে মিলেছে চালকদের দুর্ব্যবহার। সিকিম পর্যটনের উপদেষ্টা রাজ বসু বলেন, শেয়ার অ্যাপ ক্যাব চালু হলে ইচ্ছে মতো ভাড়া আদায়ের প্রবণতা কমবে। পর্যটকরাও কম খরচে ভ্রমণের সুযোগ পাবেন। সিকিম প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, শেয়ার অ্যাপ ক্যাবের কারণে একা অথবা দু'জনে মিলে বেড়াতে এলে পুরো গাড়ি ভাড়া করতে হবে না। মাথাপিছু পাঁচশো টাকা ভাড়ায় আসন বুকিং করতে পারবে। এক হাজার টাকায় গ্যাংটক-শিলিগুড়ি যাতায়াতের সুযোগ পাবেন। অনলাইনে সিকিম টুরিজমের সাইটে ছোট গাড়ির আসন বুকিংয়ের ওই সুবিধা মিলবে। মার্চ থেকে ওই পরিষেবা চালু হবে। ওই অ্যাপের মাধ্যমে গ্যাংটক থেকে শিলিগুড়ি কিংবা নিউ জলপাইগুড়ি পর্যন্ত শেয়ারে গাড়ি বুকিং করতে পারবে পর্যটকরা।

খোঁজ মিলেছে 'জ্যাক দ্য রিপারে'র! দাবি করলেন ব্রিটিশ ইতিহাসবিদরা

১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ ইতিহাসের অন্যতম ভয়াবহ এবং সবচেয়ে চর্চিত সিরিয়াল কিলার 'জ্যাক দ্য রিপার'। আজও যার পরিচয় অজ্ঞাত। কিন্তু নমুনা পরীক্ষার মাধ্যমে সেই খুনির খোঁজ পেয়েছেন বলে দাবি করেছেন ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ রাসেল এডওয়ার্ডস। তিনি জানাচ্ছেন, রিপারের বহু শিকারের একজন, ক্যাথরিন এডোয়েস নামে এক মহিলার একটি গায়ের চাদর তিনি সম্প্রতি উদ্ধার করেন। তাতে খুনির রক্ত এবং বীর্য লেগে ছিল। সেই নমুনা পরীক্ষা করেই তিনি 'জ্যাক দ্য রিপার' নামে পরিচিত খুনির সন্ধান পেয়েছেন বলে দাবি এডওয়ার্ডস-এর। ক্যাথরিন এডোয়েস ছিলেন এক পরিবার বিচ্ছিন্ন মহিলা। তিনি দুই পুত্র এবং এক কন্যার মা-ও ছিলেন। তিনি ছিলেন 'জ্যাক দ্য রিপার'-এর তৃতীয় শিকার। খুনির রক্ত ও বীর্যের ডিএনএ পরীক্ষা করে এডওয়ার্ডস জানতে পেরেছেন যে খুনির নাম আরগন কসমিনস্কি। আরগন ছিল এক পোলিস অভিবাসী। ১৮৬৫ সালে মধ্য পোল্যান্ডের ক্লোডাওয়া এলাকায় তার জন্ম হয়। তার পরিবার ১৮৮০ সাল নাগাদ লন্ডনে চলে আসে। প্রসঙ্গত, ১৩৭ বছর আগে লন্ডনের রাস্তায় বীভসভাবে জনা পাঁচেক যৌনকর্মীর ছিন্নবিচ্ছিন্ন দেহ মিলেছিল। নিপুণ হাতে গলার নলি কাটা। প্রায় প্রত্যেকেরই নাড়িভুঁড়ি, কিডনি খুবলে নেওয়া। সে সময় লোকমুখে ' নাম ছড়িয়ে পড়েছিল- এ কাজ নিশ্চয়ই 'জ্যাক দ্য রিপারের'! বছর কয়েক আগে ব্রিটিশ ট্যাবলয়েডগুলি দাবি করে, জ্যাক দ্য রিপারের আসল চেহারা দেখা গিয়েছে। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের যে পুলিশকর্তা ওই মামলাগুলির তদন্তে নেমেছিলেন, তাঁর উপহার পাওয়া একটি বেতের লাঠিতেই নাকি খোদাই করা রয়েছে জ্যাক দ্য রিপারের মুখ। যদিও সামলোচকদের পাল্টা দাবি, বিক্রিবাটা বাড়াতেই বেতের লাঠিতে ওই রকম একটি মুখ খোদাই করেছিলেন ফেরিওয়ালারা। ব্রিটেনের অপরাধ জগতের ইতিহাসে জ্যাক দ্য রিপারের মতো নৃশংস খুনি নাকি দেখা যায়নি। খুনের সংখ্যার থেকেও নৃশংসতায় বহু সিরিয়াল কিলারকে ছাপিয়ে গিয়েছে সে। লন্ডনের ইস্ট এন্ডের বস্তিতে যে সমস্ত যৌনকর্মী থাকতেন, তাঁরাই ছিলেন জ্যাক দ্য রিপারের শিকার। লন্ডনের হোয়াইটচ্যাপেল এলাকায় ঘোরাফেরা করা ওই মহিলাদের উপরে নৃশংস অত্যাচার চালিয়েছিল সে।

হুগলির চাঁপদানীতে সহপাঠীর মারে মৃত্যু ছাত্রের

বনস্পতি দে, চাঁপদানী, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ ক্লাস চলাকালীন একে অপরের সঙ্গে বচসায় জড়ায় সহপাঠীরা। অভিযোগ সেই সময়ই এক সহপাঠী অপর সহপাঠীকে ঘুষি মারে। সহপাঠীর মারে মৃত্যু ছাত্রের। পরে আহত ছাত্রকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে তাঁকে। এ দিকে, ছাত্রের মৃত্যুর খবরের ঘটনায় উত্তপ্ত স্কুল চত্বর। বাকি অভিভাবকরা বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। মৃতের মা জানিয়েছেন, ছ'মাস আগেই তাঁরা হারিয়েছেন কন্যাকে। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছিল তাঁদের মেয়ের। ছ'মাসের মধ্যে হারালেন ছেলেকেও। অভিযুক্ত নাবালককে আটক করেছে পুলিশ।মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে চাঁপদানী আর্য বিদ্যাপিঠ স্কুলে। মৃত ছাত্রের নাম অভিনব জালান (১৫)। জানা গিয়েছে, স্কুলে ক্লাস চলছিল। একটা নাগাদ ক্লাস টেনের সহপাঠীদের মধ্যে মারামারি হয়। অভিযোগ, অভিনবকে সেই সময় বুকে ঘুসি মারে এক সহপাঠী। সে লুটিয়ে পড়ে যায়। তড়িঘড়ি স্কুলের শিক্ষক এবং এলাকার লোকজন তাকে টোটো করে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যায়। চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। ঘটনার খবর পেয়ে উপস্থিত হয় ভদ্রেশ্বর থানার পুলিশ। স্কুলের প্রধান শিক্ষক জানিয়েছেন, তিনি ঘটনার সময় স্কুলে ছিলেন না। মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য অন্য স্কুলে গিয়েছিলেন। খবর পেয়ে তিনি হাসপাতালে চলে আসেন। শুনেছেন স্কুলের একই ক্লাসের দুই ছেলের মধ্যে মারামারি হয়েছে। চাঁপদানী পুরসভার তিন নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলরের স্বামী বিক্রম গুপ্তা জানান, স্কুলের মধ্যে মারামারি হয়েছে। একটা ছেলে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে শুনেছি। জানতে পেরে আমরা টোটো করে হাসপাতালে নিয়ে যাই। কিন্তু বাঁচাতে পারিনি। মৃত ছাত্রের বাবা গনেশ জালান বলেন, শিক্ষকদের সামনে কী করে ছাত্ররা মারামারি করে? স্কুলে কোনও পড়াশোনা হয় না। আমার ছেলের মৃত্যু জন্য যে দায়ী তার শাস্তি চাই। ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় স্কুল চত্বরে। মৃতের বাবা বলেন, ছেলের বুকে খুব মেরেছে। ও অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছে। স্কুল যখন চলছিল সেই সময় ঝামেলা হয়েছে। ক্লাসের ভিতর কী করে এই ঘটনা ঘটে? শিক্ষক কী করছিলেন?

ভারতীয় রেলপথ পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহৎ আধ্যাত্মিক সমাবেশের আয়োজন করছে

১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রয়াগরাজে ২০২৫ সালের মহা কুম্ভ ইতিমধ্যেই ৫৩ কোটি পবিত্র স্নান (স্নান) প্রত্যক্ষ করেছে, যা এটিকে বিশ্বের বৃহত্তম ধর্মীয় সমাবেশে পরিণত করেছে। প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ ভক্তের আগমনের সাথে সাথে, ভারতীয় রেলপথ তীর্থযাত্রীদের নির্বিঘ্ন পরিবহন পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সমস্ত ভ্রমণকারীদের জন্য একটি মসৃণ অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করার জন্য গত ৩ বছরে মহা কুম্ভ এলাকার জন্য ৫,০০০ কোটি টাকার একটি বিশাল লজিস্টিক প্রচেষ্টা করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, উন্নত রেলওয়ে স্টেশন, ১৩,০০০ এরও বেশি ট্রেন চালানোর জন্য নির্ধারিত সময় এবং উন্নত ভিড় ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা। ভারতীয় রেলপথ কীভাবে এই বৃহ আধ্যাত্মিক প্রদর্শনকে সহজতর করছে তা একবার দেখুনঃ ১. ২০২৫ সালের মহা কুম্ভের জন্য ব্যাপক রেলওয়ে কার্যক্রমনির্বিঘ্ন ভ্রমণের জন্য ট্রেন ডাইভারশন যাত্রী চলাচলকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য সমস্ত পণ্যবাহী ট্রেন ডেডিকেটেড ফ্রেইট করিডোরে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

হিন্দুস্থান ক্লাবের ৮০তম প্রতিষ্ঠা বর্ষ উদযাপন

কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারিঃ হিন্দুস্থান ক্লাব এক ঐতিহাসিক অধ্যায়ের সূচনা করল ফাউন্ডেশন ডে ২০২৫ উদযাপনের মধ্য দিয়ে, যা তাদের ৮০তম প্রতিষ্ঠা বর্ষের সূচনা ঘোষণা করল। এই গৌরবময় মুহূর্তে উপস্থিত ছিলেন শ্রী ফিরহাদ হাকিম, মাননীয় মেয়র, কলকাতা, বিশিষ্ট অতিথি, ক্লাব সদস্য ও সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনন্য অবদান রাখা ব্যক্তিত্বরা। বিশেষ আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে ছিলেন মান্যবর মি. শু ওয়েই, চীনের কনসাল জেনারেল, কলকাতা এবং মি. এম. ভি. কোজলোভ, রাশিয়ার কনসাল জেনারেল, কলকাতা। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় সঞ্চালকের উষ্ণ অভ্যর্থনার মাধ্যমে, যেখানে ক্লাবের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, ক্রীড়া ও সমাজসেবার ঐতিহ্য তুলে ধরা হয়। জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের পর শ্রী ফিরহাদ হাকিম তার ভাষণে ক্লাবের নিরবচ্ছিন্ন নিষ্ঠা, পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও শ্রেষ্ঠত্বের চেতনাকে কুর্নিশ জানান। এই বিশেষ অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে হিন্দুস্থান ক্লাব গর্বের সঙ্গে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের হিন্দুস্থান ক্লাব সম্মান প্রদান করে, যাঁদের অসাধারণ অবদান ক্লাব ও সমাজকে গৌরবান্বিত করেছে।

গুড়াপে লাখ টাকার ব্যাটারি ও সরঞ্জাম আটক, গ্রেফতার ৫

দুরন্ত বার্তা, গুড়াপ, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ শহরের রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল ' গ্যাং'। আর এই ব্যাটারি চোর ধরতে থানায়-থানায় গঠন করা হল বিশেষ টিম। একটি নয়। দু'টি জেলার ন'টি থানায় তেরোটি অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। যা নিয়ে কার্যত ঘুম উড়েছিল পুলিশের। অবশেষে এল সাফল্য। প্রায় পনেরো লাখ টাকার ব্যাটারি ও সরঞ্জাম আটক করল হুগলি গ্রামীণ পুলিশ। বুধবার গুড়াপ থানায় সাংবাদিক বৈঠক করেন হুগলির গ্রামীণ পুলিশের ডিএসপি-ডিএন্ডটি প্রিয়ব্রত বক্সি। ডিএসপি জানান, গত বেশ কয়েকদিন ধরে হুগলি ও পূর্ব বর্ধমানের কয়েকটি থানা এলাকায় মোবাইল ফোনের টাওয়ারের ব্যাটারি চুরির অভিযোগ আসছিল।

অভিযুক্তকে ফাঁসির সাজা ঘোষনা

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ কলকাতার সাত মাসের শিশুকে ধর্ষনে অভিযুক্তকে ফাঁসির সাজা ঘোষনা ব্যাঙ্কশাল কোর্টের। খুশি নির্যাতিত শিশুর মা-বাবা। সাজা দ্রুত কার্যকর হোক চান তারা। হুগলির গুড়াপের পাঁচ বছরের শিশুকে ধর্ষন ও খুনের ঘটনাতেও অভিযুক্ত প্রৌঢ়কে ৫৪ দিনের মাথায় গত ১৭ জানুয়ারী মৃত্যুদন্ড ও দশ লক্ষ টাকা দেওয়ার নির্দেশ দেয় কোর্ট।

Name Change

I, BINA MAJUMDER (NATH SARMA) (OLD NAME), WIFE OF RATAN NATH SHARMA, RESIDING AT HOUSE NO 137, BATEKHA, PURBA KALYANPUR, KHOWAI - 799203, TRIPURA, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BINA MAJUMDER (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/02/2025. THAT BINA MAJUMDER (NATH SARMA) AND BINA MAJUMDER BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

নাম পরিবর্তন

আমি LAYELA BEGAM SA স্বামী MOHAMMAD SAFIK SA, ঠিকানা-গ্রাম- মৃগালা পশ্চিমপা।া, পোষ্ট- মৃগালা,থানা-ডানকুনি, জেলা-হুগলী, পিন-৭১১৩১১। আমার প্রকৃত নাম LAYELA BEGAM SA স্বামী MOHAMMAD SAFIK SA আধার কার্ড ও প্যান কার্ডে রয়েছে কিন্তু আমার ভোটার কার্ডে ভুলবশতঃ LAYELA BEGAM স্বামী MOHAMMAD SAFIK রয়েছে। আমি শ্রীরামপুর কোর্টের ১৮.০২.২০২৫ তারিখের এভিডেভিড দ্বারা LAYELA BEGAM SA স্বামী MOHAMMAD SAFIK SA এবং LAYELA BEGAM স্বামী MOHAMMAD SAFIK এক ও অভিন্ন ব্যাক্তি হিসাবে পরিচিত হলাম।

Name Change

I, Jayanta Naskar S/O Late Nilmoni Naskar, declare that my father said name Anil Naskar (old name)which is wrongly appear in my DL no WB0119870996940, residing at BB-15, Rajdanga Sarat Park, EKTP, P.S.-Kasba, Kolkata- 700107, West Bengal, India, have changed my father name and he shall henceforth be known as Nilmoni Naskar (new name) vide an affidavit sworn before the 1st Class Judicial Magistrate at Alipore on 17/02/2025. Nilmoni Naskar (new name) and Anil Naskar (old name) both are the same and one identical person.

Name Change

I, G Cramer as per DL no WB01 2000 0043219(Old Name) son of Noel Robert Cramer, residing at 6/1, Prasanna Naskar Lane, Tiljala, South 24 Pgs, Pin- 700039, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Gregory Nigel Cramer (New Name) as declared before the 1st Class Judicial Magistrate at Alipore, dated 19/02/2025. Gregory Nigel Cramer (New Name) and G Cramer (Old Name) both are same and identical person.

Change of Name

I, Prodip Mazumdar (Old Name) S/O–Pramath Majumdar resident of Vill-Rupdaha, Po-Nabarupdaha, Ps-Hanskhali, Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741502 do hereby decrale that I have changed my name from Prodip Mazumdar to Prodip Majumdar and hencefort I shall beknown as Prodip Majumdar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 19/02/2025 . My name Prodip Majumdar & Prodip Mazumdar both are same and one identical person.

Change of Name

I, Rekha Devi Jain (Old Name) W/O– Anjoy Jain resident of Vill-Main Road, Po-Dhuliyan, Ps-Samsherganj, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742202 do hereby decrale that I have changed my name from Rekha Devi Jain to Rekha Jain and hencefort I shall be known as Rekha Jain (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 19/02/2025 . My name Rekha Jain & Rekha Devi Jain both are same and one identical person.

Change of Name

I, Ashish Sikdar (Old Name) S/O–Akul Sikdar resident of Vill-Ghugharagachhi, Po-Swarnakhali, Ps-Krishnaganj, Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741506 do hereby decrale that I have changed my name from Ashish Sikdar to Asish Sikdar and hencefort I shall be known as Asish Sikdar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 19/02/2025 . My name Asish Sikdar & Ashish Sikdar both are same and one identical person.

Change of Name

I, Promotha Mazumdar (Old Name) S/O–Pulin Majumdar resident of Vill-Rupdaha, Po-Nabarupdaha, Ps-Hanskhali, Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741502 do hereby decrale that I have changed my name from Promotha Mazumdar to Pramath Majumdar and hencefort I shall be known as Pramath Majumdar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 19/02/2025 . My name Pramath Majumdar & Promotha Mazumdar both are same and one identical person.

Name Change

I, Minati Maity (Old Name) wife of Late Satyendra Nath Maity, residing at Vill.- Bara Bahera, Nabagram, Hooghly, Pin- 712246, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Minati Rani Maity (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 19/02/2025. Minati Rani Maity (New Name) and Minati Maity (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Sanghamitra Maitra Dutta (Old Name) wife of Late Ramkrishna Maitra, residing at 34/N/1, JA. M. N. Bose Lane, P.O.- Konnagar, P.S.- Uttarpara, Dist.- Chandannagar, Pin- 712235, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Sanghamitra Maitra (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 19/02/2025. Sanghamitra Maitra (New Name) and Sanghamitra Maitra Dutta (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Nikhilesh Kumar Ghosh (Old Name) son of Santosh Chandra Ghosh, residing at 23, Matilal Mukherjee Garden Lane, P.O.- Konnagar, P.S.- Uttarpara, Dist.- Chandannagar, Pin- 712235, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Nikhilesh Ghosh (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 19/02/2025. Nikhilesh Ghosh (New Name) and Nikhilesh Kumar Ghosh (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, JAGDIP SINGH AND JAGADIP SINGH DHAWAN,SON OF AVTAR SINGH,RESIDING AT B 29,SAMMILANI PARK,EAST RAJAPUR,PS - SURVEY PARK, KOLKATA - 700075,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JAGDEEP SINGH DHAWAN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/02/2025.THAT JAGDIP SINGH AND JAGADIP SINGH DHAWAN ALSO JAGDEEP SINGH DHAWAN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Vinesh Kumar Vallabha Das Sheth (Old Name) son of Vallabhdas Velji Sheth, residing at 49, Ezra Street, P.S.- Hare Street, Kolkata- 700001, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Vinesh Kumar Sheth (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 19/02/2025. Vinesh Kumar Sheth (New Name) and Vinesh Kumar Vallabha Das Sheth (Old Name) both are same and identical person.

পড়ুন মাসিক সুচিকিৎসা

Name Change

I SURESH CHOWDHURY,S/O LATE BALESWAR CHAUDHURI,R/O UPPER SOMBARAY GORUBATHAN,PO-FAGU KALIMPONG, 735231, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SURESH CHAUDHURI,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/02/2025,THAT SURESH CHOWDHURY AND SURESH CHAUDHURI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Anupta Ghosh Majumder (Old Name) wife of Saumit Ghosh, residing at City Residency, Flat-2A, 9B, Brojendra Lal Ganguly Lane, P.O.- Tollygunge, P.S.- Charu Market, Kolkata- 700033, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Anupta Ghosh (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 19/02/2025. Anupta Ghosh (New Name) and Anupta Ghosh Majumder (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Mohammed Ekram Mallick (Old Name) son of Late Mohammed Musa Mallick, residing at Vill- Amira, P.O.- Ati, P.S.- Dadpur, Dist.- Hooghly, Pin- 712305, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Md Ekram Mallick (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 19/02/2025. Md Ekram Mallick (New Name) and Mohammed Ekram Mallick (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Md Naushad Alam (old name) son of Jahur Hasan, residing at Shekhana (Khurd), Ward-11, Nalanda, Bihar- 803101, have changed my name and shall henceforth be known as Md Naushad (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 19/02/2025. Md Naushad Alam (old name) and Md Naushad (new name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Sagar Ali (old name) son of Azad Ali Sheikh, residing at BL-V, FL-7, 40/1, Tangra Road, Tangra Housing, PO- Tangra, Kolkata- 700015, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Sheikh Sagar Ali (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 18/02/2025. Sagar Ali (old name) and Sheikh Sagar Ali (new name) both are same and one identical person.

Name Change

I, MOJAMMUL MIDDYA S/O ISRAIL MIDDYA Resident of Vill-Saonto, P.O. Bhuenra, P.S. Pursurah, Dist-Hooghly, Pin-712415 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) MOJAMMEL HAQUE MIDDYA, vide an affidavit sworn before the Notary Officer at Arambagh Hooghly on 17/02/2025. MOJAMMEL HAQUE MIDDYA and MOJAMMEL MIDDYA both are same and one identical person.

Name Change

I, Kiron Biswas S/o Kunja Bihari Biswas Residing at Apurba Nagar, Natagar, Bilkanda(CT), District - 24 Pgs(N), Pin - 700113 West Bengal India shall henceforth be known as Kiran Biswas. I declare that Kiron Biswas and Kiran Biswas is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary public,Kolkata on 11-02-2025

Name Change

I, MD MANUAR HOSSAIN (Old Name) S/o- ANARUL ISLAM, Residing at, Vill- Kantanagar, Post - Kantanagar, Ps- Bhagwangola, Dist- Murshidabad, Pin- 742135, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MD MANUAR HOSSAIN To MD MANUYAR HOSSAIN (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MD MANUYAR HOSSAIN in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 10 Feb 2025, MD MANUYAR HOSSAIN and MD MANUAR HOSSAIN both are Same and one identical person.

Name Change

I, MD ANARUL ISLAM (Old Name) S/o- ABDUL GOFUR SK, Residing at, Vill- Kantanagar, Post - Kantanagar, Ps- Bhagwangola, Dist- Murshidabad, Pin- 742135, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MD ANARUL ISLAM To ANARUL ISLAM (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) ANARUL ISLAM in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 10 Feb 2025, ANARUL ISLAM and MD ANARUL ISLAM both are Same and one identical person.

Name Change

I, Md Mujibar Ali Dhabak S/o Idel Bari Dhabak Residing at Vill - Daulia, P.o - Talukhuda, P.s - Chapra, District - Nadia, Pin - 741123 West Bengal India shall henceforth be known as Mujibar Ali Dhabak. I declare that Md Mujibar Ali Dhabak and Mujibar Ali Dhabak is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary public,Kolkata on 19-02-2025.

Name Change

I, SOURABH SARKAR S/O ANANDA MOHAN SARKAR Residing at MB-231, Ananda Bhavan, Mahisbathan, P.O.-Krishnapur, P.S.-Bidhannagar E.C., District - North 24 Parganas, Pin - 700102, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as SOURABH J SARKAR (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India at Kolkata vide affidavit Dated 19-02-2025. SOURABH SARKAR (Old Name) and SOURABH J SARKAR (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, REENA J SARKAR and REENA SARKAR W/O SOURABH J SARKAR Residing at MB-231, Ananda Bhavan, Mahisbathan, P.O.-Krishnapur, P.S.-Bidhannagar E.C., District - North 24 Parganas, Pin - 700102, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as REENA JIANDANI SARKAR (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India at Kolkata vide affidavit Dated 19-02-2025. REENA J SARKAR and REENA SARKAR (Old Name) and REENA JIANDANI SARKAR (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, SOHANA SARKAR D/O SOURABH J SARKAR Residing at MB-231, Ananda Bhavan, Mahisbathan, P.O.-Krishnapur, P.S.-Bidhannagar E.C., District - North 24 Parganas, Pin - 700102, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as SOHANA J SARKAR (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India at Kolkata vide affidavit Dated 19-02-2025. SOHANA SARKAR (Old Name) and SOHANA J SARKAR (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, SUBHASH CHAKRABARTI S/O SURANATH CHAKRABARTI Residing at 75/1, Roy Bahadur Road, P.O.& P.S.-Behala, District - Kolkata, Pin - 700034, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as SUBHASH CHANDRA CHAKRABARTI (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India at Kolkata vide affidavit Dated 19-02-2025. SUBHASH CHAKRABARTI (Old Name) and SUBHASH CHANDRA CHAKRABARTI (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, EAR ALI LASKAR S/O BINOD ALI LASKAR Residing at Paschim Boalia Rajpur Sonarpur, P.O.-Garia, District - South 24 Parganas, Pin - 700084, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as IYAR ALI LASKAR (New Name) as declared before the 1st Class Judicial Magistrate at Alipore vide affidavit no 8753 Dated 31-01-2024. EAR ALI LASKAR (Old Name) and IYAR ALI LASKAR (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Shrimonta Das S/o Late Dhirendranath Das Residing at Vill - Rajnagar, P.o - Rajnagar Biswambhar, P.s - Namkhana, District - 24 Pgs(S), Pin- 743357 West Bengal India shall henceforth be known as Shrimanta Das. I declare that Shrimonta Das and Shrimanta Das is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 19-02-2025.

Name Change

I, Md Shoaib Ansari S/o Md Qaiyyum Ansari Residing at 70, Ripon Street, P.o+P.s - Park Street, District - Kolkata, Pin- 700016 West Bengal India shall henceforth be known as Shoaib Ansari. I declare that Md Shoaib Ansari and Shoaib Ansari is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 19-02-2025.

Name Change

I, Gouranga Chandra Mondal S/o Late Jagabandhu Mondal Residing at Vill - Santeswarpur, P.o - Mirgoda, P.s - Ramnagar, District - East Medinipur, Pin- 721446 West Bengal India shall henceforth be known as Gouranga Mondal. I declare that Gouranga Chandra Mondal and Gouranga Mondal is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 19-02-2025.

Name Change

I, Firoza Shabnam Hussain W/o Md Ashfaque Hussain Residing at Plot No-CA/13, KSTP-H, Adda Colony Asansol, P.s - Asansol North, District - Paschim Bardhaman, Pin- 713302 West Bengal India shall henceforth be known as Firoza Shabnam. I declare that Firoza Shabnam Hussain and Firoza Shabnam is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 19-02-2025.

Name Change

I, Khkashan Parween W/o Md Naushad Alam Residing at Naim Mansion 17/1, 66 Hafiz Manzil Lane Hutton Road Near Masjid Asansol, P.s - Asansol South, District - Paschim Bardhaman, Pin- 713301 West Bengal India shall henceforth be known as Kahkasha Parween. I declare that Khkashan Parween and Kahkasha Parween is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 19-02-2025.

বেহাল রাস্তার কারণে গরুমারা অভয়ারণ্যর ভেতর ধুঁকছে মৌচুকি পর্যটন কেন্দ্র

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ রাস্তার রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ধীরে ধীরে প্রাণ হারাচ্ছে জঙ্গল। পাহাড়ের কোলে অবস্থিত গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের অধীনে থাকা মৌচুকি পর্যটন কেন্দ্র। দীর্ঘদিন ধরে সংস্কার করা হচ্ছে না এই পর্যটন কেন্দ্রে যাতায়াতের জন্য ব্যবহৃত প্রায় তিন কিলোমিটার রাস্তা। এর ফলে পর্যটকরা খুব বেশি আসতেও চাইছেন না এখানে। জলপাইগুড়ি জেলার চালসা, মেটেলি ও সামসিং হয়ে যেতে হয় সুনতালিখোলা। সেখান থেকে কয়েক কিলোমিটার এবড়ো খেবড়ো রাস্তায় পৌঁছাতে হয় মৌচুকি কটেজে। পাহাড়ের কোলে অবস্থিত এই পর্যটন কেন্দ্রে রয়েছে বনদপ্তরের ঝা চকচকে কটেজ। সম্পূর্ণ সোলার সিস্টেমের মধ্যে এই কটেজ। এখানে থাকার আনন্দ একেবারেই অন্যরকম। জঙ্গল ও পাহাড়ের কোলে অবস্থিত এই এলাকায় বেশ কয়েকটি সুন্দর সুন্দর কটেজ রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে পর্যটকদের মন কেড়ে নেওয়ার মত খুবই মনোরম পরিবেশ। এই কটেজগুলো পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে জলপাইগুড়ি গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগ। সরকারি এই কটেজে খুব কম খরচে রাত্রি যাপন করতে পারেন পর্যটকেরা। থাকা ও খাওয়ার সুবন্দোবস্ত রয়েছে এখানে। এই এলাকার রাস্তা সংস্কার হলে অনেক বেশি পর্যটক আসতে পারে বলে আশা প্রকাশ করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয় এক গাড়ি চালক বলেন, এখানে একবার মুখ্যমন্ত্রীও এসেছিলেন। কিন্তু বেহাল রাস্তার জন্য এখন পর্যটকরা খুব বেশি আসতে চাইছেন না। এই বিষয়ে গরুমারা ওয়াইল্ডলাইফ ডিভিশনের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন বলেন এখানে বর্তমানে পরিবেশবান্ধব কটেজ তৈরি রয়েছে। স্থানীয় ভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে রাস্তাটা চলাচলের যোগ্য করা যায়।

শিশুদের প্রকৃত মানুষ করতে একক প্রচেষ্টায় বিদ্যালয় স্থাপন

অভিজিত হাজরা, হাওড়া, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ দেহরূপ শিশু শিক্ষা মন্দির বিদ্যালয়ের বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হল। এই বিদ্যালয় স্থাপন প্রসঙ্গে জানা যায়, পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরা থানার অন্তর্গত বাঁশদা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন অমল দাস। তাঁর পিতার নাম নগীগোপাল দাস। শৈশব থেকেই অমল দাস অভিনয়, ছবি আঁকা, গান গাওয়া,গল্প পরিবর্তন করা ইত্যাদি নানান প্রকার প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি বলেন, আমার মতো ধনবান কেউ নেই। অর্থাৎ প্রতিভাকেই তিনি তাঁর জীবনের অর্থ মনে করেন। সরস্বতী পূজার সময় তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধুনুচি নাচ করতেন প্রতিমার সামনে। অমল দাসের বয়স যখন ৪৫ কি ৪৭ বছর তখন তিনি একদিন ভোরে স্বপ্ন দেখেন গ্রামে স্কুল গড়ার। নানান ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়। ১১৯৭ সালে তিনি একটি পুত্র সন্তানের পিতা হন। অমল দাস কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত হন। তিনি তাঁর গুরুদেব কে ১৯৯৭ সালে তাঁর স্বপ্নে দেখার কথা বলেন। গুরুদেব তা শুনে বলেন, তুই মানুষ চাষ কর। অর্থাৎ প্রকৃত শিক্ষায় শিশুদের শিক্ষিত করে তোল। প্রথমে অমল দাস টিউশনি শুরু করেন। পরে বাবা - মার সহযোগিতায় - অনুপ্রেরণায় স্কুল তৈরির কাজ শুরু করেন। একটি খড়ের চালা ঘরে মাত্র তিন বছরের এক শিশু কে নিয়ে বিদ্যালয় শুরু করেন। এক দিন ছোট্ট শিশুটি মলত্যাগ করলে তিনি শিশুটিকে নিজ হাতে সন্তান স্নেহে শৌচ করে দেন। ওনার এই আন্তরিকতা ও মানবিকতার কথা লোকমুখে প্রচার হয়। ওনার গুরুদেব এই ঘটনার কথা শুনে বলেন, এভাবে তুমি যদি অন্যের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত কর, তবে তুমি একজন আদর্শ মানুষ হয়ে সমাজে আদর্শ মানুষ উপহার দেবে। এই ঘটনার পর আস্তে আস্তে বিদ্যালয়ের ছাত্র -ছাত্রীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। ২০০১ সালে স্কুল ঘর বড় করতে হয়। যেহেতু বিদ্যালয়টি প্রত্যন্ত গ্রামে এবং আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বেশি ছিল সেই কারণেই বিদ্যালয়ের ছাত্র -ছাত্রীদের বেতন বেশি করেন নি। মাত্র ৭০ - ৮০ টাকা বেতন নিয়ে চালাতে থাকলেন বিদ্যালয়টি। ২০১৩ সালে ছাত্র -ছাত্রীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১৫২ জন। তারপর মহামারী কোভিড ও লকডাউনে বড় ধাক্কা খান অমল দাস। তারপর বিদ্যালয় চালু হল ২০ জন ছাত্র - ছাত্রী কে নিয়ে। অমল দাস ১০ জন ছাত্র -ছাত্রীর জন্য ১ জন শিক্ষক- শিক্ষিকা দিয়ে পড়াশোনা চালু করেছিলেন। বর্তমানে সেই নিয়মই বলবৎ আছে। আর্থিক সংকটের কারণে তিনি বিদ্যালয়ের গৃহ নির্মাণ করতে পারেন নি। বিদ্যালয়ের ২৫ বছর পদার্পণে একই চিত্র বর্তমান। অমল দাস সর্বশিক্ষা বিভাগে প্রতি বছর ইউ, ডি,আই,এস,ই পূরণ করেন। স্কুলের কোড নং ও আছে। কিন্তু বিদ্যালয়টি কোনো রূপ সরকারি সহায়তা পায়নি। অমল দাসের স্ত্রী কৃষ্ণা দাস সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নার্স ছিলেন। বিদ্যালয় নির্মাণের জন্য তিনি স্বামী অমল দাসের স্বপ্ন পূরণের জন্য এগিয়ে এসে আর্থিক সহযোগিতা করেন। অমল দাস এমন গরীব দরদী সহৃদয় মানুষ ছিলেন, ওনার আর্থিক দুরবস্থা থাকা সত্ত্বেও কোনো গরীব পরিবারের কেহ তাদের সন্তান - সন্ততিকে পড়ানোর ইচ্ছা প্রকাশ করে আর্থিক দুরাবস্থার কথা বললে তিনি তা শুনে তৎক্ষণাৎ সেই ছাত্র -ছাত্রী কে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিদ্যালয়ে ভর্তি ও বিনামূল্যে পড়ার সুযোগ করে দেন।

অমল দাস কে প্রশ্ন করা হয়, বিদ্যালয়ের নাম দেহরূপ শিশু শিক্ষা মন্দির নাম করণ কেন? তিনি বলেন, দেহ হবে রূপবান, যখন হবে শিক্ষাদান তাই তো আমার এরূপ নাম । একজন মানুষকে মানুষ হতে তবেই বলা যাবে, যখন তার মধ্যে প্রকৃত শিক্ষা থাকবে। থাকবে মানবিক - সামাজিক মূল্যবোধ, থাকবে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মানসিকতা, সুস্থ -সামাজ গঠনের প্রচেষ্টা। প্রতিটি ছাত্র -ছাত্রী হোক আদর্শবান ও ভীত হোক মজবুত। নৈতিক চরিত্র হবে অসাধারণ। অমল দাস কে প্রশ্ন করা হয় - বিদ্যালয় চালানোর জন্য কোনো সরকারি সাহায্য পান না, ছাত্র - ছাত্রীদের অধিকাংশকেই বিনামূল্যে পাঠদান করছেন, এই অবস্থায় শিক্ষক- শিক্ষিকা দশ জন ছাত্র -ছাত্রীর জন্য একজন শিক্ষক- শিক্ষিকা আছে, আছে অশিক্ষক কর্মচারী তাদের মাসিক সাম্মানিক দিয়ে আপনার তো কিছুই থাকে না। তাহলে আপনার চলবে কি করে? তিনি বলেন, আমার অর্থের কোনো প্রয়োজন নেই। শুধু বেঁচে থাকার জন্য যতটা প্রয়োজন তাতেই চলবে। আর সেটা আমি পারিবারিক ভাবেই পেয়ে থাকি। মৃত্যুর পর ঈশ্বরকে বলতে পারবো যে, আমি অন্যের কথা ভেবেই কর্ম করে গেলাম সারাজীবন। বিচার করার ভার তোমার। বিদ্যালয়ের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডেবরা ব্লকের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠান ডালিতে ছিল যেমন খুশি সাজো প্রতিযোগিতা,গান, আবৃত্তি, নৃত্য, আলোচনা চক্র। সুমিত চক্রবর্তীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠান প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। বিদ্যালয়ের শিক্ষক - শিক্ষিকাদের পড়াশোনার পদ্ধতি, আন্তরিকতা - মানসিকতা, অশিক্ষক কর্মচারীদের সহযোগিতা, মানসিকতা, ভালোবাসা এবং ছাত্র -ছাত্রীদের পড়াশোনার পাশাপাশি তাদের মানসিক - সামাজিক মূল্যবোধের শিক্ষা দেওয়া, পুঁথিগত বিদ্যা ছাড়াও ছাত্র-ছাত্রীদের নানান বিষয়ে পারদর্শী করে গড়ে তোলার জন্য উপস্থিত অভিভাবক - অভিভাবিকাবৃন্দ উপস্থিত গ্রামবাসীবৃন্দ বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সদস্য - সদস্যা, ও শিক্ষক - শিক্ষিকা, অশিক্ষক কর্মচারীদের উচ্চ প্রশংসা করেন।

তীব্র জল সংকটে ভুগছেন কালনার ঝিকরা সহ বেশ কয়েকটি গ্রামের বাসিন্দারা

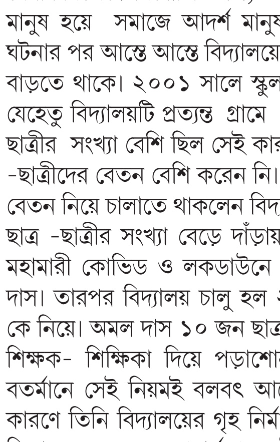

দুরন্ত বার্তা, কালনা, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ গরম পড়তে না পড়তেই তীব্র জল সংকটে ভুগছেন কালনার ঝিকরা সহ বেশ কয়েকটি গ্রামের কয়েক হাজার মানুষ। গ্রামে দুই এক জনের বাড়িতে সাবমারসিবল মিনি থাকায় তাঁদের বাড়িতে খুব আকুতি বিনতি করে জল চেয়ে আনতে হয়, না পেলে পুকুরের জল খেয়ে দিন কাটাচ্ছেন বহু মানুষ। পঞ্চায়েতকে জানিয়েও কোনো ফল পাননি কেউ, দ্রুত সমস্যা মেটানো হবে দাবি পঞ্চায়েত উপ প্রধানের। কয়েক মাস আগে বাড়িতে জলের কল বসানো হয়েছিল পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে, জল পেতে শুরু করেছিলেন কালনা ২ ব্লকের অকালপৌষ গ্রাম পঞ্চায়েতের আগ্রাদহ, ঝিকরা, বাজিতপুর সহ কয়েকটি গ্রামের মানুষরা। হঠাৎ বাড়ির পানীয় জলের কলের কানেকশন কেটে মাটির তলায় পাইপ পেতে নতুন করে জল দেওয়ার জন্যে কাজ শুরু করেন PHE, তার জন্যে গ্রামে বসানো হয়েছে আড়াই লক্ষ লিটারের জলের ট্যাংক। কোনো এক অজানা কারণে এই কাজ বন্ধ হয়ে যায় তার ফলে প্রায় দেড় থেকে দুই মাস ধরে খাবারের পানীয় জল গ্রামে পৌঁছানো বন্ধ হয়ে যায়, চরম জল সংকট শুরু হয়ে যায়। এই বিষয়ে পঞ্চায়েতকে বার বার জানিয়েও কোনো সুরাহা পাননি অসহায় গ্রামবাসিরা, তার ফলে বেজায় ক্ষুব্ধ তাঁরা। তিনটি টিউবয়েল এর মধ্যে দুইটি খারাপ একটি তে জল পাওয়া যাচ্ছে সেই জল খাবার তেমন যোগ্য নয়, জলের প্রজনীয়তা মেটাতে ভীষণ ভাবে আকুতি মিনতি করে গ্রামের দুই একটি বাড়িতে মিনি থেকে জল আনতে হচ্ছে গ্রামের মহিলাদের। জল না পেয়ে বাধ্য হয়ে পুকুরের জল খাওয়া ও রান্নার কাজে লাগাছেন অনেকেই, এ বিষয়ে আজ বুধবার বিডিও বর্ধমানের মিটিং থাকায় অফিসে অনুপস্থিত ছিলেন জয়েন্ট বিডিও অরুনাভ চৌধুরীকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি প্রথমত ক্যামেরার সামনে কিছু বলতে অস্বীকার করেন। শুধু তাই নয় বলেন এই বিষয়ে আমার তেমন কিছু জানা নেই জেনে বলতে হবে।

ঝাড়খণ্ড থেকে উদ্ধার তারাপীঠের গাড়ি

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ দুদিনের মধ্যে ছিনতাই হওয়া গাড়ি ফিরিয়ে দিলো বীরভূমের রামপুরহাট থানার পুলিশ। ঝাড়খণ্ড থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ছিনতাই হওয়া গাড়িটি। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। জানা গেছে, সোমবার সকালে ঝাড়খণ্ডের দেওঘর যাওয়ার জন্য তারাপীঠ থেকে একটি সুইপ ডিজাইয়ার গাড়ি ভাড়া করেন তিন যুবক। দুপুরের দিকে বাসুকিনাথ এলাকায় আরও এক যুবক গাড়িতে ওঠেন। গাড়ির চালক রামপুরহাট বগটুই গ্রামের বাসিন্দা ফারহাদ শেখ জানান, দেওঘর ঢোকার আগে যাত্রীরা গাড়িটি অন্য রাস্তা দিয়ে যাওয়ার জন্য বলেন। এরপরেই জামুই জেলার ফতেপুর থানার একটি জঙ্গলের কাছে তারা মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে পাহাড়ের মধ্যে গাড়ি থেকে নামিয়ে দেয়। তারা মুখে গ্যাস দিয়ে অচেতন করে দেয়। ফারহাদ বলেন, আধঘণ্টা পর জ্ঞান ফিরলে নিজেই পাহাড় থেকে নিচে নেমে এসে পুলিশকে জানাই। কিন্তু পুলিশ কোনরকম সাহায্য করেনি। তারপর জসিডি গিয়ে সেখান থেকে গাড়ির মালিক এবং গ্রামে ফোন করি। গভীর রাতে গ্রামের লোকজন আমাকে ঝাড়খণ্ড থেকে উদ্ধার করে রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে। মঙ্গলবার সকালে গাড়ি মালিকের ছেলে কৌশিক সাহাকে সঙ্গে নিয়ে রামপুরহাট থানায় গিয়ে অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগ পেয়ে তদন্তে নামে রামপুরহাট থানার পুলিশ। বুধবার সকালে ঝাড়খণ্ডের ফতেপুর থেকে গাড়িটি উদ্ধার করে।

হোমস্টে গুলিকে নিয়ে নতুন ভাবে ভাবছে রাজ্য সরকার রাজ বাসু

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ এবার আর বেশি দিন অপেক্ষা করতে হবে না। উত্তরবঙ্গের হোমস্টেগুলিকে নিয়ে নতুন চিন্তা ভাবনা করছে রাজ্য সরকার। রাজ্য সরকার জানিয়েছে তারা দেখেছে উত্তরবঙ্গের হোমস্টে গুলি বর্তমানে প্রচন্ড জনপ্রিয়, সবচাইতে বড় কথা হোমস্টে গুলিকে দিয়ে কর্মসংস্থান হচ্ছে। শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা কর্মসংস্থান এর সুযোগ পেয়ে বাইরে যাচ্ছেন না। এর ফলে উপকৃত হচ্ছে উত্তরবঙ্গ। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় থাকা হোমস্টে গুলি কে আরো উন্নত করবার চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। পর্যটকরা যাতে এই সব জায়গায় আসতে, কোন সমস্যার মধ্যে না পড়েন সেগুলো খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বিশেষ করে মাদারিহাট, গরুমারা এবং জলদাপাড়ায় যে যে হোমস্টে এগুলি আছে সেগুলোকে আরো উন্নত মানের করার চেষ্টা করা হবে। শিলিগুড়ি উত্তরবঙ্গ এর মধ্য অন্যতম কেন্দ্রিক শহর, সাধারণত পর্যটকরা চিন্তাভাবনা করেন শিলিগুড়িতে এসে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে যাওয়া, যার যেখানে যেতে পছন্দ, আর এরই মধ্য যে যে হোমস্টে গুলি ভালো

জায়গায় আছে সেগুলিকে বাদ দিয়ে নতুন হোমস্টে গুলিকে আধুনিকীকরণের চেষ্টা করতে রাজ্য সরকার। এই কথাগুলি জানান উত্তরবঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের পর্যটনের অন্যতম কর্ণধার শ্রী রাজ বসু। তিনি আরো জানান ২০২৫ - ২০২৬ এ উত্তরবঙ্গে আরও অতিথি নিবাস তৈরি হবে। যার ফলে উপকৃত হবেন পর্যটক এবং স্থানীয় মানুষ সকলে। একদিন এমন সময় আসবে, উত্তরবঙ্গ সারা বিশ্বের মানচিত্রে চিহ্নিত হবে, পর্যটনের অন্যতম বড় শহর হিসাবে জানিয়ে দিলেন রাজ বসু।

দুর্ঘটনার কবলে যাত্রী বোঝাই টোটো, আহত একাধিক

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রী বোঝাই টোটো দুর্ঘটনার কবলে। আহত বেশ কয়েকজন। জলপাইগুড়ি নেতাজিপাড়া সংলগ্ন এলাকার ঘটনা। প্রচুর ব্যাগ সহ সাতজনকে নিয়ে টোটো চালক যাচ্ছিলেন। এই ওভারলোডের জন্যই টোটোর সকার ভেঙ্গে যায়। তার পর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাসের দেওয়ালে ধাক্কা মারে। এতেই আহত হয় কয়েকজন। আসাম থেকে ট্রেন থেকে নেমে জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে যাত্রীরা টোটো তে চাপে জলপাইগুড়ি কচুয়া বোয়ালমারীর উদ্দেশ্যে রওনা হন। এরপরই চলন্ত অবস্থায় টোটো নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সকার ভেঙ্গে দেওয়ালে ধাক্কা মারলে কয়েকদিন আহত হলেও বড়সড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পায়। ঘটনাস্থলে স্থানীয়রা ছুটে এসে উদ্ধার কাজে হাত লাগায়।

৮ ঘণ্টার ম্যারাথন তল্লাশি, গভীর রাতে জাকিরের বাড়ি থেকে বেরোলেন তদন্তকারীরা

দুরন্ত বার্তা, বহরমপুর, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ দীর্ঘ ৮ ঘণ্টা ধরে ম্যারাথন তল্লাশির পর মঙ্গলবার গভীর রাতে তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক জাকির হোসেনের বাড়ি ও বিড়ি কারখানার অফিস থেকে বেরিয়ে যান তদন্তকারী অফিসাররা। তদন্ত শেষে অফিসাররা বেরিয়ে যেতেই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার উপর ক্ষোভপ্রকাশ করেন তৃণমূল বিধায়ক। তিনি বলেন, 'আইন মেনেই ব্যবসা করি। ৩০ হাজার শ্রমিকের রুজি রোজগারের ব্যাপার রয়েছে। এইভাবে হেনস্থা না করে নোটিস দিয়ে ডাকা হোক। তবে অফিসারদের ধন্যবাদ দেব, তাদের কাজ তারা করেছেন। আশা করি তারা ভালো রিপোর্ট দেবেন। এতগুলো মানুষের রুটি রুজির ব্যাপার। এইভাবে হানা দিয়ে মানুষকে আতঙ্কিত না করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা নোটিস দিয়ে ডাকলে ভালো হয়।' উল্লেখ্য, মঙ্গলবার বিকেলে জঙ্গিপুরের তৃণমূল বিধায়ক জাকির হোসেনের সূতির ওরঙ্গাবাদের বাড়ি ও বিড়ি কারখানায় হানা দেয় ইনকাম ট্যাক্স ও সেন্ট্রাল জিএসটির আধিকারিকরা। বেশ কয়েকটি গাড়িতে করে আধিকারিকরা এসেছিলেন। তাঁরা বাড়িতে ঢোকার আগেই কেন্দ্রীয় বাহিনী গোটা বাড়ি ও কারখানা ঘিরে ফেলে। তবে এই প্রথম নয়, ২০২৩ সালের জানুয়ারি মাসেও আয়কর দফতর জাকিরের বাড়িতে হানা দিয়েছিল। সেবার বাড়ি থেকে বেশ কিছু টাকা উদ্ধার হয়েছিল।

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানে যুক্ত হয়েছে আরও তিনটি ব্লক

কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ পশ্চিম মেদিনীপুরের আরও তিনটি ব্লক , চন্দ্রকোনা ১ ও ২ এবং কেশপুর ব্লককে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানে যুক্ত হয়েছে। বিধানসভায় বুধবার সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া একথা জানিয়েছেন। তিনি জানান, ঘাটাল পুরসভা, ঘাটাল গ্রামীণ, দাসপুর ১ ও ২, ডেবরা, পাঁশকুড়া পশ্চিম, তমলুক-১, পাঁশকুড়া পুরসভা আগেই মাস্টার প্ল্যানের অংশ ছিল। এ বার আরও তিনটি ব্লককে যুক্ত করা হল। তবে ষড়যন্ত্র করে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপাযণের কাজ ভেস্তে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে বলে সেচমন্ত্রী অভিযোগ করেন। তবে তিনি স্পষ্ট ভাবে জানিয়েছেন, মাস্টার প্ল্যানের কাজ হবেই, কেউ আটকাতে পারবে না। যারা মিছিল করছে, তারা মিছিল করতেই পারে। প্রসঙ্গত, রাজ্য বাজেটে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের জন্য ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে রাজ্য সরকার। এর পরেই প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যদি জমি প্রয়োজন হয়, তা হলে বাজারমূল্যের থেকে বেশি দামে জমি কিনে নেওয়া হবে। তা সত্ত্বেও ওই প্রকল্পের খাল খনন সহ কিছু বিষয় নিয়ে আপত্তি জানিয়ে স্থানীযদের একাংশ বিক্ষোভে নেমেছে। এমত অবস্থায় ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়নে স্থানীয় বাসিন্দাদের বোঝাতে কমিটি গঠন করেছে রাজ্য সরকার। ছাপানো হচ্ছে মাস্টার প্ল্যানের সুবিধার লিফলেটও। গ্রাম থেকে শহর বাড়ি বাড়ি লিফলেট নিয়ে গিয়ে কমিটির সদস্যরা তাঁদের বুঝিয়ে সুজিয়ে প্রকল্পের জন্য রাজি করাবেন।

হুগলিতে এক টাকা কিলো টম্যাটো, তোলার খরচ উঠছে না

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ এক কিলো টম্যাটোর দাম এক টাকা। মাঠ থেকে টম্যাটো তোলার খরচ উঠছে না। তাই জমিতেই শুকিয়ে নষ্ট হচ্ছে। চাষিরা বলছেন, গাছ কেটে ফেলতে হবে। অসময়ে চাষের পরামর্শ দিল উদ্যান পালন দফতর। হুগলি জেলায় টম্যাটো চাষ হয় ১৪ হাজার ১১ হেক্টর জমিতে। টম্যাটো উৎপাদন হয় প্রায় পঁচিশ হাজার মেট্রিক টন। বলাগড়, পাণ্ডুয়া, পোলবা - দাদপুর,চণ্ডীতলা-সহ জেলার বিভিন্ন ব্লকে এখন ফলন্ত টম্যাটো গাছে ভর্তি। হুগলির টম্যাটো বাইরের রাজ্যেও যায়। তবে এখন সেই টম্যাটো যাচ্ছে না বলে জানান ব্যবসায়ীরা। চাষিদের মতে, এক বিঘা টম্যাটো চাষ করতে পঁচিশ হাজার টাকা খরচ হয়। অথচ টম্যাটো বিক্রি করে দশ হাজার টাকাও উঠছে না। বর্তমানে যা অবস্থা, জমিতে ফলন্ত গাছ শুকিয়ে যাচ্ছে। কারণ টম্যাটো তুলে বাজারে নিয়ে যাওয়ার খরচ উঠছে না। টম্যাটোর মতো হাইব্রিড শশা ২ টাকা কিলো, সিম, মটরশুঁটি, লাউ -সব সব্জির পাইকারি দাম এতটাই কম, চাষির চাষের খরচ উঠছে না। এবারে শীতকালীন সব্জি চাষের জন্য ভাল আবহাওয়া ছিল। ঝড়বৃষ্টিতে ক্ষতি হয়নি। যার ফলে উৎপাদন বেশি হয়েছে। জেলা উদ্যান পালন দফতরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর শুভদীপ নাথ বলেন, যাঁরা সবজি চাষ করেন সারা বছর, তাঁদের অসময়ের চাষে উৎসাহী করা হচ্ছে। এছাড়া পলি হাউস তৈরি করে চাষ করার কথা বলা হচ্ছে। এই পলি হাউসে ভর্তুকি দেওয়া হচ্ছে ৫০ শতাংশ। দু'রকম পদ্ধতিতে আমরা কৃষকদের বিষয়টা বোঝানোর চেষ্টা করছি। খোলা মাঠে চাষ এবং আচ্ছাদনের মধ্যে চাষ। যাতে অসময়ে চেষ্টা করে কৃষক ফসলের উপযুক্ত মূল্য পান। পাশাপাশি যাঁরা সফলভাবে চাষ করছেন, সেখানে নিযেয় গিয়ে কৃষকদের হাতেকলমে বিষয়টা দেখানো। তিনি আরও বলেন, আগামী ২০ থেকে ২২ ফেব্রুয়ারি নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে হর্টি ফুট ফেস্টিবল হবে। সেখানে আমরা হুগলি জেলা থেকে আড়াইশো চাষিকে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছি। সেখানে অসময়ের চাষ সম্পর্কে আলোচনা হবে। সেটা যাতে কৃষকরা জানতে পারেন, তার জন্য এই চেষ্টা। আলুর ক্ষেত্রে অনেক সময় তাই দেখা যাচ্ছে প্রয়োজনের তুলনায় বেশি চাষ করা হয়ে যাচ্ছে। যার ফলে কৃষক অনেক সময় দাম পাচ্ছেন না। আমরা বলছি আলু চাষের জমির পরিমাণ কিছুটা কমিয়ে মজুদ করা যাবে এরকম কিছু ফসল চাষ করতে। যেমন হাইব্রিড গাজর খুব লাভজনক চাষ। যেটা আলুর সঙ্গে সঙ্গে উঠবে এবং পুজোর সময় বিক্রি করা যাবে। এটা আলুর থেকে তিনগুণ বেশি দামে বিক্রি হবে। আমরা কৃষকদের বলছি, যেকোনও ফসল চাষের ক্ষেত্রে আগাম চাষের চেষ্টা করুন, আর না হয় সিজনের শেষের দিকে চাষ করুন। রাজ্যের মধ্যে একমাত্র হুগলি জেলার কৃষি খামারে সবজি উৎকর্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। সেখানে কৃষকরা গাছের চারা যেমন সংগ্রহ করতে পারেন, পাশাপাশি তাদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণও দেওয়া হয় বলে তিনি জানান।

Office of the Pradhan, Haturia-II Gram Panchayat
Under Bagnan-I Development Block, Dist.:- Howrah
Has invited E-tender Notice. List of Tender Notice:- 1) **NIT No:-WB/HZP/BAG-I/HAT-II/NIT-071/15 th CFC(Untied)/2024-25** Sl. No:-01 & 02, Dated:-19/02/2025, Bid submission date:- **20/02/2025 at 10:30 AM** and End of Bid Submission:- **26/02/2025 at 03:00 PM.** Date of Opening Technical Bid:- **28/02/2025** And The Details tender notice along with Tender Documents and others Forms is available at **http://wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Haturia-II Gram Panchayat

Office of the Pradhan
Ghonga Gram Panchayat
PURULIA-II PANCHAYAT SAMITY
Vill-Chargali, PO-Sihali, PS-Purulia(MFS), Dist-Purulia(WB), Pin-723149
NOTICE INVITING E-TENDER No. GGP/PRLII/NIT(e)-05/2024-25
E-Tender is invited by the Prodhan, Ghonga Gram Panchayat from the experienced and resourceful bidders for execution of the total 8 (Eight) nos. similar nature of works. Work completion period: 15 Days. Last date of submission of Bid(online) **27.02.2025 at 02:00 PM.** Date of opening of Technical Proposal (online) **03.03.2025 at 10.30 PM**. For details please visit office of the undersigned or visit website **https://wbtender.gov.in**
Sd/- Pradhan
Ghonga Gram Panchayat

OFFICE OF THE DAHAPARA GRAM PANCHAYAT UNDER MURSHIDABAD-JIAGANJ DEV BLOCK PIRTALA, MURSHIDABAD, PIN-74302
e-mail: dahaparagp@gmail.com
NOTICE INVITING e-Tender
e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender (NIeT) No: 16/DGP/5TH SFC/2024-25, 17/DGP/15TH FC/2024-25 & 18/DGP/15TH FC/2024-25 Dated: 18-02-2025 The last date for online submission of tender **25-02-2025 up to 11:00 Hours**. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Mira Roy
(Prodhan, Dahapara GP)

সাধারন আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শর্মিলা বিবি, স্বামী- মিনারুল সেখ, সাং- ভবানীপুরকুঠী, পোঃ- কলাবাগ, থানা- রঘুনাথগঞ্জ, মহকুমা - জঙ্গীপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন নং- ৭৪২২১৩, মৌজা- বাসুদেবপুর, জে.এল নং- ০৯৫, নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তির এল.আর. দাগ নং- ১১০৪, এল.আর. খতিয়ান নং- ৪৮৬, ৫৪৮ / ৫, মোট পরিমান ২ শতক বিক্রয় মাত্র, রকম আউশ, শ্রেনীভুক্ত সম্পত্তি ১) গন্ধেশ্বরী মন্ডল, স্বামী- স্বর্গীয় তুফানী মন্ডল, ২) সুজিত মন্ডল, পিতা- স্বর্গীয় তুফানী মন্ডল, এদের পক্ষে তাঁহার মৃত্যান্তে ওয়ারীশ সূত্রে প্রাপ্ত হইয়া গত ইং- ১২।০৯।২০১৭ তারিখে জঙ্গীপুর এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত Book IV - 324 নং সাধারণ আমমোক্তারনামা দলিল মূলে নিযুক্তীয় আমমোক্তার মফিজুল ইসলাম, পিতা- মৃত নুর ইসলাম, উক্ত সম্পত্তির রেকর্ড হওয়ার আগে বা কোন Dispute থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ার পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L & L.R.O. Raghunathganj-1 অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

OFFICE OF THE PUSTI GRAM PANCHAYAT
P.O: PUSTI, DIST: PURULIA, W.B., PIN: 723212
NITe No.- WB.PGP.NITe-05/2024-25
The Pradhan Pusti Gram Panchayat under Jhalda-1 Development Block, Purulia invites percentage rate e-tender for the 13 (Thirteen) Nos. different work. Last date of Submission of Bid (online) **24/02/2025 up to 11:00 AM.** Technical Bid opening date: **26/02/2025 at 11:00 A.M.** For more details visit website **https://wbtenders.gov.in.**
Sd/- Pradhan
Pusti Gram Panchayat

Office of the
Onda-II Gram Panchayat
Patrahati, Makarkole, Onda, Bankura
Notice inviting e-Tender No-1) NIeT-18/2024-25(Tender ID-2025_ZPHD_817059)
Pradhan, Onda-II invites percentage rate e-Tender for 4 no (Four) works. Last date of documents download & bid submission is **26 th Feb 2025 at 6:30 p.m**. For details please visit website:
www.wbtenders.gov.in
Sd/- Pradhan
Onda-II Gram Panchayat

OFFICE OF THE PRADHAN
MANKIARY GRAM PANCHAYAT
VILL: Mankiary, PO.:Thakursima, DIST.: PURULIA(W.B.)
UNDER ARSHA DEVELOPMENT BLOCK
TENDER NOTICE
NIT No.: MGP/NIT-03/2024-2025 dt. 20/02/2025
Sealed tender in prescribed tender form of Mankiary GP is hereby invited from the eligible, reliable and bonafied contractors for similar type of works. The schedule of the tender process is as follows.
1. Date and Time of Tender Form Issue: **20/02/2025 to 27/02/2025 upto 1:30pm.**
2. Date and Time of Dropping Tender Form: **20/02/2025 to 27/02/2025upto 2pm.**
3. Date and time of opening of the tender: **03/03/2025at12 NOON.**
The list of schemes & other details will be available in the office notice board of the undersigned.
Sd/- Pradhan
Mankiary Gram Panchayat

OFFICE OF THE PRADHAN
MANKIARY GRAM PANCHAYAT
VILL.+PO.: MANKIARY, DIST.: PURULIA (W.B.)
UNDER ARSHA DEVELOPMENT BLOCK
e-TENDER NOTICE
NIT Memo No.: MGP/NIT-04/2024-2025 dt. 20/02/2025
Encrypted electronic bids are hereby invited by the Pradhan, Mankiary Gram Panchayat through a single stage two part e-procurement system (Part I: Techno- commercial Bid, Part II: Financial Bid) using **website https://wbtenders.gov.in/.**
1. Date and Time of Download/Sale:from **20/02/2025 10am to 27/02/2025 5:30pm.**
2. Date and Time of Bid Submission: from **20/02/2025 10am to 27/02/2025 5:30pm.**
3. Date and time of Bid Opening: **03/03/2025at 12 Noon.**
The list of schemes & other details will be available in the office notice board of the undersigned as well as abovementioned website.
Sd/- Pradhan
Mankiary Gram Panchayat

GOVT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
SHYAMPUR–II DEVELOPMENT BLOCK
SASATI,HOWRAH,711312
Tender Ref No-WB/HOW/SHY-II/NIT-20/2024-25 Vide Memo No-446/Shy-II Dated-19.02.2025 On line e-Tender are Invited from Bona fide Contractor for this work. The details of Tender and Tender document will be made available on website https://wbtenders.gov.in. The last date of tender submission -27.02.2025 at 5.00 PM.
SD/- BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
SHYAMPUR–II DEVELOPMENT BLOCK
SASATI,HOWRAH,711312

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
Udaynarayanpur, Howrah
PRESS NOTICE
E-Tender No.-WB/HWH/UNPUR/NIET-9/BDO/24-25, Dt.-19/02/2025 for 01 nos. scheme within the jurisdiction of Udaynarayanpur Development Block. **Tender ID-2025_ZPHD_817720_1**. Detail information will be available from the website **https://wbtenders.gov.in.**
Sd/- Block Development Officer
Udaynarayanpur Dev. Block

OFFICE OF THE PRODHAN
MASHAT GRAM PANCHAYAT
(UNDER CHANDITALA-1 BLOCK & PANCHAYAT SAMITI)
Vill+PO:-Mashat, Dist: Hooghly, Pin-712701
E-mail ID: mashatgp@gmail.com
Memo No:- (i) 90/MGP/2025, (ii) 91/MGP/2025, Dated:-18.02.2025
E-QUOTATIONS/E-TENDERS NOTICE
Notice is hereby invited by the Prodhan, Mashat Gram Panchayat for the total 4 (Four) Nos. different works. Document download & sale starting(Online) **19.02.2025 at 10.30 AM. up to 25.02.2025 at 15.00 PM**. Last date of submission of Bid proposal (online) **25.02.2025 at 15.00 PM**. Bid opening date (online): **27.02.2025 at 15.00 AM.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in** or office of the undersigned.
Sd/- Prodhan
Mashat Gram Panchayat

NIT No.:08/MGP/E-Tender/NIT 08/2024-25 Dated-19-02-2025
E-TenderID:- 2025_ZPHD_816884_1 Sinking of New Tubewell for Drinking Water Purpose with platform near the House of Perijuddin Molla at Mouja Kusumtalasansad no XII. UNDER MOUSHUNI GP.15th FC. **E-TenderID:- 2025_ZPHD_816884_2** Sinking of New Tubewell for Drinking Water Purpose with platform near the House of Srimanta Hati at Mouja Kusumtala Sansad no X.UNDER MOUSHUNI GP.15th FC. **E-TenderID:- 2025_ZPHD_816884_3** Sinking of New Tubewell for Drinking Water Purpose with platform near the House of Gopal Guchhait at Mouja Kusumtala Sansad no IX UNDER MOUSHUNI GP.15th FC. **E-TenderID:- 2025_ZPHD_816884_4** Sinking of New Tubewell for Drinking Water Purpose with platform near the BahiriparaBishalaxmi Mandir at MoujaBagdanga Sansad no VII.UNDER MOUSHUNI GP.15th FC. **E-TenderID:- 2025_ZPHD_816884_5** Sinking of New Tubewell for Drinking Water Purpose with platform near the House of Anisur Sha at Mouja Baliara Sansad no XVI, UNDER MOUSHUNI GP.15th FC. **E-TenderID:- 2025_ZPHD_816884_6** Sinking of New Tubewell for Drinking Water Purpose Near the GP Office at MoujaBagdanga UNDER MOUSHUNI GP.15th FC. The last date of online bid submission is **25-02-2025 Up to 11AM.** Details on **www.wbtenders.gov.in.**
Sd/- Pradhan
Moushuni Gram Panchayat
Namkhana. South 24 Pgs

GTV ENGINEERING LIMITED
CIN: L31102MP1990PLC006122
Reg. Off.: 216-217-218 NEW INDUSTRIAL AREA-II, MANDIDEEP, Madhya Pradesh, India, 462046
Email ID: mail@gtv.co.in Phone No. 0091-7480-233309, 401044, website: www.gtv.co.in
NOTICE
The Public Notice is hereby given that pursuant to Clause (c) of Sub-Regulation (1) of Regulation 6 of the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021,the Company is in process of making an application for Voluntary Delisting of its Equity Shares from The Calcutta Stock Exchange Limited ("CSE").
Necessity and object of delisting:
To save recurring expenditure on listing fee payable to the Calcutta Stock Exchange Ltd ("CSE") and mainly to reduce administrative work and related cost, and there has been no trading in the equity shares of the Company at CSE. The equity shares of the Company can be delisted as aforesaid from CSE without giving any exit opportunity to the shareholders as the equity shares of the Company will continue to be listed on BSE (Bombay Stock Exchange)which is having nationwide trading terminals. There would be no change in the Capital structure of the Company after the delisting of the equity shares from CSE. The delisting of equity shares from CSE will not adversely affect the Investors.
For GTV Engineering Limited
Mahesh Agrawal
(Managing Director)
(DIN: 00013139)
Place: Madhya Pradesh
Date: 19.02.2025

Office of the
Banupur-I Gram Panchayat
Banipur, Sankrail, Howrah-711304
Tender Notice
Banupur-I Gram Panchayat has invited Two (02) Nos of eNIT on **19/02/2025** Vide NIT No. **325/Banu-1/eNIT/15 FC Untied/2024-25** Dated **19/02/2025** and NIT No **326/Banu-1/eNIT/15th FC Tied/2024-25** Dated **19/02/2025** Scheduled to be open on **28/02/2025 (at 2 P.M)** and last date of Submission is on **27/02/2025.** For more details please visit on :- **https://wbatenders.gov.in**
Sd/- Anjali Kumari Ram
Pradhan
Banupur-1 Gram Panchayat

চুক্তিস্বত্বের জন্য ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

ই-অকশন নোটিশ নং ঃ সিওএমএমএল.-১/পিএনইউ/০২/২৫ তারিখ ঃ ১৮.০২.২০২৫
সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার/আদ্রা, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে কর্তৃক নিম্নলিখিত দফাগুলির জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **বিভাগ ঃ পে অ্যান্ড ইউজড, অকশন ক্যাটালগ নং ঃ পিএনইউডব্লুআরএল২, লট নং/বিভাগ ঃ** পিএনইউ-আদ্রা-বিকেএসসি- ডব্লুআরএল-৫৪-২৫-১ (পে অ্যান্ড ইউজ - লাউঞ্জেস/ওয়েটিং/রিটায়ারিং/ক্লক রুমস), **নিলাম শুরু (সকল লটের) ঃ ২৮.০২.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২টা। নিলাম বন্ধের তারিখ/সময়ঃ ২৮.০২.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২টা ৩০ মিনিটে। দ্রষ্টব্য ঃ** সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাদের আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের (**www.ireps.gov.in**) ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনো জিজ্ঞাস্য থাকলে/ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।
(PR-1150) সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার/আদ্রা
দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

ABRIDGED e-TENDER NOTICE
UNDERSIGNED invites e-tenders, vide **NIT 23/EO/2024-25** for **Construction of 1 no. Box Culvert** & **NIT 24/EO/2024-25** for **Construction of 4 nos. Concrete road and 2 nos. foot bridge**. Last date of application **28.02.2025 up to 5:00 PM**. For details please visit '**wbtenders.gov.in**'
Sd/- Executive Officer,
Khanakul-I Panchayat Samity,
Khanakul, Hooghly

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER
ABRIDGED NIT
The **Ex. Engineer (Elec.), KMC** invited e-tender online two bid system for the following work:
NIT No.: KMC/LTG/CRM/77/CRR/24-25
Name of the Work: **Necessary renovation work of the damaged APC accessories at Cossipore Mahashamshan.** Estimated Amount: **Open.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00 (LS).** Period of Completion: **8 days.** Last date and time of submission of bid: **03.03.2025 at 5 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **21.02.2025 (5 p.m.)** from the website **https://wbtenders.gov.in**
1407/24-25

প্রাক্তন মুম্বই অধিনায়ক প্রয়াত

মুম্বই, ১৯ ফেব্রুয়ারিঃ মুম্বই ক্রিকেটের অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র মিলিন্দ রেগে বুধবার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তার বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। মাত্র কয়েকদিন আগে তিনি তার ৭৬তম জন্মদিন পালন করেছিলেন। বিসিসিআইয়ের এক অফিসিয়াল বিবৃতির মাধ্যমে এই শোক সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে। মিলিন্দ রেগে ছিলেন একজন প্রখ্যাত অফ-স্পিনার এবং তার ঘরোয়া ক্রিকেট ক্যারিয়ার অত্যন্ত সফল ছিল। ১৯৬৬-৬৭ থেকে ১৯৭৭-৭৮ পর্যন্ত প্রথম শ্রেণির ৫২টি ম্যাচে তিনি ১২৬টি উইকেট নেন। পাশাপাশি তিনি ১৫৩২ রান সংগ্রহ করেন, যার গড় ছিল ২৩.৫৬। তার অসাধারণ পারফরম্যান্স মুম্বই ক্রিকেটের ইতিহাসে এক অমূল্য সম্পদ হয়ে থাকবে। ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার পরও রেগে মুম্বই ক্রিকেট

অ্যাসোসিয়েশনের সাথে গভীরভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি নানা ভূমিকায় কাজ করেছেন, তার মধ্যে প্রধান সিলেক্টর হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তার নেতৃত্বে অনেক প্রতিভাবান ক্রিকেটার উঠে এসেছিলেন। বিসিসিআই তাদের অফিসিয়াল এক্স হ্যান্ডলে রেগের মৃত্যুতে শোক জানিয়ে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছে, 'বিসিসিআই মিলিন্দ রেগের প্রয়াণে শোকাহত। তিনি মুম্বই ক্রিকেটের এক অমূল্য রত্ন ছিলেন এবং তার অবদান ক্রিকেট বিশ্বে চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর দৃষ্টিশক্তি এবং প্রতিভার প্রতি আগ্রহ ক্রিকেট দুনিয়ায় বিশেষ প্রশংসিত ছিল।'' রেগে বিশেষভাবে খ্যাত ছিলেন মুম্বইয়ের রঞ্জি ট্রফি স্কোয়াডে এক তরুণ সাচিন তেন্ডুলকারকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সিলেকশন প্যানেলে থাকার জন্য। ১৯৮৮ সালে তেন্ডুলকারের প্রথম রঞ্জি ট্রফির অভিষেক ঘটে রেগের সিলেকশন প্যানেলের মাধ্যমে। এছাড়া তিনি মুম্বই ক্রিকেটে ভিডিও বিশ্লেষণের ব্যবহার সমর্থন করেছিলেন যা ২০০৬ সাল থেকে মুম্বইয়ের সিস্টেমে প্রবর্তন হয়েছিল। রেগের অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে মুম্বই এবং বিদর্ভ দল রঞ্জি ট্রফি সেমিফাইনালে তাদের তৃতীয় দিনের খেলা শুরুর আগে এক মিনিট নীরবতা পালন করেছে। এছাড়া বেশ কয়েকজন মুম্বই ক্রিকেটার, যারা রেগের অধীনে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট খেলার সুযোগ পেয়েছিলেন, তাঁর স্মরণে কালো আর্মব্যান্ড পরেছিলেন। রেগে এবং সুনীল গাভাসকারের মধ্যে ছিল একটি দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্ব।

বিতর্ক মিটল দ্রুত! পাকিস্তানের মাটিতে উড়ছে ভারতের জাতীয় পতাকা!

করাচি, ১৯ ফেব্রুয়ারিঃ বিতর্ক কম হয়নি সেই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ভেনু ঘোষণার সময় থেকে। ভারত যাবে না ওই দেশে। আইসিসির মধ্যস্থতা। অবশেষে হাইব্রিড মডেলে সমাধানসূত্র। তাতেও ওয়াঘার এপার-ওপারে জটিলতা কাটেনি। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির যাবতীয় ম্যাচ ভারত খেলছে দুবাইয়ে। ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের মেগা ম্যাচও হবে দুবাইয়ে। কিন্তু ২৯ বছর পর আইসিসির কোনও টুর্নামেন্টের আয়োজক পাকিস্তান। ফলে না চাইলেও কিছু জিনিস মেনে নিতেই

হবে। তাই শেষ পর্যন্ত হল। ইচ্ছে না থাকলেও ঢেঁকি গিলতে হল পাকিস্তানকে। দিন কয়েক আগে মহাবিতর্ক দেখা দিয়েছিল করাচি স্টেডিয়ামের ছবি দেখার পর। আট দলীয় টুর্নামেন্টে সাতটা দেশের পতাকা থাকলেও ভারতের পতাকা আশ্চর্যজনক ভাবে অনুপস্থিত ছিল। যা একেবারেই মেনে নিতে পারেননি ভারতীয় ক্রিকেটমহল। এ নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় সোচ্চার হয়েছে অনেকেই। বিতর্কে পড়েই ভুল শুধরে নিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। করাচি স্টেডিয়ামে অবশেষে দেখা গেল ভারতের তেরঙা। যে কোনও টুর্নামেন্টের নিয়ম অনুযায়ী এটা করতেই হত পিসিবিকে। যে দেশগুলো অংশগ্রহণ করে, তাদের জাতীয় পতাকা ভেনুতে দেখা যায়। ফলে পিসিবি যদি ভারতের পকাতাকে অগ্রাধিকার না দিত, তা হলে আইসিসির কোপে পড়তে পারত তারা। ২৯ বছর পর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির মতো বড় টুর্নামেন্টের আয়োজন করছে পাকিস্তান। ওই মিনি বিশ্বকাপকে ঘিরেই নতুন করে বেঁচে উঠতে চাইছে পাকিস্তানের ক্রিকেট। সেই কারণেই নতুন করে কোনও বিতর্ক চাইছে না পিসিবি। এতেই শেষ নয়, রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিরা পাকিস্তানে খেলতে না গেলেও ভারত ছাড়া গ্রুপের বাকি ম্যাচ ওখানেই হবে। যে কারণে পাকিস্তানে যেতে চেয়ে ভিসার আবেদন করেছিলেন ৭ ভারতীয় সাংবাদিক। তা নিয়েও টালবাহানা ছিল প্রাথমিক ভাবে। শেষ পর্যন্ত তাঁদের ভিসা মঞ্জুর করা হয়েছে, এমনই খবর। আসলে পাকিস্তান আতিথেয়তার দরজা নতুন করে খুলতে চাইছে। কিন্তু রাজনৈতিক সমীকরণ এতে বদলাবে, তেমন বিশ্বাস কেউই করছেন না।

রাহুলের জন্য পন্থ ব্রাত্য? প্লেয়ারের বিরাগভাজন কোচ গম্ভীর!

দুবাই, ১৯ ফেব্রুয়ারিঃ কোচ গৌতম গম্ভীরের জমানায় প্রথম আইসিসি টুর্নামেন্ট খেলতে চলেছে ভারতীয় টিম। বৃহস্পতিবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে যাত্রা শুরু করবেন রোহিত শর্মা-বিরাট কোহলিরা। এর আগে হঠাৎ করেই ভারতীয় শিবিরের অন্দরে কোন্দলের

এক খবর প্রকাশ্যে এসেছে। কারণ হিসেবে উঠে আসছে, কোচ গম্ভীরের সঙ্গে ভারতের বর্তমান উইকেটকিপার ব্যাটারের বনিবনা না হওয়া। যে কারণে এও শোনা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ঋষভ পন্থের জায়গায় লোকেশ রাহুলকে উইকেটকিপারের দায়িত্বে দেখা যেতে পারে। এক সংবাদমাধ্যমের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, ভারতের বর্তমান উইকেটকিপার ব্যাটারের সঙ্গে হেড কোচ গৌতম গম্ভীরের বনিবনা হচ্ছে না। আরও ভালো করে বললে প্লেয়ারের বিরাগভাজন হয়েছেন কোচ গম্ভীর। ওডিআইতে একাদশে সুযোগ পাওয়ার জন্য প্রথম পছন্দের ক্রিকেটার তিনি নন। এ ছাড়াও ওই ক্রিকেটার মনে করছেন, ৫০ ওভারের ফর্ম্যাটে তিনি জায়গা পাচ্ছেন না, তার নেপথ্যে অন্য কারণ রয়েছে। উল্লেখ্য, ওই রিপোর্টে সরাসরি ঋষভের নাম লেখা নেই। কিন্তু তিনিই তিন ফর্ম্যাটে ভারতের প্রথম পছন্দের উইকেটকিপার-ব্যাটার। এ বারের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে পন্থের জায়গায় উইকেটকিপার ব্যাটার হিসেবে এগিয়ে রাখা হচ্ছে লোকেশ রাহুলকে। সম্প্রতি তিনি মেন ইন ব্লু হয়ে ৫০ ওভারের ফর্ম্যাটে ভালো খেলেছেন। শুধু তাই নয়, ২০২৩ সালের ওডিআই বিশ্বকাপে দারুণ পারফর্ম করেছিলেন লোকেশ রাহুল। যদিও তিনি এই মুহূর্তে ওডিআইতে সেই অর্থে দাগ কাটতে পারেননি। কিন্তু তারপরও একাদশে তাঁর জায়গা অনেকটাই পাকা। অন্যদিকে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনার পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরে ঋষভ পন্থ একটিই ওডিআইতে খেলেছিলেন। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজে ৬ নম্বরে ব্যাট করেছিলেন রাহুল। প্রথম ২ ম্যাচে ফ্লপ। শেষ ম্যাচে ক্যামিও ইনিংস খেলেছিলেন। তাঁর কিপিং নিয়েও প্রশ্ন ছিল। বিশেষ করে স্পিনারদের বিরুদ্ধে। তারপরও সিরিজ শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে গৌতম বলেছিলেন, ''এই মুহূর্তে এটুকু বলতে পারি যে, রাহুল আমাদের এক নম্বর কিপার-ব্যাটার। ও তো ভালোই খেলছে। ঋষভও স্কোয়াডে রয়েছে। ওরও সুযোগ আসবে। একসঙ্গে দু-জনকে খেলানো সম্ভব নয়।'' উল্লেখ্য, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজে সব প্লেয়ারকেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খেলানো হয়েছিল। কিন্তু ঋষভ পন্থ একমাত্র প্লেয়ার। যিনি সুযোগ পাননি একটি ম্যাচেও। তার উপর গৌতমের এ কথা থেকেই পরিষ্কার, তিনি পন্থের থেকে রাহুলকেই এগিয়ে রাখছেন। এ বার দেখার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির মতো ইভেন্টে ভারতের হয়ে কোন উইকেটকিপার ব্যাটারের শিঁকে ছেড়ে।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি শুরুর আগেই 'সার্জিক্যাল স্ট্রাইক', বাবরকে টেক্কা দিয়ে শীর্ষে শুভমান

দুবাই, ১৯ ফেব্রুয়ারিঃ আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ বৃহস্পতিবার ভারতীয় ক্রিকেট দল ২০২৫ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির প্রথম ম্যাচ খেলতে নামবে। তবে টিম ইন্ডিয়া খেলতে নামার আগে আইসিসি ওয়ানডে ক্রিকেটে ব্যাটিং ক্রমতালিকা প্রকাশ করল। এই র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থান দখল করলেন টিম ইন্ডিয়ার 'রাজপুত্র' শুভমান গিল। এই তালিকায় তিনি পাকিস্তান ক্রিকেট দলের তারকা ব্যাটার তথা প্রাক্তন অধিনায়ক বাবর আজমকে টেক্কা দিয়েছেন। সম্প্রতি ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে শুভমান গিল চোখ ধাঁধানো ব্যাটিং পারফরম্যান্স করেছিলেন। এই সিরিজে শুভমান জোড়া হাফসেঞ্চুরি করেন। এছাড়া তাঁর ব্যাট থেকে বেরিয়ে এসেছিল একটি ঝকঝকে শতরান। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচে গিল ২২৯ রান করেছেন। শেষ ওয়ানডে ম্যাচে তিনি ১১২ রানের ইনিংস খেলেছিলেন। এর পাশাপাশি প্রথম ম্যাচে ৮৭ এবং দ্বিতীয় ম্যাচে ৬০ রান করেন। শুভমান গিলের ঝুলিতে আপাতত ৭৯৬ রেটিং পয়েন্ট রয়েছে। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার শুভমান গিল ওয়ানডে ক্রিকেটে নাম্বার-১ ব্যাটারের তকমা পেলেন। পাকিস্তানের স্টার ব্যাটার বাবর আজম আইসিসি-র সর্বশেষ র‍্যাঙ্কিংয়ে দ্বিতীয় স্থানে নেমে এসেছেন। বাবর আজম আপাতত ৭৭৩ রেটিং পয়েন্ট সংগ্রহ করেছেন। শুভমানের পারফরম্যান্স দেখার পর বলা যেতেই পারে যে বিগত কয়েকটা ম্যাচে বাবর একেবারে ভাল ব্যাট করতে পারেননি। অনেকদিন পর বাবর আজম দ্বিতীয় স্থানে নেমে এলেন। বাবর এবং শুভমানের মধ্যে ২৩ পয়েন্টের পার্থক্য রয়েছে। টিম ইন্ডিয়ার ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মা এই তালিকায় আপাতত তৃতীয় স্থানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। রোহিতের ঝুলিতে আপাতত ৭৬১ রেটিং পয়েন্ট রয়েছে। এছাড়া হেনরিক ক্লাসেন (৭৫৬ রেটিং পয়েন্ট) এবং ড্যারিল মিচেল (৭৫৬ রেটিং পয়েন্ট) যথাক্রমে চতুর্থ এবং পঞ্চম স্থানে রয়েছেন।

হিমিনেজের ইতিহাসও এসি মিলানকে বাঁচাতে পারেনি

মিলান, লিসবন ও বারগামো, ১৯ ফেব্রুয়ারিঃ সান সিরোতে যেমন শুরু দরকার ছিল, সেটাই পেয়েছিল এসি মিলান। ৩৬ সেকেন্ডে গোল করে গত সপ্তাহে ফেইনুর্ডের মাঠে প্রথম লেগে ১-০ গোলে পিছিয়ে থাকার হতাশা দূর করেন মিলান ফরোয়ার্ড সান্তিয়াগো হিমিনেজ। ডাচ ক্লাবটি ছেড়ে গত ৩ ফেব্রয়ারি সাতবারের ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নদের সঙ্গে যোগ দেন হিমিনেজ। কী ভাগ্য, প্রাক্তন ক্লাবের জালে গোল করে আনন্দে ভেসে যাওয়ার মতো উদযাপন করেননি, কিন্তু শেষ রক্ষাও হয়নি। ইউরোপিয়ান প্রতিযোগিতার ইতিহাসে দ্বিতীয় খেলোয়াড় হিসেবে একই মরসুমে হিমিনেজ যে দলের হয়ে লিগ পর্বে গোল করেছেন, ক্লাব পাল্টানোর পর সেই দলের বিপক্ষেই প্লে-অফের

ফিরতি লেগে গোল করলেন ঠিকই, তবে জিতল তাঁর প্রাক্তন ক্লাবই। দুই লাল কার্ডের এই ম্যাচে ৭৩ মিনিটে বদলি খেলোয়াড় হুলিয়ান কারানজার গোলে ফিরতি লেগে সমতায় ফেরে ফেইনুর্ড। শেষ পর্যন্ত ম্যাচটি ১-১ গোলে ড্র হওয়ায় দুই লেগ মিলিয়ে ২-১ গোলের জয়ে শেষ ষোলোয় উঠেছে ডাচ ক্লাবটি। মিলানকে বিদায় নিতে হলো প্লে-অফ পর্ব থেকেই। ফিরতি লেগে ৫১ মিনিটে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন ইতালিয়ান ক্লাবটির ফরাসি ফুলব্যাক থিও হার্নান্দেজ। যোগ করা সময়ের ৭ মিনিটে লাল কার্ড দেখেন ফেইনুর্ডের রাইটব্যাক জিভাইরো রিড। ১৯৭৪ সালের পর এই প্রথম ইউরোপের শীর্ষ ক্লাব প্রতিযোগিতার শেষ ষোলোয় উঠল ফেইনুর্ড। হারের দায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন মিলানের কোচ সের্হিও কনসেইসাও, ''এটা বড় হার এবং আমি অনেক ভুল করেছি। এই হারের জন্য আমি দায়ী। থিও কিংবা অন্য কেউ নয়, এই বিদায়ের জন্য আমি দায়ী।'' অন্য ম্যাচে মোনাকোর মাঠে প্রথম লেগ ১-০ গোলে জিতেছিল পর্তুগিজ ক্লাব বেনফিকা। ছয় গোলের রোমাঞ্চকর ফিরতি লেগ শেষ পর্যন্ত ড্র হলেও শেষ ষোলোয় উঠে বেনফিকাই শেষ হাসি হেসেছে। ৩-৩ গোলে ফিরতি লেগ ড্র করায় দুই লেগ মিলিয়ে ৪-৩ গোলের জয়ে শেষ ষোলোয় উঠেছে বেনফিকা। ১-১ গোলের ড্রয়ে প্রথমার্ধ শেষ করেছিল দুই দল। বিরতির পর আরও দুটি করে গোল করে দুই দল। অপর আরেকটি ম্যাচে বেলজিয়ান ক্লাব ব্রুগার মাঠে প্লে-অফ প্রথম লেগ ২-১ গোলে হেরেছিল ইতালিয়ান ক্লাব আতালান্তা। ঘরের মাঠে ফিরতি লেগেও ৩-১ গোলে হেরেছে জানপিয়েরো গাসপেরেনির দল। দুই লেগ মিলিয়ে ৫-২ গোলের জয়ে শেষ ষোলোয় উঠেছে ব্রুগা।

নির্বাসিত সিনার, সুযোগ কাজে লাগিতে চান আলকারাজ

মাদ্রিদ, ১৯ ফেব্রুয়ারিঃ ডোপ করার অপরাধে ইয়ানিক সিনারকে নির্বাসিত করা হয়েছে। টেনিসে এখন তিনিই সিঙ্গলসে পুরুষদের মধ্যে এক নম্বর। সিনার না থাকায় সেই জায়গাটাই আবার নিতে চাইছেন কার্লোস আলকারাজ। এক সময় তিনি এক নম্বরে ছিলেন। এখন তিনি তিন নম্বরে। গত মাসেই অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জিতেছিলেন সিনার। সেই সাফল্যের পরেই ডোপ কেলেঙ্কারিতে তিন মাস নির্বাসিত তিনি। অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জেতার ২১ দিন পরে ধাক্কা বিশ্বের এক নম্বর টেনিস তারকার। আলকারাজ বলেন, ''সিনার খেলুক না খেলুক আমাদের ভাল খেলতে হবে। এক নম্বর হওয়াটাই লক্ষ্য। আরও অনুশীলন করতে হবে। আরও উন্নতি করতে হবে। আগামী প্রতিযোগিতায় ভাল খেলে নিজের সেরাটা দিতে হবে। তাতেই এক নম্বর যাওয়ার সুযোগ পাওয়া যাবে।'' সিনারের থেকে ৩৩২০ পয়েন্ট পিছিয়ে রয়েছেন আলকারাজ। কাতার ওপেন খেলছেন স্পেনের টেনিস তারকা। এর আগে তিনি এটিপি রটারড্যাম জিতেছেন।

বেঙ্গালুরু ম্যাচে নিজেকে মেলে ধরতে চান সুমিত রাঠি

গুয়াহাটি, ১৯ ফেব্রুয়ারিঃ এই সিজনের শুরু থেকেই অনবদ্য ছন্দে ধরা দিয়েছে নর্থইস্ট ইউনাইটেড। হুয়ান পেদ্রো বেনালির তত্ত্বাবধানে শক্তিশালী মোহনবাগান সুপার জায়ান্টকে টেক্কা দিয়ে ডুরান্ড জয় করেছিল পাহাড়ের এই ফুটবল ক্লাব। যা সহজেই মন জয় করেছিল দেশের ফুটবলপ্রেমীদের। পরবর্তীতে সেই ধারা বজায় রেখেই ইন্ডিয়ান সুপার লিগ শুরু করে জন আব্রাহামের এই ফুটবল দল। অনায়াসেই তাঁরা পিছনে ফেলে দিয়েছিল কলকাতা ময়দানের তৃতীয় প্রধান তথা মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে। যদিও পরবর্তীতে মোহনবাগানের বিপক্ষে লড়াই করে ও পরাজিত হতে হয়েছিল আলাদিন আজারেইদের। সেটা নিঃসন্দেহে ধাক্কা ছিল দলের কাছে। তারপর জামশেদপুর ম্যাচ থেকে জয়ের সরণিতে ফেরে মহম্মদ বেমামারদের ফুটবল ক্লাব। সেখান থেকেই একের পর এক ম্যাচে জয়। বর্তমানে ২১ ম্যাচে ৩২ পয়েন্ট নিয়ে ইন্ডিয়ান সুপার লিগের পয়েন্ট টেবিলের চতুর্থ স্থানে রয়েছে নর্থইস্ট ইউনাইটেড। আইএসএলের এই দ্বিতীয় লেগের গত ম্যাচেই ফের তাঁরা পরাজিত করেছে খালিদ জামিলের জামশেদপুর এফসিকে।

সেই সুবাদে এবারের সুপার সিক্সে নিজেদের স্থান মজবুত করে ফেলেছে বেনালির ছেলেরা। সূচি অনুযায়ী আগামী ২১ শে ফেব্রুয়ারি টুর্নামেন্টের পরবর্তী হোম ম্যাচ খেলবে নর্থইস্ট। যেখানে তাঁদের লড়াই করতে হবে সুনীল ছেত্রীদের শক্তিশালী বেঙ্গালুরু এফসির সঙ্গে। এই ম্যাচে ও জয় সুনিশ্চিত করার লক্ষ্য থাকবে সকলের। সেইমতো নিজেদের প্রস্তুত করছেন দলের ফুটবলাররা। কিছু ঘণ্টা আগে সেই অনুশীলনের একটি ছবি আপলোড করেন সুমিত রাঠী। যেখানে বডি স্ট্রেচিং করতে দেখা যায় তাঁকে। হাতের সামনেই রয়েছে ফুটবল। উল্লেখ্য, গত কয়েকটি ফুটবল মরসুম ধরেই মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন উত্তরপ্রদেশের এই সেন্টার ব্যাক। গত সিজন পর্যন্ত সবুজ-মেরুনের জার্সিতে একাধিকবার নিজের জাত চেনালেও এবার তেমনটা হয়নি। চলতি সিজনে মোহনবাগান দলে মাত্র একটি ম্যাচে মাঠে নামতে পেরেছিলেন এই ফুটবলার। সেই সমস্ত কিছু মাথায় রেখেই চলতি মাসের শুরুতে মোহনবাগান ছেড়ে পাহাড়ের এই ফুটবল ক্লাবে সই করেন এই ভারতীয় ডিফেন্ডার। বর্তমানে নর্থইস্টের জার্সিতে নিজেকে মেলে ধরাই অন্যতম লক্ষ্য সুমিতের।

অন্তিম সময়ে সেল্টিকের হৃদয় ভেঙে নকআউট পর্বে বায়ার্ন মিউনিখ

নির্ধারিত সময় পেরিয়ে যোগ করা সময়ের শেষ মিনিটের খেলা চলে তখন। দুই লেগের লড়াই অতিরিক্ত সময়ে গড়ানোর অপেক্ষায়। ঠিক তখনই সবকিছু বদলে গেল। ব্যবধান গড়ে দেওয়ার শেষ চেষ্টায় ভাগ্যকে পাশে পেল বায়ার্ন মিউনিখ। সেল্টিককে হতাশায় ডুবিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলোয় জায়গা করে নিল জার্মানির সফলতম ক্লাবটি।

মুনচেন, ১৯ ফেব্রুয়ারিঃ আলিয়াঞ্জ অ্যারেনায় প্লে-অফের ফিরতি লেগে ১-১ ড্র করে, দুই লেগ মিলিয়ে ৩-২ অগ্রগামিতায় পরের ধাপে উঠল বায়ার্ন। গত সপ্তাহে স্কটিশ দলটির মাঠে ২-১ গোলে জিতেছিল ভিনসেন্ট কোম্পানির দল। ফিরতি দেখায় ঠিক চেনা রূপে নিজেদের মেলে ধরতে পারছিল না বায়ার্ন। উল্টো দ্বিতীয়ার্ধে তাদের জালে বল পাঠান নিকোলাস কুন। এরপর, আক্রমণের ঝড় তোলে ছয়বারের ইউরোপ চ্যাম্পিয়নরা। কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছিল না। অবশেষে, গোলের জন্য ২৩তম প্রচেষ্টায় আলফুঁস ডেভিসের ছোঁয়ায় মেলে সাফল্যের দেখা। রক্ষণ জমাট রেখে, অসাধারণ কিছুর সম্ভাবনা জাগিয়ে একরাশ হতাশায় মাঠ ছাড়ল সেল্টিক। ৩০ শতাংশ বল দখলে রেখে পাঁচটি শট নিতে পারে তারা, যার তিনটি ছিল লক্ষ্যে। প্রথম লেগে এগিয়ে থাকার স্বস্তি তো ছিলই, সেই সঙ্গে ঘরের মাঠে শুরুতেই লড়াইয়ের নিয়ন্ত্রণ মুঠোয় নেওয়ার সুযোগ পেয়ে যায় বায়ার্ন। কিন্তু, ওলিসের ক্রস গোলমুখে পেয়ে সের্গে জিনাব্রির হেড প্রতিপক্ষের একজনের শরীরে বাধা পায়। খানিক পর কয়েক মিনিটে দারুণ কয়েকটি আক্রমণ করে সেল্টিক, অবশ্য একটিও কাজে লাগাতে পারেনি তারা। ষোড়শ মিনিটে নিকোলাস কুনের শট লক্ষ্যেই ছিল, কিন্তু গোললাইনের সামনে রুখে দেন এক ডিফেন্ডার। কয়েক সেকেন্ড পর তাদের আরেকটি পরিষ্কার সুযোগ ভেস্তে যায়। এরপর আবার পাল্টা চাপ দেয় বায়ার্ন। প্রতিপক্ষকে যদিও তেমন কোনো কঠিন পরীক্ষায় ফেলতে পারছিল না তারা। বিরতির আগে দুর্ভাগ্যও বাধা হয়ে দাঁড়ায় তাদের সামনে হ্যারি কেইনের শট গোলরক্ষককে ফাঁকি দিয়ে ক্রসবারে লেগে ফেরে। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে বায়ার্ন মাঠে

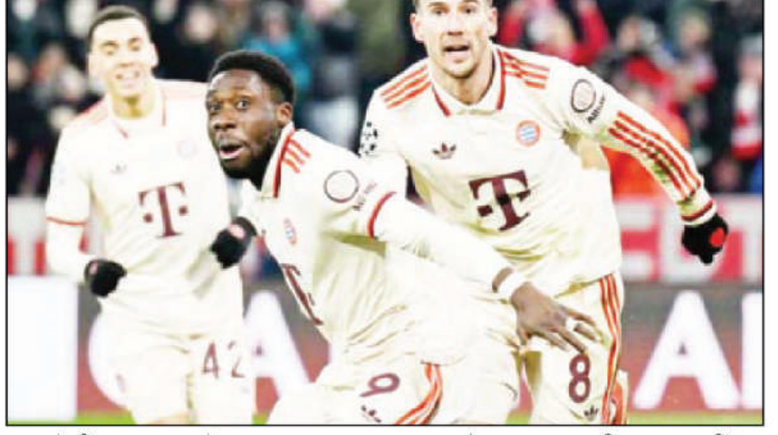

নামতেই বিস্ময় জাগে কেইনের জায়গায় দেখা যায় কিংসলে কোমানকে। ৪৭তম মিনিটে ডেডলক ভাঙার নিশ্চিত সুযোগ পায় আয়োজকরা। বক্সে ঢুকে গোলরক্ষককে একা পান লেয়ন গোরেটস্কা কিন্তু তার শট এগিয়ে এসে দারুণভাবে রুখে দেন কাসপের স্মাইকেল। লড়াইয়ে নাটকীয় মোড় নেয় ৬৩তম মিনিটে। এই অর্ধে গোলের জন্য প্রথম শট নিয়েই সাফল্য পায় সেল্টিক। নিজেদের সীমানায় বায়ার্ন পজেশন হারালে দ্রুত আক্রমণ শাণায় সফরকারীরা। বক্সের মুখে আরেক ডিফেন্ডার কিম-মিন-জেও পারেননি ক্লিয়ার করতে, সেই সুযোগে বল নিয়ন্ত্রণে নিয়ে কোনাকুনি শটে ঠিকানা খুঁজে নেন জার্মান ফরোয়ার্ড কুন। ম্যাচে এগিয়ে যায় সেল্টিক, দুই লেগ মিলিয়ে স্কোরলাইন দাঁড়ায় ২-২। গোল খেয়ে যেন তেতে ওঠে বায়ার্ন। জিনাব্রিকে তুলে লেরয় সানে ও ডিফেন্ডার রাফায়েল গেররেইরোর জায়গায় আরেক ফরোয়ার্ড ডেভিসকে নামান কোচ। মাঠেও তার প্রভাব পড়ে। প্রবল চাপ তৈরি করে বায়ার্ন। ৭৪তম একাধিক খেলোয়াড়কে কাটিয়ে সানের নেওয়া শট হয় লক্ষ্যভ্রষ্ট। টানা আক্রমণে এরপরও সুযোগ আসতে থাকে কিন্তু ব্যর্থতা কিছুতেই পিছু ছাড়ছিল না তাদের। ৭৯তম মিনিটে জসুয়া কিমিখের শট একজনের পায়ে লেগে দিক পাল্টে জালে জড়াতে যাচ্ছিল, অসাধারণ ক্ষীপ্রতায় ঝাঁপিয়ে আটকে দেন স্মাইকেল। অনেক সুযোগ নষ্টের পর অবশেষে কাঙ্ক্ষিত গোলটির দেখা পায় বায়ার্ন। গোরেটস্কার শট আটকে দিলেও বিপদমুক্ত করতে পারেননি স্মাইকেল। আলগা বল একজন ক্লিয়ার করার চেষ্টা করেন, কিন্তু ওখানে ছুটে যাওয়া ডেভিসের পায়ে লেগে বল গোললাইন পেরিয়ে যায়। উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে আলিয়াঞ্জ অ্যারেনা, আর সেল্টিকের খেলোয়াড়দের চোখে-মুখে ভর করে রাজ্যের হতাশা। দিনের প্রথম ম্যাচে চমক উপহার দিয়েছে ফেইনুর্ড। প্রথম লেগে ১-০ গোলে স্মরণীয় জয়ের পর, এই ম্যাচে পিছিয়ে পড়েছিল তারা। পরে গোলটি শোধ করে ১-১ সমতায় শেষ করে, দুই লেগ মিলিয়ে ২-১ গোলের অগ্রগামিতায় শেষ ষোলোয় জায়গা করে নিয়েছে ডাচ ক্লাবটি। এদিকে, ঘরের মাঠে মোনাকোর বিপক্ষে ৩-৩ গোলের রোমাঞ্চকর ড্রয়ের পর, দুই লেগ মিলিয়ে ৪-৩ অগ্রগামিতায় শেষ ষোলোয় উঠেছে বেনফিকা। আরেক লড়াইয়ে কোনো প্রতিরোধই গড়তে পারেনি আতালান্তা। ক্লাব ব্রুজের মাঠে প্রথম লেগে ২-১ গোলে হারের পর, এবার ঘরের মাঠে ৩-১ গোলে হেরে গেছে ইতালিয়ান ক্লাবটি। ৫-২ অগ্রগামিতায় পরের ধাপে উঠেছে বেলজিয়ান ক্লাবটি।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com